৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, ১৬ বৈশাখ – ২২ বৈশাখ, ১৪২৯ ঃ ৩০ এপ্রিল – ৬ মে, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 27, 30 April - 6 May, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : বিশ্বভারতীর পাঠভবন হোস্টেলে এক ছাত্রের অস্বাভাবিক

মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র বিক্ষোভ ছড়ায় উপাচার্যের বাড়ির সামনে। দেহ আসলে উত্তেজনা চরমে ওঠে। রাজ্যপালকে ফোন করে প্রাণ সংশয়ের কথা জানান উপাচার্য নিজে। পরে মুখ্য সচিবের হস্তক্ষেপে পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দিলেও পরিবার এখনও ক্ষিপ্ত।

রবিবার : হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেতেই গরু পাচার মামলার অন্যতম

সাক্ষী বীরভূম জেলার শাসক দলের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে জোড়া নোটিশ পাঠাল সিবিআই। বিশ্রাম নেওয়ার ডাক্তারি পরামর্শ দেখিয়ে এবার সময় চাইলেন তিনি। অন্যদিকে গরু পাচারের মদতদাতা হিসাবে অভিযুক্ত বিএসএফের কমান্ড্যান্ট সতীশ কুমারকে ফের গ্রেফতার করল ইডি।

সোমবার : চৈত্রে মেলেনি একটিও কালবৈশাখী। বৈশাখে রাজ্যের উত্তর

দিকে দুএকদিন ঝড়বৃষ্টি হলেও দক্ষিণে চলছে তাপপ্রবাহ। তাপমাত্রা ছাড়াচ্ছে ৪০ ডিগ্রি। জ্বলানো দহনে পুড়ছে মানুষ। দুপুর বেলার দীর্ঘ সময়ে বাইরে বেরোবার জো নেই। এই সপ্তাহেও এমন দহন চলবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস।

মঙ্গলবার : সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিল অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও

সহায়করা গ্র্যাচুইটি পাওয়ার অধিকারী। দুই বিচারপতি অজয় রাস্তোগী এবং অভয় এস ওকা বলেন, ১৯৭২ সালের গ্র্যাচুইটি আইনের আওতায় পড়েন আইসিডিএসের কর্মী ও সহায়করা। তবে রাজ্য সরকারগুলি এই নির্দেশ কার্যকর করতে কতটা তৎপর তা বলবে ভবিষ্যত।

বুধবার : করোনার চতুর্থ ঢেউয়ের আশঙ্কার মধ্যেই ৬ থেকে ১২ বছর

বয়সের শিশুদের টিকা হিসাবে ভারত বায়োটেকের কোভ্যাক্সিনকে ব্যবহারের ছাড়পত্র দিল ডিসিজিআই। প্রথম ডোজের ২৮ দিন পর দ্বিতীয় ডোজ নিতে পারবে ছোটরাও। প্রতিষেধক সংস্থাকে প্রতি ১৫ দিন অন্তর সুরক্ষা রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

বৃহস্পতিবার : তীব্র গরম। প্রথমে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী স্কুলের টাইম এগিয়ে

আনার কথা বললেও মুখ্যমন্ত্রী ২ মে থেকে ঘোষণা করে দিলেন ৪৫ দিনের গরমের ছুটি। প্রশাসনিক বৈঠকেই তিনি এই নির্দেশ দেন কর্তাদের। দীর্ঘদিন ঘরে বসে থাকা শৈশব ফের ঘরবন্দি হল তাপপ্রবাহে।

শুক্রবার : কর্মীর অভাবে পরিষেবাহীন ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

ও শহরতলির হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার এবং পলিক্লিনিকে প্রায় ১২ হাজার চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিল রাজ্য সরকার। এছাড়াও স্বাস্থ্য রিক্রুটমেন্ট বোর্ড থেকে বাদ গেলেন শান্তনু সেন ও নির্মল মাজি।

সবজান্তা খবরওয়ালা

জেলা জুড়ে সরকারি খামারে বেসরকারিকরণের পদধ্বনি

কর্মসংস্থানে কোপ!

ওঙ্কার মিত্র

নদিয়া, বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ি, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর, মালদহ, দার্জিলিং-কালিম্পং মিলিয়ে ১২টি সরকারি কৃষি খামারে রয়েছে প্রায় ৪০০ একর জমি। এইসব খামারে জমি থেকে পরিকাঠামো, প্রযুক্তি থেকে সহযোগিতা–সবই রাজ্য সরকারের। খামার চালানোর জন্য পদের সমারোহ থাকলেও সবই খালি পড়ে রয়েছে। ফলে কর্মীর অভাবে চাষবাস তো দূরের কথা ঠিকমত রক্ষণাবেক্ষণই হচ্ছে না খামারগুলির। অথচ কথা ছিল এইসব সরকারি কৃষি খামারে নতুন নতুন বীজ উৎপাদনের গবেষণা হবে, কৃষিজীবীদের নতুন চাষে উৎসাহিত করতে প্রশিক্ষণ হবে, বসবে আলোচনা চক্র। পরীক্ষামূলক নতুন চাষের ক্ষেত্র হয়ে উঠবে এইসব কৃষি খামার। কিন্তু প্রশাসনিক অপদার্থতায় এবং কর্মী নিয়োগের অনিচ্ছায় সবরকম পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও ধুঁকছে এইসব খামারগুলি। অথচ ওপার বাংলায় একই ধরণের মাটিতে সরকারের উদ্যোগে আজ নতুন বীজের নতুন ডেস্টিনেশন হতে চলেছে বাংলাদেশ। তাদের কৃষি সংস্থা 'বারি' এখন নিজেদের দেশে যেমন যোগান দিচ্ছে নতুন নতুন ফুলফলের ভ্যারাইটি তেমনই উদ্ভূত বীজ বিক্রি করছে ভারতসহ অন্যান্য দেশে। এখানে অবশ্য এতসব ভাবনাচিন্তার বালাই নেই। তাই কোনও দায় দায়িত্ব ছাড়া পয়সা রোজগারের ফিকির বার করেছে রাজ্যের উদ্যানপালন দফতর। তারা সরকারি খামারের এইসব পতিত জমি তুলে দিতে চায় জমিহীন প্রান্তিক চাষিদের। প্রকল্পের নাম 'প্লাগ অ্যান্ড প্লে'। প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে নদিয়ার আয়েশপুর ও কৃষ্ণনগর, বাঁকুড়ার বড়জোড়া ও তালডাংরা, জলপাইগুড়ির মোহিতনগর, হুগলির চুঁচুড়া ও শূরপাড়া, পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘা, কাজলাগড়, রামনগর এবং

মালদহের ইংরেজবাজারের খামারে এই প্রকল্পের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ হবে। ১০০০ বর্গমিটার বা প্রায় ১৫ কাঠার প্লট দেওয়া হবে চাষিদের। ন্যূনতম ভাড়ায় সরকারি প্রযুক্তি–পরিকাঠামো কাজে লাগিয়ে ইচ্ছুক কৃষকরা এখানে ফসল ফলাবেন যা বিপণনে সাহায্য করবে উদ্যানপালন দপ্তর। আশা এইসব খামারে আধুনিক প্রযুক্তিতে রফতানিযোগ্য ফসল ফলাতে পারলে কৃষকদের লাভ তো হবেই তার সঙ্গে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বিনিয়োগের সম্ভাবনাও অনেকটাই বেড়ে যাবে।

অর্থাৎ প্লাগ অ্যান্ড প্লে প্রকল্পে সরকারি খামারে আনাগোনা হবে বেসরকারি কৃষকের। কৃষি বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এভাবেই সরকারি খামার প্রথমে ভাড়ায় দেওয়া শুরু হবে। পরে বড় উদ্যোগপতির আর্থিক হাতছানিতে খামারগুলির বেসরকারিকরণ হতে বেশি সময় লাগবে না। অর্থাৎ সরাসরি সরকারি সম্পত্তি না বিক্রি করে পরোক্ষভাবে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার এ এক প্রচেষ্টা। তবে এইসব খামারে উপযুক্ত চাষি বাছাইতেই রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা প্রবল বলে মনে করে কৃষি মহল। অর্থাৎ স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির সম্ভাবনার নতুন দরজা খুলে দেবে এইসব সরকারি খামার। এরই সঙ্গে খামারগুলির সরকারি শূন্য পদ করে দেওয়া হবে অবলুপ্ত। কর্মসংস্থানের সুযোগ সঙ্কুচিত হয়ে খামারগুলির পরিচালনার ভার বর্তাবে চুক্তি কর্মী বা দৈনিক মজুরির কর্মীদের উপর।

কৃষি বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা, এইসব কুসম্ভাবনা এড়িয়ে সত্যিই যদি বাজারে বিপুল চাহিদা আছে এমন ফসল কৃষকদের দিয়ে ফলানো যায় তবে কৃষি খামারগুলির দুর্দশা ঘুচবে। তাঁদের মতে সরকারি প্রকল্প রচনা ও তাকে সফলতার সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সুফলে পরিণত করার মধ্যে বিস্তর ফারাক। অন্যথায় প্রকল্পের প্রথমে প্লাগেই যদি স্বচ্ছতার ঘাটতি থাকে প্লের আশা কাগজে কলমেই থেকে যাবে।

টাকা চেয়ে অভিযুক্ত নেত্রী

কল্যাণ রায়চৌধুরী, বাগদা: পুলিশের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য দিতে হবে দেড় লক্ষ টাকা। এহেন একটি ভয়ঙ্কর অভিযোগের তীর উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বাগদার শাসক দলের এক নেত্রীর বিরুদ্ধে। সূত্রের খবর, থানা থেকে আসামী ছাড়িয়ে আনার জন্য এভাবেই পুলিশের নাম করে টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠল বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোপা রায়ের বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন গোপা দেবী। তবে বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই বাগদা সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি গোপাল শেঠকে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানালেন, আসামীর স্ত্রী আজমিরা মণ্ডল। একই সঙ্গে দলের রাজ্য নেতৃত্বের কাছেও চিঠি দেওয়া

হয়েছে বলেও আজমিরার দাবি। তার অভিযোগ, ১৭ এপ্রিল রাতে বাগদা থানার পুলিশ তার বাড়িতে হানা দিয়ে তার স্বামী আতিয়ার মণ্ডলকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। পরদিন সকালে আজমিরা তার ছেলে জসীমউদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতা নাসির বিশ্বাসের কাছে সাহায্য চাইতে গেলে নাসির তাদের নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোপা রায়ের কাছে যান। গোপা রায় তখন তার স্বামীকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য দেড় লক্ষ টাকা দাবি করেন। তার মধ্যে বহু কষ্টে ধারদেনা করে সুদে এক লক্ষ টাকা জোগাড় করে তিনি দুভাগে গোপাদেবীকে দেন। তা সত্ত্বেও পুলিশ তার স্বামীকে মিথ্যা মামলা দিয়ে আদালতে পাঠায়। গোপা দেবীকে বিষয়টি জানালে তিনি আরও অন্তত ত্রিশ হাজার টাকার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন বলেও আজমিরার অভিযোগ। চিঠি পাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে গোপাল শেঠ বলেন, 'চিঠি পেয়েছি।

এরপর পাঁচের পাতায়

জমি বিবাদে মহিলাকে হুমকি

সুব্রত মন্ডল, সোনারপুর : ফের জমি বিবাদের জেরে এক মহিলাকে গুলি করে মারার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। এই নিয়ে ফের অস্বস্তিতে ঘাসফুল শিবির। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন পার্থ মণ্ডল নামে ওই নেতা। এই নিয়ে সোনারপুর থানায় অভিযোগ করেছেন কণিকা মজুমদার

নামে ওই মহিলা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে সোনারপুরে চাঁদমারি এপি নগরে ওই মহিলার বাড়ি। তার ছেলে 'মেয়ে 'জামাই চাকরিসূত্রে ভিন রাজ্যে থাকেন। কনিকা দেবীর অভিযোগ তাদের ভিটে বাড়ির পাশেই কয়েক কাঠা জমি আছে। অনুমতি না নিয়ে অন্য শরিকরা সেই জমি বিক্রি করে দেন অনুপ চ্যাটার্জী নামে এলাকার এক প্রোমোটারকে। সেখানে কাজও শুরু করে দিয়েছিলেন ওই প্রোমোটার। এরপর ওই জমির উপর ১৪৪ জারির জন্য বারুইপুর মহকুমা আদালতে মামলা করেন কনিকা দেবী। আদালত কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়। যদিও সেই নির্দেশ অমান্য করে কাজ করতে থাকেন অনুপ চ্যাটার্জী। বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মহলে অভিযোগ করতেই কনিকা দেবীর বাড়িতে যান প্রোমোটারের সাগরেদ তথা ওই এলাকায় তৃণমূল জয় হিন্দ বাহিনীর নেতা পার্থ মণ্ডল। মহিলা বলেন, পার্থ মদ খেয়ে এসে আমাকে গালাগালি করেছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

শাসক দলের বিরুদ্ধে তোলা চাওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফলতা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ফলতা বিধানসভা গত একমাস ধরে খবরের শিরোনামে। একের পর এক ঘটনায় এলাকা উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। প্রসঙ্গত ফলতা বিধানসভার বেতাজ বাদশা সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর ঘনিষ্ঠ ফলতা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তৃণমূলের যুব নেতা জাহাঙ্গীর খান। যার দাপটে এতদিন কেউ কোনও প্রতিবাদ করতে পারত না। কিন্তু শেষমেস তারই দলের কর্মীরা তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়ে তারই দলীয় কার্যালয়ে সম্প্রতি বেলসিংহায় জাহাঙ্গীর খানের অপসরণ চেয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। পুলিশ এসে বিক্ষোভ সামাল দেয়। যদিও জাহাঙ্গীর খান এই প্রসঙ্গে সংবাদ মাধ্যমে বলেছেন, যারা বিক্ষোভ দেখাতে এসেছিল, তারা অন্য দলের লোক।

সপ্তাহ দুয়েক আগে ফলতার একটি পঞ্চায়েত

এলাকায় এক ইঞ্জিনিয়র যখন বাড়ি করছিলেন তার কাছে দু লক্ষ টাকা শাসক দলের লোকজন তোলা চায় বলে অভিযোগ। কিন্তু ওই ইঞ্জিনিয়ার তোলা না দিলে তাকে ও তার স্ত্রীকে ব্যাপক মারধর করা হয় বলে জানা যায়। সেই ঘটনারও প্রকৃত তদন্ত হয়নি। সূত্র মারফৎ জানা যায়, আক্রান্ত এবং আক্রমণকারী উভয়কেই কেস দেয় পুলিশ।

ফলতা এলাকার স্পেশাল ইকোনমিক জোনে একাধিক শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে, তোলা না দেওয়ার জন্য এই অভিযোগও উঠছে। তার জন্য সেখানেও শ্রমিক অসন্তোষ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

সৌন্দর্যায়নে টাকা নয়ছয়

দেবাশিস রায়

সারি সারি ফোয়ারা রয়েছে কিন্তু, জলের নাচন দেখা যায় না। ফোয়ারার ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য বাহারি বাতি রয়েছে কিন্তু, তাতে আলো জ্বলে না যে পুকুরের স্বচ্ছ সলিলে একদা শিশুরা সাঁতার কাটত, এলাকার গৃহবধূরা পাড়ে বসে ঝিরিঝিরি বাতাসে দু'দণ্ড সময় কাটাতেন, পানকৌড়ি আর মাছরাঙা ঝুপ করে এসে জলে পড়ত সেখানে এখন শুধুই একরাশ হতাশা। সুবিশাল পুকুরজুড়ে আগাছা আর আবর্জনায় ভরা, জলের চিহ্নমাত্র চোখে পড়ে না। অথচ এমনটা তো হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু, তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত দাঁইহাট পুরবোর্ডের যথাযথ পরিকল্পনার অভাব আর গাজোয়ারি মনোভাবের কারণেই শহরবাসীকে এখন এই অপ্রিয় দৃশ্য দেখতে হচ্ছে। শুধু কী তাই পুরবোর্ডের অপদার্থতার কারণেই শহরের অসংখ্য পুকুর সহ

জলাশয় বর্তমানে দূষণের শিকার। শহরবাসীর একাংশের অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে দাঁইহাট পুরবোর্ড নানাবিধ সৌন্দর্যায়নের নামে লক্ষাধিক টাকার নয়ছয় করেছে। এনিয়ে বিরোধী সিপিএম, বিজেপি এমনকি বিক্ষুব্ধ তৃণমূল কংগ্রেসিদেরও একাংশ সরব। জনগণের কষ্টার্জিত করের টাকায় এভাবে সৌন্দর্যায়নের নামে কাদের পকেট ভরতি হয়েছে তারা সেই প্রশ্নও তুলতে শুরু করেছে। পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাট পুরসভার ৫ নং ওয়ার্ডে স্কুল রোডের পাশে ফরিদখানা নামে একটি পুকুর রয়েছে। এই পুকুরের অপরপাড়ে এলাকার একাধিক বিশিষ্ট শিক্ষক সহ পুর চেয়ারম্যান শিশির কুমার মণ্ডলের বাড়ি। এই পুর চেয়ারম্যানের আমলেই বছর তিনেক আগে পুকুরটির সৌন্দর্যায়নের মাধ্যমে স্থানীয় বাসিন্দা সহ পথচলতি মানুষের মন জয়ের চেষ্টা করেছিল পুরবোর্ড। একদা টলটলে জলের সুবিশাল ফরিদখানা পুকুরের পূর্বদিকের পাড় বরাবর দামি রেলিংয়ে ঘেরা হল। তার ভিতরে মানানসই ফুলবাগানে সারি সারি বসল অসংখ্য ফোয়ারা এবং রংবাহারি বৈদ্যুতিক বাতি। কার্যত হাভাতে পুরসভার এই চোখধাঁধানো রাজকীয় আয়োজনে এলাকার ভোলই পালটে গিয়েছিল। সন্ধ্যা হতেই রংবাহারি আলোর ছটার সাথে সাথে ফোয়ারার জলও নেচে উঠত। সে এক মায়াময় পরিবেশ। কিন্তু, অচিরেই সবকিছু থেমে গেল। এখন রংবাহারি আলোয় ফোয়ারার নাচন দেখা যায় না, ফুলগাছগুলি অযত্নের শিকার, বাহারি বাতিগুলি অকেজো হয়ে পড়েছে, রেলিংয়ে মরচে ধরছে, ফরিদখানা পুকুরের জলের ওপর ঘন আগাছায় ছেয়ে আছে। সেই পুকুরেই নর্দমা দিয়ে এসে জমছে শহরের একটা বিরাট অংশের নোংরা জলের সঙ্গে আবর্জনা।

এরপর পাঁচের পাতায়

১৭টি পরিবার বিদ্যুৎহীন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুর এলাকার একটি গোটা পাড়া আজও বিদ্যুৎহীন। কলকাতা পুরসভার ১২ নম্বর বরোর ১০৮ নম্বর ওয়ার্ড ১৯৮৪ সালে কলকাতা পুরসভার অন্তর্ভুক্ত হয়। ওই ওয়ার্ডের নব নির্বাচিত বর্তমান পুরপ্রতিনিধি সুশান্ত কুমার ঘোষ বলেন, একটা অদ্ভুত ভৌগোলিক অবস্থানে ওয়ার্ডটি অবস্থিত। প্রথমে কলকাতা পুর এলাকা পরে গ্রাম পঞ্চায়েত। তারপর আবার কলকাতা পুর এলাকা পরে আবার গ্রাম পঞ্চায়েত। তারপর আবার কলকাতা পুর এলাকা। সে জায়গায় দাঁড়িয়ে ওখানে বানতলা বলে একটা জায়গা আছে। এই বানতলায় নুরতলা বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে ৭০টি পরিবার বসবাস করে। এই জায়গাটি প্রায় ৩৮ বছর হল কলকাতা পুর এলাকার সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অথচ সেখানকার ১৭টি আদিবাসী পরিবারের বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই। ঘরে বিদ্যুতের আলো থেকে বঞ্চিত নুরতলার ওই ১৭টি আদিবাসী পরিবার। স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি বলেন, আমি অন্তত সাতবার সিইএসসি- র সঙ্গে এ বিষয়ে মিটিং করছি। ইন্সপেকশন হয়েছে। ১৭টি পরিবার সিইএসসি-র মিটার বসাতে রাজি হয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

মাননীয় কবিগুরু, আপনার উপেন মারা গেছে

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

কবিগুরু নিজেও জানেন না, তাঁর বিশেষ পরিচিত উপেন মারা গেছে।

–আপনারা হয়তো অনেকে অবাক হয়ে বলবেন– এই উপেনটি কে?

–ঠিক আছে। যাদের মনে নেই, আমি তাদের মনে করিয়ে দিতে চাই– এই উপেন হচ্ছে সেই উপেন, যার মাত্র দুই বিঘা জমি ছিল, গ্রামের জমিদার নিজের বাগানখানি দৈর্ঘ্য প্রস্থে সমান রেখে সৌন্দর্যবন্ধন করবেন বলে– উপেনের দুই বিঘা জমি কিনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উপেন অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে প্রতিবাদ করে খোদ জমিদারের মুখের ওপর বলেছিল– 'আমি এই জমি কিছুতেই বেচব না। কারণ এই জমিতে আমার সপ্ত পুরুষ বসবাস করেছেন। এই দুই বিঘা জমি আমার কাছে সোনার চেয়েও দামি। এই জমি–মাতৃতুল্য। যতই দারিদ্রতা থাকুক আমি এতো লক্ষ্মীছাড়া নই যে, পয়সার বিনিময়ে 'মা'কে বেচে দেব।'

শেষ পর্যন্ত গ্রামের জমিদার মিথ্যা মামলার জালে উপেনকে ফাঁসিয়ে তাঁর জমি কেড়ে নিয়ে তাকে বাস্তুচ্যুত করে।

এবার নিশ্চয় মনে পড়েছে আপনাদের? এটি একটি হৃদয় বিদারক সমাজ দর্পণ। কবিগুরুর লেখা– দুই বিঘা জমি। আপনারা বলতে পারেন, এটা তো নিছক কবিতা।

উত্তরে বলি– কবিগুরু তো সমাজ বহির্ভূত মানুষ ছিলেন না। একদা তিনিও পৈত্রিক জমিদারি দেখাশোনা করতেন। উপেনের মতো মানুষেরা তো গ্রাম বাংলাতে বসবাস করতো কবির আশে পাশে। কবির তা নিশ্চয় অজানা নয়? উপেন কাল্পনিক চরিত্র হলেও, কবিগুরু সমসাময়িক তাদের মতো রক্তমাংসের মানুষ দুর্লভ ছিল না।

রবীন্দ্রযুগের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, আনুমানিক মাত্র ২০ বছর আগের এক বাস্তবোচিত ঘটনা। টালিগঞ্জ আজাদগড়ে এক পরিবারের কাহিনী।

পরিবারে তারা চার ভাই। কলোনির নিঃশর্ত জমির দলিল পাওয়ার পর ভাইয়েরা মিলে বড় পাকা বাড়ি তৈরিতে হাত দেন। শুরু হলো জমিতে গর্ত খোড়া। পিলার তৈরির জন্য প্রায় দুই কাঠা জমির ওপর মাটি কাটা শুরু হলো। মাটির সঙ্গে ওঠে রাবিশ। দিনের শেষে সেই রাবিশ নিয়ে যায় স্থানীয় ঠিকাদাররা। আর তখনই ঘটল ছন্দপতন।

এক ভাই হঠাৎ লক্ষ্য করল তার

বিধবা মা সকাল থেকে মুখে চোখে শাড়ির আঁচল চাপা দিয়ে মাঝে মাঝে নিঃশব্দে কেঁদে উঠছেন। রাতে তারা সব ভাই একত্রে মা–কে জিজ্ঞাসা করল– 'মা' তুমি কাঁদছো কেন? আমরা তো বাড়িটা প্রোমোটারকে দিই নি। নিজেরাই বাড়ি বানাচ্ছি। তাহলে কোথায় তোমার দুঃখ? উত্তরে মা কাঁদতে কাঁদতে বড় ছেলেকে বললেন– ওরে দেশ বিভাগের পরে যখন বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে টালিগঞ্জে আসি, তখন তুই আর তোর বড় বোন একেবারে দুধের শিশু। আমাদের আজাদগড় তখন ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। শেয়াল কুকুর সাপের রাজত্ব। তথাপি আমাদের মতো আরও অনেক উদ্বাস্তু তখন এখানে মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজতে মরিয়া। সামান্য হোগলা পাতার ঘর তৈরি করব সেই সংস্থানও নেই। খানা খন্দগুলি মাটি রাবিশ ফেলে ভরাট করে জমি সমান্তরাল করতে চাইছিলাম। না হলে ঘর বানানো অসম্ভব। তোদের বাবা অনেকদূর থেকে দুপুর রোদে বালতি করে মাটি কেটে নিয়ে আসতেন। মাটি কাটার জন্য প্রতিবেশির কাছ থেকে কোদাল ধার করতে হতো। তাদের অবস্থাও তথৈবচ। তোদের বাবা লাফিয়ে লাফিয়ে গর্তে সেই মাটি রাবিশ ফেলে ভরাট করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। তপ্ত দুপুরে দিনের পর দিন তাঁকে দুরমুশের বদলে এসব কাজ করতে হতো। সারা দিনে এত পরিশ্রমের পর তোর বাবার পায়ে বড় বড় ফোস্কা পড়ত। রাতে আমি লণ্ঠন জ্বালিয়ে তোর বাবার পায়ে তেল মাখিয়ে সেঁক দিতাম। বাড়ি তৈরির জন্য তোদের বাবা কী অমানুষিক পরিশ্রমটাই করতেন। এই জমি তোদের বাবার আর আমার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল। এই মাটি আমাদের সাংসারিক যাবতীয় ভালোবাসা, সুখ, দুঃখ বেদনার সঙ্গে স্মৃতি বিজড়িত। ঠিকাদাররা যখন সেই মাটি লরি করে নিয়ে যাচ্ছে, তা দেখে আমার মনে হলো, মাটি নয়, ওরা আমার হৃৎপিণ্ডটা খুলে নিল। আমার এই বেদনা তোরা অনুভব করতে পারবি না। আমার সমস্ত স্মৃতি যেন আজ প্রবল ঝড়ে তছনছ হয়ে গেল।

ওই পরিবারের এক ভাই পরে দুঃখ করে আমাকে তার মায়ের ওই কথা শুনিয়েছিল। শুনে সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত আমি গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলাম। আমাদের বাসস্থানের মাটিতে এমন কী থাকে?

এরপর পাঁচের পাতায়

Alipur Barta: 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 27, 30 April - 6 May, 2022

নয়া উচ্চতা হবে, নাকি নতুন লো

পার্থসারথি গুহ

সবকিছুরই একটা লিমিট আছে। এই মুহূর্তে যে ভারতের শেয়ার বাজার বেশ খানিকটা নিচে এসেছে তা সেই বাতিক্রমী চিত্রেরই প্রতিফলন। টানা উত্থানের পর কারেকশন কী বহানা মে থোড়া নিচে আনা। এই আর কী ! বাস্তব চিত্রটা এমন হলেও এর অন্য একটা দিকও রয়েছে। তা হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং এশিয়ার প্রধান বাজারগুলির নিচে আসা। যদিও এখানে সবাই হইহই করে উঠবেন। বলবেন, এই তো কিছুদিন আগেও ভারতের প্রধান সূচকগুলি এতটাই নিচে এসেছিল। আর সেটা হয়েছিল যুদ্ধজনিত কারণে। রুশ-ইউক্রেন সেই যুদ্ধ বাসী হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। ফের তবে বাজার কেন নিচে আসছে? এর উত্তরে বলা যায় এই মুহূর্তে ভারতে চলছে সংশোধনীর পালা। সেই মঞ্চে নতুন নাট্য পরিবেশিত হচ্ছে। বলাবাহুল্য, রেঞ্জবাউন্ড ট্রেড এখন নিফটি-সেনসেক্সের মূল লক্ষ্য। তবে লক্ষ্যণীয় হল বাজারে নিচে আসছে বলে সবাই হড়হড় করে গড়িয়ে পড়ছে তাও নয়। আবার দৌড়ঝাঁপ করে সব্বাই বাড়ছে তাও নয়। সঠিক লগ্নিকারী অবশ্য এই পরিস্থিতির সঙ্গে জুঝে নিয়ে সওদাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

অর্থনীতি

এটাই লগ্নিকারীর ধর্ম। বিনিয়োগের কৌশলও বটে। শেয়ার বাজারে আন্দাজে সবকিছু বলে দেওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট কোম্পানি এবং তার বাজার সম্পর্কে পড়াশুনা। এই ব্যাপারটা নখর্দপণে থাকলে কিছুটা তো এগনো যায়ই। তাই বলে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মেলানো না হোক একটা সম্ভাবনার ছবির রূপদান করা যায়। এর বলে বলীয়ান হয়ে তাই বিশেষজ্ঞরা শেয়ারের ওপর তাদের মতামত দিয়ে থাকেন যাকে ধরা হয় এক্সপার্ট ভিউ হিসাবে। আগেই বলেছি এই বাজারের ধার এতটাই অদ্ভুত যে

এখানে অনেকসময় বিশেষজ্ঞরাও হোঁচট খেয়ে পড়েন। তখন ফিসফাস শোনা যায় বাজারের অন্দরে যে ওই বিশেষজ্ঞরা কোনও কোম্পানি বা প্রভাবশালীর হয়ে তাদের মত তুলে ধরেছেন। ঘুরিয়ে এভাবে তাদের সমালোচনা করা হয়। ঝড়ে বক মরার মতো মাঝে মধ্যে এক আধটা লেগে গেলে তাদের আর দেখে কে। এর মধ্যে অনেক শেয়ার বাগ্মী রয়েছেন যারা ঠুনকো খবর দেন না। তাদের কথার মধ্যে পরিপূর্ণ যুক্তি থাকে। ফলে এদের খবর সঠিক ফান্ডামেন্টাল ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এদের কথার গ্রাহ্য করা যায়। বুলরা মূলত বাজারের বাড়ার পক্ষে সওয়াল করে। আর বেয়াররা ওকালতি করে বাজারের পতনের পক্ষে। শুধু সূচকের বাড়া বা কমার মধ্যেই বুল—বেয়ারদের লড়াই থেমে থাকে না। কোনও শেয়ারের উত্থান পতন নিয়েও এদের আকচাআকচি চলে। সোজা সাপ্টা ভাষায় বললে বুল ও বেয়াররা ইতিবাচক ও নেতিবাচক চিন্তার প্রতিভূ হয়ে থাকে।

যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাই হয়ে উঠবে নতুন আঙ্গিকে নয়া চ্যালেঞ্জ। এখানেও লগ্নিকারীদের অটল থাকতে হবে তাদের বেসিক জায়গায়। হুটপাট করে বিনিয়োগ না বাড়িয়ে দেখেশুনে কেনায় যেতে হবে। কারণ, এখন ভুলভাল শেয়ার বাছাই করলে বড়সড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন লগ্নিকারীরা। সুতরাং সবকিছু ভেবে চিন্তে তবেই পদক্ষেপ করতে হবে। বিশেষ করে হালফিলে যেভাবে বাজার চলছে তাতে রোজগার করা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা বলে একেবারে হতাশ হওয়ারও কিছু নেই। নতুনভাবে কেনাবেচার রণকৌশল সাজানোই এই মুহূর্তে মূল উদ্দেশ্য।

এই মুহূর্তে ভারতের শেয়ার বাজার ২০২২-এর আরও একটি মাসের ক্লোজিং করল ১৭ হাজারের একটু ওপরে। নিফটির ভিত্তিতে এই ক্লোজিং কখনই আহামরি নয় সেইসব বুল ট্রেডারদের জন্য যাঁরা গত ২-৩ বছর এখানে নিয়মিত ফুট ফুটিয়েছেন। বলাইবাহুল্য, এই ফুল ছিল বুল বাজারের। এখন ঠিক উলট পুরাণ চলছে। অর্থাৎ বাজারের কারেকশন পর্ব। কোভিডের ধাক্কাতেও বাজার বড়মাপের কারেকশন করেছিল। কিন্তু সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আগের যাবতীয় উচ্চতাকে অতিক্রম করেছিল। গড়েছে নিফটির ভিত্তিতে ১৮,৬০০-র সর্বকালীন রেকর্ডও। তারপর থেকেই বাজার কেমন থমকে গিয়েছে। ১৮ হাজারের ওপরে থাকাই এই মুহূর্তে ভারতের শেয়ার বাজারের জন্য দুষ্কর হয়ে উঠেছে। বাজার বারংবার ১৬ হাজারের কাছে এসেছে সাপোর্ট নিতে। যাতে অতিঅবশ্যই ইন্ধন জুগিয়ে গিয়েছে রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ। এখন দেখার আর কতদিনের মধ্যে বাজার তার নয়া উচ্চতা তৈরি করতে সক্ষম হয়!!!

উত্তরের আঙিনায়

জাল লটারি বিক্রির অভিযোগে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়িতে জাল লটারি বিক্রির অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করল এনজেপি থানার পুলিশ। আজ সকালে একেবারে এনজেপি ষ্টেশনের সামনে থেকে তাদের আটক করে পুলিশ। ধৃতরা বহুদিন থেকেই জাল লটারি তৈরি করে তা বিক্রি করে আসছিলো। ধৃতদের নাম অসিত ঘোষ, রাজু চৌধুরী, দিবাকর মন্ডল এবং আজয় সামন্ত। ধৃতদের

শিলিগুড়ি আদালতে নিয়ে আসা হলে বিচারক তাদের সাতদিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। জানা গেছে, ধৃতরা প্রথমে একটি মদের দোকান চালাতো, পরে লকডাউনের বাজারে ব্যবসায়ে মন্দা চলে আসায় তারা ওই ব্যবসা ছেড়ে জাল লটারির ব্যাবসা শুরু করে। তারা জেরায় জানিয়েছে এই ব্যবসায়ে তাদের সাথে মোট আরো ছজন যুক্ত আছে যারা শিলিগুড়ির বাইরে লটারি পাচারের কাজ করত।

হাতির আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে মধু চাষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আলিপুরদুয়ার ২ নম্বর ব্লকে ভুটানের পাদদেশে হয়েছে নুরপুর গ্রাম। কয়েক বছর আগে এই গ্রামের দৃশ্য ক্রমে ভয়ানক হয়েছিল। প্রায় প্রতিদিন হাতিহানা দিত ওই গ্রামে, ফসল নষ্ট করে দিত, ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলত। এইসব দৃশ্য দেখতে দেখতে ক্রমশই ও অসহায় হয়ে পড়ছিলেন গ্রামবাসীরা।

এরপর তারা উপায় বার করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় হাতির আক্রমণ থেকে বাঁচতে মধু চাষ করা হয় দক্ষিণ আফ্রিকার মত তাঁরাও শুরু করলেন মধু চাষ। মানুষের মতো হাতিও মৌমাছিকে খুব ভয় পায়। মৌমাছির গুঞ্জনের শব্দ এবং মৌমাছির হুল এই দুটিই তাদের পছন্দ নয়। তাই যেখানে মৌমাছি থাকে সেখানে হাতি সচরাচর যায়না। মধু চাষ করার পর থেকেই গ্রামের সার্বিক চিত্র বদলাতে থাকে। হাতির হানা থেকে রক্ষা পায় নুরপুর গ্রাম। এছাড়া মধু চাষ করার ফলে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এর সহায়তায় ওই গ্রামের গ্রামবাসীরা মৌ চাষ শুরু করেন। ইতিমধ্যে মৌ চাষিদের উৎসাহিত করতে রীতিমতো ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে তাদের। এছাড়া সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে মধু নিষ্কাশনের যন্ত্রপাতি সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি।

খুলল বাগডোগরা বিমানবন্দর

নিজস্ব প্রতিনিধি : খুলে গেল বাগডোগরা এয়ারপোর্ট। প্রায় পনেরো দিন পরে আজ খুলল এয়ারপোর্ট। বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়ে গিয়েছিলেন যাত্রীরা। যেভাবে ভীড় বাড়ছিল ট্রেন এবং বাসের তাতে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ। প্রায় চারগুন বেড়ে গিয়েছিল বাস এবং ট্রেনের ভীড়। রানওয়ে বন্ধ থাকায় যাত্রীরাও সমস্যায় পড়ে গিয়েছিলেন। বহু পর্যটক আটকে গিয়েছিলেন তারা পাহাড়েই আটকে গিয়েছিলেন। অবশেষে আজ থেকে উড়ান শুরু হয়ে যাওয়ায় শান্তিতে যাত্রীরা। আজ থেকে শুরু হচ্ছে যাত্রীদের যাত্রা। গতকাল থেকেই ভীড় জমতে শুরু করেছিল এয়ারপোর্টের আশেপাশে। যাত্রীরা আশেপাশের হোটেল বুকিং করে গিয়েছিলেন দুদিন আগের থেকেই। বাগডোগরা এয়ারপোর্ট খুলে যাওয়ায় শান্তিতে নেতাজি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষও। গোটা উত্তরবঙ্গের বিমান পরিষেবা আটকিয়ে গিয়েছিল উত্তরবঙ্গের বিমান পরিষেবা বন্ধ থাকায়। এদিন বিমানবন্দর খুলে যাওয়ায় আনন্দিত হোটেল কর্মীরাও। তারা জানান এয়ারপোর্টের আশেপাশের হোটেলগুলি এই পনেরো দিনে প্রায় বন্ধ ছিল আজ খুলবে এই খবর আসায় দুদিন আগের থেকেই ভীড় করেছিলেন যাত্রীরা। এয়ারপোর্ট খুলে যাওয়াতে খুশি বিমান কর্মীরাও। তারাও জানালেন একদিন প্রায় বসেছিলেন তারা, আজ খুলে যাওয়ায় অনেকটাই শান্তি পেলেন তারা। জানালেন এতে উপকৃত হবেন সবাই।

সোনার বিস্কুট-সহ গ্রেফতার তস্কর

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রায় দেড় কোটি টাকার সোনার বিস্কুট সহ দুই মহিলাকে গ্রেফতার করল কেন্দ্রীয় রাজস্ব ও গোয়েন্দা দফতর। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গোয়েন্দা বিভাগ অভিযান চালিয়ে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে সোনার বিস্কুট উদ্ধার করে। সোনার বিস্কুট পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার দুই মহিলা অভিযুক্তরা হলেন মৌসুমী অধিকারী ও লীনা গোস্বামী। একজন উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত থেকে এবং অন্য মহিলা বাগদাদের বাসিন্দা। ডিআরআই সূত্রে খবর, বুধবার নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স এবং সেন্ট্রাল রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স উইং (ডিআরআই) যৌথ অভিযান চালায়। ডাউন গুয়াহাটি রাজধানী এক্সপ্রেসের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোচ থেকে দুই মহিলাকে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়।

রেলের উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : রেলের উচ্ছেদ অভিযান।ভেঙে দেওয়া হল রাস্তার পাশে থাকা অস্থায়ী দোকানপাট। পেটের টানে রেলের জমিতে দোকান বানিয়ে ছোটোখাটো ব্যাবসা করছিলেন তারা। তবে তাতেই আপত্তি আনে রেল কর্তৃপক্ষ। কোনও ভাবেই রেলের জমি দখল করে ব্যবসা করা যাবে না সাফ জানিয়েছে রেল। সেই কারণে সকাল হতেই সকলের অজান্তে ভেঙে দেওয়া হল বেশ কয়েকটি অস্থায়ী দোকান। বুধবার সকালে আরপিএফ কে সঙ্গে নিয়ে রেল আধিকারিকেরা এই কর্মকান্ড চালান। কোনও রকম আগাম না জানিয়ে দোকান ভেঙে দেওয়ায় রেলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যাবসায়ী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক সুজয় সরকার।তিনি জানান,গরিব মানুষেরা দীর্ঘদিন ধরেই রাস্তার উপর দোকান বানিয়ে পরিবারের ভরনপোষণ চালান। রেল দপ্তরের উচিত ছিল তাদের আগাম জানিয়ে দোকান গুলি ভাঙা।তবে তারা সেটা করেনি। কেন এইভাবে দোকানগুলি ভাঙা হল সেটাও জানতে চাইবেন তারা।তারা এও জানিয়েছেন আগে থেকে জানিয়ে রাখলে এই সমস্যা কোনভাবেই তৈরি হত না।

দোকানের সামনে মদের বোতল থাকলে উপযুক্ত ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তরবঙ্গের অন্যতম শহরের মধ্যে কোচবিহার রয়েছে। তবে কোচবিহার শহরের একটি সমস্যা আছে, অল্প বৃষ্টিতে জল জমে যায়। সামনে রয়েছে ভরা বর্ষা, সেই কারণে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কোচবিহারের নিকাশি নালাগুলি পরিষ্কার করার পদক্ষেপ নিয়েছেন। যাতে জল সঠিক ভাবে আসে করতে পারে, অল্প বৃষ্টিতেই জল না জমে।

তবে কোচবিহারের ভবানীগঞ্জ এলাকায় নিকাশি নালার পরিষ্কারের কাজ তদারকি করার সময়তার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে ওঠে। নালাগুলির মধ্যে থেকে একের পর এক মদের বোতল উদ্ধারের

ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো হতবাক হয়ে পড়েন তিনি। এরপর তিনি হুশিয়ারি দেন কোনওভাবেই নালার মধ্যে মদের বোতল ফেলা যাবে না। যদি কোনও দোকানের সামনে মদের বোতল দেখা যায় তাহলে সেই দোকানদারের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এই প্রসঙ্গে আগেভাগেই দোকান তাদেরকে হুঁশিয়ারি করে দেওয়া হবে, যাতে দোকানের সামনে কোনওভাবেই মদের বোতল পড়ে না থাকে। কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এ প্রসঙ্গে আরও জানিয়েছেন, মদ খেতে হলে বাড়িতে বসে খাওয়া যেতে পারে। এইভাবে বাইরে মদ খেয়ে সেই মদের বোতল নালায় ফেলে নিকাশি নালা বন্ধ করে দেওয়া কোনোভাবেই উচিত না।

চা বাগান থেকে উদ্ধার লেপার্ড শাবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : কালচিনি ব্লকের চুয়াপাড়া চা বাগানে পাওয়া দুটি লেপার্ড শাবককে শাবকের মা লেপার্ড এসে নিয়ে গেল বলে সোমবার জানাল বনদপ্তরের বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের আধিকারিকরা। এই বিষয়ে উল্লেখ্য গত ২৩ এপ্রিল চুয়াপাড়া চা বাগানের চার নং সেকশনে দুটি লেপার্ড শাবক দেখতে পায় বাগানের শ্রমিকরা।

শাবক দুটি এতটাই ছোটো ছিল যে বনদপ্তর শাবক দুটিকে উদ্ধার না করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা শাবক দুটিকে যথাস্থানে রেখে দেয় এবং নিরাপত্তা জন্য চারিদিকে ক্যামেরা লাগানো ও পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। বনদপ্তরের থেকে চেষ্টা চালানো হয় যাতে শাবকের মা লেপার্ড এসে তাদের নিয়ে যায়। দু'দিন বাগানের ওই সেকশনে কাজ বন্ধ রাখা হয়। দু'দিন বাদে শাবকের মা লেপার্ড এসে শাবক দুটিকে স্তন পান করায় এবং তাদের নিয়ে যায়।

বিক্ষোভের মুখে ডেপুটি মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিধান মার্কেটে রাস্তার উপর প্লাস্টিক লাগিয়ে ব্যবসা ব্যবসায়ীদের। পুরকর্মীরা প্লাস্টিক খুলতে গেলে ডেপুটি মেয়র, মেয়র পারিষদ ও বরো চেয়ারম্যানকে ঘিরে বিক্ষোভ ব্যবসায়ীদের।ব্যবসায়ীরা ডেপুটি মেয়রকে বিক্ষোভ জানিয়ে বলতে থাকেন বিকল্প ব্যবস্থা না করে কেন তাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে?একবার উঠিয়ে দিলে তাদের বসতেই বা দেওয়া হবে কোথায়? সকাল এগারোটার সময় পুরকর্মীরা এসে একটি সবজির দোকানের মাথার উপরের কাপড় খুলতে গেলে তাকে বাধা দেন ওই দোকানের মালিক,তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়েন সব দোকানদারই,এরপরে ডেপুটি মেয়রের সাথে শুরু হয়ে যায় পুরকর্মীদের বচসা,প্রথমে ধাক্কাধাক্কি এবং পরে তা হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায়,এরমধ্যে ডেপুটি মেয়রকে বলতে শোনা যায় যে পুরকর্মীদের কাজ করতে দিন,কর্পোরেশন পাশে আছে,তবুও বিক্ষোভ কমানো যায় নি,সবজি ব্যবসায়ীরা ডেপুটি মেয়রকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন,তাদের বলতে শোনা যায় তাদের সাথে চরম অন্যায় করা হচ্ছে। অবস্থা দেখে ডেপুটি মেয়রকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন ১১ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কর্মীরা।

দুই সাহসী প্রবীণ নাগরিককে সংবর্ধনা পুলিশ কমিশনারের

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুই সাহসী প্রবীণ নাগরিক অমলেন্দু সুর ৯২ বছর এবং তার স্ত্রী শিল্পি রানী সুর ডাঙ্গিপাড়া গাঁজা গলি, ৬ নম্বর ওয়ার্ড, থানা শিলিগুড়ি, যিনি ২৬সে এপ্রিল শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সামনে শিল্পী রাণী সুরের সোনার চেন চুরি করে পালিয়ে যাওয়া চোরকে ধরার জন্য অননুকরণীয় সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁদের গৌরব শর্মা, আইপিএস, সিপি শিলিগুড়ি নিজে সংবর্ধিত করেন ওনার অফিস চেম্বারে।

শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারের তরফে তাদের একটি প্রশংসাপত্র, নগদ পুরস্কার এবং সম্মান সদস্য কার্ড দিয়ে সম্মানিত করা হয় যাতে

তাঁরা সম্মান পরিবারের সদস্য হয়। গৌরব শর্মা জানান, আমরা তাদের সাহসিকতার জন্য তাদের অভিনন্দন জানাই এবং তাদের সুস্বাস্থ্য এবং সুখের জন্য প্রার্থনা করি। তিনি আরো জানান, অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ও সংশোধনাগারে রয়েছে। ওনাদের এই প্রশংসনীয় উদ্যোগে আরো অনেকেই অনুপ্রাণিত হবেন বলে তিনি জানান।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৩০ এপ্রিল – ৬ মে ২০২২

মেষ রাশি : নোনতা বা ঝাল জাতীয় খাবারের স্পৃহা বৃদ্ধি পাবে। সৃজনমূলক কার্যে প্রতিভার বিকাশ ঘটবে। চাকরিতে উন্নতিতে বাধা আসবে। ব্যবসার প্রসারতায় বাধা এলেও তা কাটিয়ে উঠতে পারবে। আয়ের চেয়ে ব্যয়ের সম্ভাবনা। সর্দি-কাশি, ঠান্ডা লাগা জনিত সমস্যা বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওং বৃহস্পতে নমঃ' জপ করুন।

বৃষ রাশি : অযথা অর্থের অপব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হবে। কর্মক্ষেত্রে বাধা এলেও সাফল্য আসবে। সন্তানের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পাবে এবং মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পাবে। চাকরিতে বাধা আসবে কিন্তু প্রসারতায় শুভ ফল লাভ। অবিবাহিতদের বিবাহ হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। ঈশ্বরাধনায় ব্রতী হবেন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওং শুক্রায় নমঃ' জপ করুন।

মিথুন রাশি : কোনও কারণে মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পাবে। স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। চাকরিতে উন্নতি ও বদলি হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু ব্যবসার প্রসারতায় বাধা-বিঘ্ন। পুরাতন গাড়ি ক্রয় করার সম্ভাবনা। সন্তানের চাকরি চলে যাওয়ার সম্ভাবনা। সংক্রামক রোগ থেকে সাবধান।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪১ বার 'ওং নমো নারায়ণ' জপ করুন।

কর্কট রাশি : দুগ্ধ জাতীয় পানীয় খাওয়ার স্পৃহা বৃদ্ধি পাবে। স্বজনের সঙ্গে মত বিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা। পারিবারিক গোলযোগ থাকবে। সন্তান সুখ পাওয়ার সম্ভাবনা চাকরিতে মান সম্মান বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনজরে আসবেন না। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সমতা থাকবে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওং চন্দ্রায় নম' জপ করুন।

সিংহ রাশি : শারীরিকভাবে অসুস্থতা বৃদ্ধি পাবে। চোখের সমস্যা, পায়ের বাত, সংক্রামক রোগ প্রভৃতি থেকে সাবধান থাকবেন। চাকরিতে সমস্যা আসবে এবং ব্যবসার প্রসারতায় বাধা এলেও সাফল্য বিলম্ব। বিপদ এলেও রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা। আয় হলেও ব্যয় বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২০ বার 'ওং ভাস্করায় নমঃ' জপ করুন।

কন্যা রাশি : স্বজনদের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি পাবে। ভাই-বোনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। সন্তান অনেক সমস্যার সম্মুখীন হবে। সন্তানের প্রতি যত্ন নিন। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে উন্নতি হবে। দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু রক্ষা পাবে। আয়ভাব ও ব্যয়ভাব শুভ। আয়ের সঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধি। হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১১ বার 'ওং নরসিমহায় নম' জপ করুন।

তুলা রাশি : মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি থাকবে। পরিবারের লোকজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তান থেকে সুখ পাবেন। চাকরিতে উন্নতি। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাবে। সাবধানে রাস্তা পারাপার হবেন। আয় হলেও তা পেতে বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওং রুদ্রায় নম' জপ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে। পরিবারের গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রয়োজন। সন্তান থেকে সুখ পাবেন। চাকরিক্ষেত্রে সমস্যা আসবে। ব্যবসা ক্ষেত্র শুভ। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায় বাধা এলেও সাফল্য পাবে। গবেষণা ও উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। শয্যা-সুখে সমস্যা বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২৭ বার 'ওং ভৌময় নমঃ' জপ করুন।

ধনু রাশি : মানসিক সুখ থাকবে না। স্বজনদের সঙ্গে মতানৈক্য বৃদ্ধি পাবে। ভাইবোনেদের সঙ্গে মতানৈক্য হলেও সম্পর্কের উন্নতি হবে। আলোচনার মাধ্যমে। সন্তানের আচরণে দুঃখ পাবেন। চাকরি ও ব্যবসায় উন্নতি ও প্রসারতায় বাধা থাকবে। দাম্পত্য কলহ থাকবে। কর্মক্ষেত্রে খুব শুভ ফলদায়ী নয়।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মণ ভোজন করান।

মকর রাশি : কঠিন পরিস্থিতি কিছুটা কাটিয়ে উঠবেন। স্বজনদের সঙ্গে কিছুটা সম্পর্কের উন্নতি হবে। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। ঋণ নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরিতে সমস্যা থাকবে এবং ব্যবসার প্রসারতায় তুলনামূলক শুভ ফল মিলবে। সন্তান পড়াশোনায় অমনোযোগী। রাস্তাঘাটে সতর্কতার সঙ্গে চলাফেরা করুন। উচ্চ শিক্ষায় বাধা। কর্মোন্নতিতে বাধা।

প্রতিকার : শনিবার অন্ধদের ভোজন করান।

কুম্ভ রাশি : এই সপ্তাহটা শুভ বলা যায়। কিছুটা সমস্যা থাকলেও তা কাটিয়ে উঠবে। স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় হবে। ভাই-বোনেদের সাবধানে রাস্তা পারাপার হতে বলবেন। সন্তানের সব কার্যে অমনোযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। চাকরি থেকে শুভ কিন্তু ব্যবসার প্রসারতায় বাধা আসবে। কর্মোন্নতি ও আয়ভাব শুভ। তবে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার : প্রতিদিন হনুমান চাল্লিশা জপ করুন।

মীন রাশি : মিষ্ট দ্রব্য খাওয়ার প্রতি স্পৃহা বৃদ্ধি পাবে। স্বজনদের সঙ্গে বিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা, চাকরি নাও থাকতে পারে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে সমস্যা আসবে। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্যে বিলম্ব। কিন্তু সৃজনমূলক কর্মে প্রতিভার বিকাশ ঘটবে। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি থাকবে। সাবধানে রাস্তা পারাপার করুন। কর্মভাব ও আয়ভাব শুভ।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১১ বার 'ওং শিবায় নম' জপ করুন।

শব্দবার্তা ১৯৭

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধের গুণফল ৪। অপ্রয়োজনীয় ৫। বিশাল জনতা ৭। তাসের রং বিশেষ ৯। পরস্পর দেখা এবং কথাবার্তা হওয়া ১০। জরিপকারী।

উপর-নীচ

১। মেঘের আবির্ভাব ২। অতি অস্থির বা উৎকণ্ঠিত ৩। অসময়ে উৎপন্ন ৬। কারাগার, জেলখানা ৭। রোগ ভালো করার জন্য ওষুধের ব্যবস্থা ৮। নৃত্যরত শিব।

সমাধান : ১৯৬

পাশাপাশি : ১। ছাতার ৪। আচার ৫। খাণ্ডবানল ৬। চানাচুর ৭। অনুযোগ ৯। ডনবৈঠক ১০। রসিয়া ১২। লক্ষণ।

উপর-নীচ : ১। ছারখার ২। রকবা ৩। তাম্বুলরাগ ৪। আয়না ৬। চারডবল ৭। অকরণ ৮। যোগিয়া ১০। বৈকাল।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

হাইভোল্টেজ টাওয়ারে মানসিক ভারসাম্যহীন যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাই ভোল্টেজ ইলেকট্রিক টাওয়ারে উঠলো যুবক। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েপড়ে পাথর প্রতিমার বনশ্যাম নগর এলাকায়। হাইভোল্টেজ ইলেকট্রিক টাওয়ার থেকে যুবককে নামাতে হিমশিম খায় পুলিশ এবং দমকল কর্মীরা। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে পাথরপ্রতিমার বনশ্যাম নগরে। এই এলাকায় থাকা একটি হাইভোল্টেজ ইলেকট্রিক টাওয়ারে এক যুবককে উঠে বসে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এই খবর চাউর হতেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমায় মানুষজন। যুবককে বারবার টাওয়ার থেকে নেমে আসার কথা বললেও কোন লাভ হয়নি। এর পরেই স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দেন পাথরপ্রতিমা থানায়। পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় দমকল বিভাগে। বড়োসড়ো বিপদ এড়ানোর জন্যই ইলেকট্রিক সাপ্লাইও বন্ধ রাখা হয়। প্রায় ঘন্টা চারেক পর পুলিশ এবং দমকল বিভাগের আধিকারিকদের চেষ্টায় ওই যুবককে টাওয়ার থেকে নামানো সম্ভব হয়। টাওয়ার থেকে নামানোর পরেই জানা যায় ওই যুবক মানসিক ভারসাম্যহীন। যুবকের বাড়ি নামখানার রাজনগর এলাকায়। কয়েকদিন আগে নামখানা রাজনগর এলাকা থেকে দেবাশীষ মাইতি নামের ওই মানসিক ভারসাম্যহীন যুবক পাথরপ্রতিমার বনশ্যাম নগরে তার দিদার বাড়িতে আসে।

দীর্ঘ সময় ধরে চেষ্টা করার পরেই বুধবার দুপুরে হাই ভোল্টেজ ইলেকট্রিক টাওয়ার থেকে যুবককে নামানো হয়। যুবক টাওয়ার থেকে নেমে আসলে হাফ ছেড়ে বাঁচেন সকলেই। যুবককে নামানোর পরেই তাকে খাবার ও জল দেয় পুলিশ কর্মীরা। পাশাপাশি তাকে খেতে দেওয়া হয় বিস্কুট ও আমের জুস। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় ওই মানসিক ভারসাম্যহীন যুবককে টাওয়ার থেকে উদ্ধার করার পরেই তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ডুবল পণ্যবাহী ট্রলার

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবারো ডুবল বালি বোঝাই পণ্যবাহী ট্রলার। এবারের ঘটনাস্থল গঙ্গাসাগরের মুড়িগঙ্গা নদীর বেনুবন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় একটি বালি ও পাথর বোঝাই পণ্যবাহী ট্রলার মেদিনীপুরের নারায়ণপুর থেকে লালবালি ও পাথর বোঝাই করে গঙ্গাসাগরের চেমাগুড়ির দিকে আসছিল। সেই সময় নদীতে প্রবল ঢেউয়ের দাপটে ট্রলারের ভেতর জল ঢুকে গিয়ে ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। বারবার ঢেউয়ের আঘাতে ইঞ্জিন বিকল হওয়া পণ্যবাহী ট্রলারটি ডুবতে শুরু করে। আশেপাশে কোন মত্স্যজীবীর ট্রলার না থাকায় সাহায্যের জন্য চিৎকার করেও কোন লাভ হয়নি। কোনোক্রমে ট্রলারে থাকা কর্মীরা গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। খবর পাওয়া মাত্রই তড়িঘড়ি গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক তরুণ রায়ের নির্দেশে সাবইন্সপেক্টর সুমন কুমার বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ততক্ষণে বেনুবনের কাছে ওই বিপদগামী ট্রলারটি পুরোপুরি ডুবে গিয়েছে। ট্রলারে থাকা কর্মীরা ট্রলারের ক্যাপিং ঘরের ওপরে দাঁড়িয়ে সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে। পুলিশের তৎপরতায় বিপদগামী পণ্যবাহী ট্রলারটিতে থাকা চারজনকে উদ্ধার করে পুলিশ। এদের মধ্যে একজন গুরুতর অসুস্থ হওয়ায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় সাগর

গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠায় সাগর কোস্টাল থানার পুলিশ। কয়েকদিন আগেই বঙ্গোপসাগর ও এড়ুয়ার ক্রিকের মোহনার কাছে একটি পণ্যবাহী বালি বোঝাই ট্রলার ডুবে গিয়েছিল। খবর পেয়ে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ট্রলারে থাকা ৪ জনকে উদ্ধার করে। আবারও গঙ্গাসাগরের বেনুবন এর কাছে ডুবে যাওয়া পণ্যবাহী ট্রলার থেকে চার জনকে উদ্ধার করলো সাগর কোস্টাল থানার পুলিশ।

স্ত্রীর শোকে আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্ত্রীর শোকে আত্মঘাতী হলেন এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর সোনাখালির নারায়ণতলা গ্রামে। মৃতের নাম নারায়ণ নস্কর(৫১)।পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিগত প্রায় তিন বছর আগে বাসন্তী থানার অন্তর্গত ২ নম্বর সোনাখালির নারায়ণতলার বাসিন্দা নারায়ণ নস্কর বিয়ে করেছিলেন জীবনতলা থানার অন্তর্গত মঠেরদিঘী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অঞ্জলি নস্কর কে। দীপঙ্কর ও শুভঙ্কর নস্কর নামে দম্পতির দুই পুত্র সন্তান রয়েছে। বিগত প্রায় এক বছর আগে করোনা কালীন সময়ে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় অঞ্জলি দেবীর। আচমকা স্ত্রীর মৃত্যুর ঘটনা মন থেকে মেনে নিতে পারেন নি। স্ত্রী বিয়োগে হওয়ায় পর থেকেই শোকে মুহ্যমান ছিলেন। স্ত্রীর শোকে নারায়ণ বাবু কতটা বিহ্বল তা তাঁর পরিবারের লোকজন উপলব্ধি করেছিলেন। প্রতিনিয়ত তিনি একাকীত্ব বোধ করে শোকে ভেঙে পড়তেন। গত ১৪ এপ্রিল পরিবারের সকল সদস্যার অলক্ষ্যে মাত্রাতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ ও বিষ পান করে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ঘটনার কথা জানতে পেরে তাঁকে উদ্ধার করে। তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। দীর্ঘ প্রায় ১২ দিন চিকিৎসার পর কোনওপ্রকার সাড়া না দিয়ে মৃত্যু শয্যায় ঢোলে পড়েন নারায়ণ নস্কর। সোমবার রাতে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিবারের লোকজন এমন দুঃসংবাদ জানতে পেরে শোকে ভেঙে পড়ে। এমন কী কারণে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে তা জানতে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে ক্যানিং থানার পুলিশ। পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

পুকুরে উদ্ধার মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়।রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর থানা থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, মঙ্গলবার সকালে জয়নগর থানার পাশে নবশাস্ত্রীর পাশের একটি পুকুরে এক অজ্ঞাত পরিচয়ের এক ব্যক্তির মৃতদেহ পুকুরের জলে ভাসতে দেখে স্থানীয় মানুষ জন। তারাই পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ পুকুর থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেল,ওই অজ্ঞাত ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৪০ এর কাছাকাছি হবে। অবশেষে জানা গেল চোর সন্দেহে জনতার প্রহারে বারুইপুরের দক্ষিণ কালাবড়ু বাগদি পাড়ায় মৃত প্রৌঢ়। মৃতের ছবি দেখে দেহ শনাক্ত করেন পরিবারের লোকজন। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতর নাম দীনেশ ভৌমিক। বাড়ি ডায়মণ্ড হারবার থানার রামরামপুরে ডায়মণ্ড হারবার পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডে। মৃতের পরিবারের লোক জন বলেন, পয়লা বৈশাখ থেকেই নিখোঁজ ছিলেন দীনেশবাবু। তিনি মানসিক ভারসাম্যবিহীন। প্রায় সময়ই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন।

এইরকম এক মানুষকে যারা পিটিয়ে মেরেছে তাঁদের উপযুক্ত শাস্তি চাই। ওই ঘটনায় বারুইপুর থানার পুলিশ ৬ জন অভিযুক্তকেই গ্রেপ্তার করেছিল। প্রসঙ্গত, শুক্রবার রাতে বাগদিপাড়ায় চোর সন্দেহে জনতার প্রহারে ওই প্রৌঢ়ের মৃত্যু হয়েছিল।

আদি তৃণমূল কর্মীকে মার যুব–তৃণমূলের

সুভাষ চন্দ্র দাশ : সুভাষ চন্দ্র দাশ,বাসন্তী –প্রবল দাবদাহের পারদে পুড়ছে ধরাতল। বৃষ্টিপাতের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে চাতকের মতো তাকিয়ে সাধারণ মানুষ। ঠিক তেমনই ভাবে বাসন্তী ব্লকে কবে ফিরবে শান্তি? আদৌ শান্তি ফিরবে কী না সেই নিয়েই দুঃশ্চিন্তায় রয়েছেন সমগ্র বাসন্তী ব্লকের মানুষ। গত ২৭ এপ্রিল নিজের প্রাণ সংশয় হতে পারে আশঙ্কা করে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন স্বয়ং বাসন্তীর বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তনমন্ত্রী শ্যামল মন্ডল। সেই ঘটনার রেশ ৪৮ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠলো বাসন্তী ব্লক। এবার আদি তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থককে বেধড়ক

মারধর করে হাত ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো খোদ দলেরই যুব সংগঠনের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত যুব তৃণমূল কর্মী সমর্থক স্বপন মাইতি, দীপঙ্কর মাইতি, পল্টু মাইতিদের বিরুদ্ধে বাসন্তী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আদি তৃণমূল কর্মী সমর্থক খোকন ওরফে নাড়ু মাইতি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে যুব তৃণমূল কর্মী সমর্থক স্বপন মাইতি, দীপঙ্কর মাইতি, পল্টু মাইতিরা বৃহস্পতিবার রাতে এলাকার আদি তৃণমূল কর্মী সমর্থক খোকন মাইতির বাড়িতে চড়াও হয়। সেখানে একটি সীমানা দেওয়া বেড়া ভাঙতে শুরু করে। কেন বেড়া ভাঙা হচ্ছে প্রতিবাদে সরব হন তিনি। অভিযোগ প্রতিবাদ করতেই আচমকা লাঠি লোহার রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। ভেঙে দেওয়া হয় তার বাঁ হাত। মারধরের হাত থেকে স্বামীকে বাঁচানোর জন্য দৌড়ে আসেন স্ত্রী তুহিনা। অভিযোগ চুলের মুঠি ধরে তাকেও বেধড়ক মারধর করা হয়। স্থানীয়রা জখমদের উদ্ধার করে প্রথমে এক গ্রামীণ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায়। পরে অবস্থা সঙ্কটজনক হলে বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। খোকন ওরফে নাড়ু মাইতির দাবি, তিনি আদি তৃণমূল কংগ্রেস (মাদার) দল করেন। সেই কারণে তার উপর এমন আক্রমণ। তিনি আরো বলেন, আমি যদি যুব তৃণমূল না করি তাহলে আমার বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়ে আমাকে খুন করবে বলে হুমকি দিয়েছে স্বপন, দীপঙ্কর, পল্টু মাইতিরা। আমি প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়ে অভিযোগ দায়ের করেছি।' শুক্রবার সকালে এবিষয়ে আক্রান্ত আদি তৃণমূল কর্মী সমর্থক বাসন্তী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

প্রাকৃতিক কৃষির গুরুত্ব বাড়াতে মেলা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়: কৃষি আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তাই তো ভারতীয় প্রাকৃতিক কৃষি পদ্ধতির উপর গুরুত্ব দিতে সারা দেশের সাথে জয়নগর ২ নং ব্লকের নিমপীঠ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে মঙ্গলবার এক দিনের কৃষি মেলা হয়ে গেল। সারা দেশের মোট ৭৩১ টি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে এদিন একসাথে এই মেলার সূচনা হয়। এদিন নিমপীঠে এই মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের জুট ডেভেলপমেন্টের অধিকর্তা ডঃ এস কে বিশ্বাস, আই সি এ আর এর অধিকর্তা ডঃ এস কে রায়,নিমপীঠ

রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ,ডেপুটি ডিরেক্টর কৃষি বাপ্পাদিত্য সেনাপতি,নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সিনিয়র বিজ্ঞানী ডঃ চন্দন কুমার মন্ডল,কৃষি বিশেষজ্ঞ ডঃ প্রবীর গরাই সহ আরো অনেকে। এদিনের এই মেলাতে মথুরাপুর,১,২,কুলতলি,জয়নগর ১,২,পাথরপ্রতিমা,ক্যানিং সহ সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৩১৭ জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন। কৃষাণ ভাগিদারী স্লোগানকে সামনে রেখে এই মেলার সূচনা করা হয়। কৃষকদের উপর অংশীদারিত্ব বাড়ানো, প্রাকৃতিক চাষের উপর গুরুত্ব বাড়ানোর উপর নজর দেওয়া হয়। এই বিষয়ের উপর আলোচনা সভা ও অনুষ্ঠিত হয়। জীবাণু সারের ব্যবহার, কৃষি বীজের ব্যবহারের উপর এদিন চাষিদের প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। এদিনের রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তর, ইফকো সহ বেশ কিছু স্টল ছিলো এখানে।

জাতীয় পঞ্চায়েতিরাজ দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৪ এপ্রিল জাতীয় পঞ্চায়েতিরাজ দিবস উদযাপনের আয়োজন করেছিল বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্র। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের ব্যবস্থাপনায় বাওয়ালী সখ্য সংঘের মাঠে এই অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, ডাঃ তরুণ রায়, স্বপন রায়, হেমন্ত কাসওয়ালী, ডঃ মোহন সাধুখাঁ এবং জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের সভাপতি জগন্নাথ গুপ্তা, সংগঠন সম্পাদক মানস নস্কর, সাধারণ সম্পাদক অনিল নস্কর, নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর

ডঃ রজতশুভ্র নস্কর। রজতবাবু বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণকে নানা পরিষেবা ও সহযোগিতা করে থাকে। সেই সব প্রকল্প সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। পঞ্চায়েতিরাজের মাধ্যমে মানুষের অধিকার কীভাবে সুদৃঢ় করা যায়, এবং মানুষের আর্থিক পরিকাঠামো কীভাবে উন্নত করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা হয় জাতীয় পঞ্চায়েতিরাজ দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে। প্রশাসনের সঙ্গে সাধারণ মানুষের নিবিড় জনসংযোগের ওপরও আলোচনা হয় এই অনুষ্ঠানে।

৮ ডাকাত ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগাঁ পুলিশ জেলার অন্তর্গত গাইঘাটা থানা। এই থানাটি বনগাঁ পুলিশ জেলাধীন ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ৫টি থানার মধ্যে অন্যতম। একসময় গরুপাচার কাণ্ডে গাইঘাটা কাণ্ডে গাইঘাটা থানা প্রায়শই সংবাদের শিরোনামে আসত। কিন্তু সীমান্তবর্তী এক অন্যতম থানা হওয়ার কারণে গাইঘাটা থানা প্রায় সবসময়েই থাকে পুলিশ প্রশাসনের নজরদারিতে। এ কারণে রবিবার রাতে নাকা চেকিংয়ে গাইঘাটা থানার এক উল্লেখযোগ্য সাফল্যপ্রাপ্তি ঘটে। ২৪ এপ্রিল রাতে গাইঘাটা থানার নিকটবর্তী মোড়ে ওসি বলাই ঘোষ তার টিম নিয়ে নাকা চেকিং চালাচ্ছিলেন। প্রায় মাঝ রাত নাগাদ একটি চার চাকার মারুতি সুজুকি ইকো ভ্যান পুলিশের গাড়ি দেখে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে পড়ায় চেকিংরত পুলিশের সন্দেহ হয়। পুলিশ দেখে তারা গাড়ি থেকে নেমে পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের ধরে ফেলে। ওসি জানান ধৃতদের সংখ্যা ড্রাইভার সহ মোট ৮ জন। তাদের কাছ থেকে গুলি ভর্তি দুটি আগ্নেয়াস্ত্র, শাবল, চপার, লোহা কাটা যন্ত্র, সেলাই রেঞ্জ, নাইলন দড়ি ইত্যাদি উদ্ধার করে পুলিশ। এই সঙ্গে গাড়িটিও পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে। ধৃতদের নাম মহ হাবিবুল্লা মণ্ডল (৩৪), সমীর খান (২২), আয়ুব আলি আকুঞ্জি (৩১), সুশান্ত ধর (২৭), ভিকি জয়সওয়াল (২৪), মহঃ জাহিদ ওরফে বাবু (২৬), ইনুদ্দিন মোল্লা ওরফে লালা (২৭), মহ সাহিদ আনোয়ার ওরফে সানি (২৪)। মূলত তারা কোনও জুয়েলারী বা সোনার দোকানে ডাকাতির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল বলে ওসির মন্তব্য।

দাবদাহ নিয়ে সচেতনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সকালে সূর্যের আলো প্রস্ফুটিত হতেই দিনের তাপমাত্রার চড়ছে প্রচন্ড হারে। সাধারণ মানুষ জন অতিষ্ট হয়ে পড়ছেন।এমনকি অনেকেই আবার প্রচন্ড গরমের জন্য অসুস্থ হয়ে পড়ছেন যত্রতত্র।

এমন পরিস্থিতিতে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের ঝড়খালি কোস্টাল থানার ওসি প্রদীপ কুমার রায় সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ সচেতনতার বার্তা দিয়ে জনসাধারণের পাশাপাশি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কে ও প্রচন্ড গরমের হাত থেকে রক্ষা পেতে সচেতনতার বার্তা দিলেন।বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ঝড়খালি কোস্টাল থানার বিভিন্ন রাজপথে দাঁড়িয়ে বাইক চালক থেকে শুরু করে বিভিন্ন যানবাহন চালকদের কে 'সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ' সম্পর্কে

সচেতনতার বার্তা দেন। পাশাপাশি প্রচন্ড গরমের হাত থেকে বাঁচতে সব সময় জল পান করা এবং জলের বোতল কাছে রাখা,রাস্তা দিয়ে চলাচলের সময় গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেওয়ার বার্তা দিয়ে সাধারণ মানুষজন সহ এলাকার বেশ কয়েকটি স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীদের হাতে বিশুদ্ধ পানীয় জলের বোতল তুলে দেন। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের ঝড়খালি কোস্টাল থানার বিভিন্ন রাজপথে কাঠ ফাটা রোদে দাঁড়িয়ে পুলিশের এমন মানবিক কর্তব্য কে বাহবা জানিয়েছেন অজয় বায়েন, কুতুবুদ্দিন মোল্লা, ভাস্কর দাস, পলাশ তরফদার সহ এলাকার বিশিষ্টরা। সমাজসেবী অজয় বায়েন পুলিশের এমন কর্মযজ্ঞ সম্পর্কে বলেন 'পুলিশ হল সমাজের ত্রাতা। তাঁরা যখন রাজপথে নেমে সচেতনতার বার্তা দিচ্ছেন,এমনটা অত্যন্ত মঙ্গলদায়ক।'

মৃত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : রুজি–রুটির স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে ভিন রাজ্যে কর্ম সংস্থানের জন্য যাওয়া এখন এক প্রকার রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগনার দেগঙ্গা থেকে কর্নাটকের বেঙ্গালুরুতে কাজে যাওয়া পাঁচ পরিযায়ী শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। মৃত শ্রমিকদের নাম ওসর ফারুক (২৯), সরাফত সামিউল ইসলাম (১৭), নিজামউদ্দিন সাহনী (১৯), সরাফত আলি (২৮), মিরাজুল ইসলাম (১৯)। এই শ্রমিকদের মর্মান্তিক মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে এআইইউটিইউসি–র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস এক বিবৃতিতে বলেন, 'বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে এই ধরনের শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনা শুধুমাত্র দুর্ঘটনা নয়। বাস্তবে কারখানার মালিক প্রচলিত শ্রম আইনে এই ধরনের কারখানায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকার কথা। কিন্তু তা না থাকার কারণে এই শ্রমিকদের জীবন চলে গেল। এছাড়া এখনও আরও ৩ শ্রমিক গুরুতর অসুস্থ। ফলে মৃত্যুর জন্য সংশ্লিষ্ট কারখানার মালিক সহ জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবি করছি আমরা। কর্নাটকের দক্ষিণ কন্নড় জেলার অন্তর্গত বাচপে থানার বেঙ্গালুরুর বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (এসইজেড) সেজ–এ মাছের প্রসেসিং ও প্যাকেজিং কারখানা কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতিতে ম্যানহোলে জমাকৃত বর্জ্য পদার্থ সৃষ্ট বিষাক্ত গ্যাসে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত দেগঙ্গা ব্লকের পাঁচ পরিযায়ী শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সংগঠনের সুনির্দিষ্ট দাবি : ১) অবিলম্বে উপযুক্ত নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে এই মৃত্যুর জন্য দায়ী সংশ্লিষ্ট কারখানা মালিক, ঠিকাদার সহ সকলকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। ২) মৃতদের পরিবার পিছু একজনকে স্থায়ী সরকারি চাকরি এবং পরিবারবর্গকে কুড়ি লক্ষ টাকা নগদ আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ৩) ভিন রাজ্যে কর্মরত এ রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। ৪) সংশ্লিষ্ট ব্লকে ডাটাবেস রেজিস্ট্রেশন ছাড়া কোনও ঠিকাদারকে ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক নিয়ে যেতে দেওয়া যাবে না।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অল ইন্ডিয়া মাইগ্রেন ওয়াকার্স অ্যাসোসিয়েশন–এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক জয়ন্ত সাহাও এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য দায়ী মালিক এবং ঠিকাদারকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি পাশাপাশি মৃত শ্রমিকদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ সহ সরকারি চাকরির দাবি জানিয়েছেন।

নদী বাঁধ নিয়ে বিক্ষোভ

অমিত মন্ডল : নদী বাঁধ মেরামতির টাকা ব্যক্তিগত খাল বাঁধ তৈরির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখালো স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকের নামখানা গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবনগর গ্রামে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ নদী বাঁধ মেরামতির টাকা নিয়ে ব্যাক্তিগত খাল পাড়ের বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে। আর খাল পাড়ে একটি ফলক বসানো হয়েছে। সেই ফলকে লেখা রয়েছে নদী বাঁধ মেরামত। বিক্ষোভকারীদের আরও অভিযোগ নদী বাঁধ যেভাবে নীচু করে ইয়াসের পর মেরামতি করা হয়েছে। আবারও নদীর জলে এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এদিন প্রায় ১০০ জন গ্রাম বাসী বিক্ষোভ দেখান। অবিলম্বে খালপাড়ের বাঁধ নির্মাণের কাজ বন্ধ রেখে নদী বাঁধ মেরামতি করতে হবে। নাহলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিক্ষোভকারীরা। তবে এ বিষয়ে

নামখানা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অজিত গিরি জানান, জায়গার কাজ হচ্ছে ওই জায়গার ই ফলক ওইটা। ফলকে কাজের যে জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে ওই জায়গাটা ওই খালপাড়। তবে ফলকে নদী বাঁধ লেখাটা আমাদের অনিচ্ছাকৃত ভুল। তবে এ বিষয়ে নামখানার বিডিও শান্তনু সিংহ ঠাকুর জানান আমি বিষয়টি শুনে খবর নিয়েছি। পঞ্চায়েতের অনিচ্ছাকৃত ভুল বলে জানিয়েছে। তবে বিষয়টি আমি একবার খতিয়ে দেখবো।

বাঁধ মেরামতির হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বছর মে মাসে ইয়াস ঘূর্ণিঝড়ে সুন্দরবনের নদী বাঁধ ভেঙ্গে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছিল। তারপর থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় অস্থায়ীভাবে নদী বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু করা হয়েছিল সরকারের পক্ষ থেকে। কোথাও সেচদপ্তরের পক্ষ থেকে আবার কোথাও এম জি এন আর জি এ প্রকল্পের মাধ্যমে নদী বাঁধ মেরামতের কাজ করা হয়েছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগর ব্লকের ধবলাট গ্রাম পঞ্চায়েতের চেমাগুড়ি ও শিবপুর গ্রামে ইয়াসে ভেঙে যাওয়া নদীবাঁধ গুলি এম জি এন আর জি এ প্রকল্পের মাধ্যমে মেরামতের কাজ শুরু করা হয়েছিল কিন্তু এখনও তা শেষ হয়নি। সামনেই বর্ষাকাল। আবারো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় আসন্ন। তাই নদীবাঁধ সম্পর্কিত সোমবার দিন এক বিশেষ সভা আয়োজন করা হয় ধবলাট গ্রামপঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে। এদিনের সভায় নদীবাঁধ গুলি দ্রুত মেরামতির জন্য সুপারভাইজার ও পঞ্চায়েত সদস্য, সদস্যাদের কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন ধবলাট গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সজল কান্তি বারিক। তিনি বলেন, আগামী দিনে যাতে সম্ভাব্য জলোচ্ছ্বাস হওয়ার আগে নদীর বাঁধ মেরামতের কাজ শেষ করা হয়। দ্রুত গতিতে নদীর মেরামতির কাজ শেষ করতে হবে। ইয়াসের মতো ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সাধারণ মানুষ যাতে আর সম্মুখীন না হয় সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে।

বাড়ি ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাস্তু বিবাদ কে কেন্দ্র করে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি এর পাশাপাশি ঘরবাড়ি ভাঙচুর এর অভিযোগ উঠলো মাতব্বর ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ থানা এলাকার নারায়ণপুরে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে নারায়ণ পুরের বাসিন্দা বাবলু সরকারের সঙ্গে নামখানার বাসিন্দা সমীর দাসের বাস্তু সংক্রান্ত কিছু বিবাদ চলছিল এবং এই বিষয় নিয়ে নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বহুবার আলোচনা সভা করেও মেলেনি কোনও সুরাহা। অবশেষে বিষয়টি কাকদ্বীপ পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপে যায়। বাবলু সরকারের কথা অনুযায়ী সোমবার এই বিষয় নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা সভার কথা ছিল। বাবলু সরকারের অভিযোগ তার আগেই গত শনিবার দুপুর বারোটা নাগাদ হঠাৎই সমীর দাসের নির্দেশে নারায়ণপুর অঞ্চলের কয়েকজন মাতব্বর ব্যাক্তি বাবলু সরকারকে তার বাড়ির সামনের কিছুটা জায়গা ছেড়ে দিতে বলা হয়।

বাবলু সরকার তাতে রাজি না হওয়ায় তাকে মারধোর করা হয় বলে অভিযোগ, সেইসঙ্গে বাবলু সরকারের পরিবারের সদস্যদের প্রাণে মেরে ফেলার হুমকির পাশাপাশি তার বাড়ি ভাঙচুর এবং কেরোসিন তেল ঢেলে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় বলে বাবলু সরকারের অভিযোগ, বাবলু সরকার আরও অভিযোগ করে হামলাকারীরা শাসক দলের নেতা বলে পরিচয় দেয়। তবে এ বিষয়ে গঙ্গাসাগর বকখালি ডেভলপমেন্ট অথরিটি চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মালী বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমরা গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে একটি আলোচনা সভা করি। কিন্তু কোনো সুরাহা হয়নি। তারপর আমরা বিষয়টি প্রশাসনের হাতে ছেড়ে দিই। তবে কে বা কারা আমাদের দলের নাম নিয়েছে জানি না। তৃণমূল কংগ্রেস দল কখনো এরকম ঘটনাকে সমর্থন করে না। বিষয়টি আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি। বাবলু সরকারের পরিবারের পক্ষ থেকে কাকদ্বীপ থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাকদ্বীপ পুলিশ প্রশাসন। পরে বাবলু সরকারের পরিবারের পক্ষ থেকে কাকদ্বীপ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করা হয়। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কাকদ্বীপ থানার পুলিশ।

এই ঘটনায় নারায়ণ দাস নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে কাকদ্বীপ থানার পুলিশ। এই ঘটনার পর থেকে আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে বাবলু সরকারের পরিবার।

মুক্ত রেলের সম্পত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : জবর দখলকারীদের কবল থেকে রেলের সম্পত্তি উদ্ধার করলো আরপিএফ। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং স্টেশন সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার নামে খ্যাত। যাত্রীদের সুবিধার জন্য পূর্বরেলের তরফ থেকে ইতিমধ্যে ঢেলে সাজানোর কাজ চলছে মডেল এই ক্যানিং স্টেশনের। যাত্রীদের সুবিধার জন্য বুধবার দুপুরে ক্যানিং স্টেশন লাগোয়া বেআইনি জবর দখল সাইকেল গ্যারেজ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে রেলের সম্পত্তি উদ্ধার করলো আরপিএফ। সূত্রের খবর পূর্বরেলের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে দফতরের দেওয়া নির্দিষ্ট জায়গাতে কয়েকজন ব্যবসায়ী স্টেশন লাগোয়া সাইকেল গ্যারেজ তৈরী করেছিলেন। অভিযোগ নির্দিষ্ট জায়গা ছাড়াও আরো বেশকিছু জায়গা জবর দখল করে সাইকেল গ্যারেজ তৈরী হয়েছিল। তা ছাড়াও রেল দফতর লিজ দেওয়া বকেয়া পাওনা টাকা দীর্ঘদিন যাবৎ জমা দেওয়া হয়নি ব্যবসায়ীদের তরফ থেকে। রেলের তরফ থেকে একাধিকবার নোটিশ দিয়ে জানানো হলেও কোনও কর্ণপাত করেনি ব্যবসায়ীরা। যার কারণে আরপিএফ রেলের সম্পত্তি থেকে জবরদখলকারীদের হঠিয়ে দিতে এদিন দুপুর থেকে অভিযান চালায়। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় অবৈধ সাইকেল গ্যারেজ।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, ৩০ এপ্রিল – ৬ মে, ২০২২

নেতাজির কী এটাই প্রাপ্য

আবারও নেতাজিকে নিয়ে মিথ্যা ও কুৎসা শুরু হলো দাবিদার বসু পরিবারের তরফ থেকে। বসু পরিবারের সদস্য চন্দ্র বসু সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন নেতাজির অন্তর্ধান বিষয়ে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের ভাবান্তরের কথা। তিনি জানিয়েছেন তাঁর বাবা দাদু এবং পূর্বপুরুষেরা তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুর গল্প বিশ্বাস না করলেও বর্তমানে তিনি এবং পরিবারের সদস্যারা মনে করছেন ওই বিমান দুর্ঘটনাতেই নেতাজি প্রাণ হারিয়েছেন। এই মর্মে তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে এও আর্জি জানিয়েছেন যে, জাপানে রেনকোজি মন্দিরে রক্ষিত চিতাভস্ম ভারতবর্ষে ফিরিয়ে আনা হোক এবং সেই চিতাভস্মের ডিএনএ টেস্ট ও শেষ শ্রদ্ধানুষ্ঠান করতে ইচ্ছুক অ্যানিটা পাফ। এর আগে চন্দ্র বসু ও তাঁর পরিবার বারংবার জানিয়েছেন তাঁরা বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুর গল্প বিশ্বাস করেন না। ওই চিঠিতে এও বলা হয়েছে যে, প্রকাশিত ফাইলের ভিত্তিতেই তাঁরা আগের অবস্থান থেকে সরে এসেছেন।

দুটি জ্বলন্ত মিথ্যাকে সত্য বলে চালাতে শুধু দেশবাসীকে নয় প্রধানমন্ত্রীকেও মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন চন্দ্র বসু। কারণ প্রধানমন্ত্রী প্রকাশিত ফাইলে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে অ্যানিটা পাফ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে আদৌ আইনগত কিংবা জৈবিক ভাবে যুক্ত নন। প্রকাশিত ফাইলে অ্যানিটা পাফের জন্মের শংসাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে ভারতীয় জাতীয় মহাফেজ খানায় নেতাজি তদন্তে নিযুক্ত মুখার্জি কমিশনের যাবতীয় কাগজ পত্র ও রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে স্পষ্ট তাইওয়ান সরকার স্পষ্টভাবে সরকারি ভাবে জানায় ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট আদৌ কোনও বিমান দুর্ঘটনা ঘটে নি তাইহকুতে। বসু বাড়ির তরফে ওই চিঠিতে যে চিতাভস্মের উল্লেখ করা হয়েছে তাও মিথ্যাকে আশ্রয় করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে নেতাজি ইঙ্গ–মার্কিন গোয়েন্দা বাহিনির চোখে ধুলো দিয়ে বিমান দুর্ঘটনার গল্পের আড়ালে সোভিয়েত রাশিয়া চলে যান। যে চিতাভস্ম জাপানের রোঙ্কোজি মন্দিরে সংরক্ষিত রয়েছে বলে বলা হয়। সেই রেঙ্কোজি মন্দির ১৯৮৯ সালের ৪ সেপ্টেম্বর ভোর রাতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। পরবর্তী কালে মুখার্জি কমিশনে পাঠানো চিতাভস্মের ছবি অত্যন্ত রহস্যজনক। চারকোনা কাঠের আধারে আধপোড়া খুলি চোয়াল, হাড়গোড় এবং একই সঙ্গে ওই আধারে চকচকে ব্রাউন পেপারে মোড়া গুড়ো গুড়ো কালো ছাই এর অবস্থান নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠেছে। কে বা কারা ওই ছাই রেখে এসেছে সে নিয়ে তদন্ত হওয়া উচিত বলে বহু নেতাজি অনুরাগী মনে করেন। ইতিমধ্যে সোস্যাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে লেখা ওই অবান্তর দাবি নিয়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে। মুখার্জি কমিশনের চেয়ারম্যান সঠিকভাবেই ওই বেআইনি ছাইভস্মের ডিএনএ টেস্টের পদক্ষেপ নেননি।

উল্লেখ্য প্রধানমন্ত্রীর দফতর এক হাইপাওয়ার কমিটি গঠন করেছে নেতাজির ১২৫ তম জন্ম জয়ন্তীকে উপলক্ষ করে। সেখানে জনৈকা বিদেশিনী অ্যানিটা পাফকে 'নেতাজি কন্যা' উল্লেখ করে সদস্যা করা হয়েছে। ভারত সরকারের ফাইলেই স্পষ্ট অ্যানিটা নেতাজির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। দাবিদার পরিবারের অধিকাংশ সদস্যই তথ্য প্রমাণ যাচাই না করে চিতাভস্ম ও অ্যানিটাকে মান্যতা দিয়ে চলেছেন। এই প্রবণতা যদি প্রধানমন্ত্রীর দফতর আরও বেশি এগিয়ে ভাবনা চিন্তা করে তাহলে দেশের মুক্তি সংগ্রামীদের প্রতি এবং ইতিহাসের প্রতি অবিচার ও অপমান করা হবে। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব যজ্ঞে রাষ্ট্রীয় তরফে ও দাবিদার পরিবারের তরফ থেকে এটাই কি প্রাপ্তি ছিল? রাজ্যের বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক মহল কি মনে করেন?

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র সতের

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।।১৭।।

অনুবাদ

এই অনিত্য শরীর ভস্মীভূত হোক এবং সমগ্র বায়ুর সঙ্গে প্রাণবায়ু মিলিত হোক। এখন হে ভগবান, কৃপা করে আমার সমস্ত উৎসর্গগুলি স্মরণ রাখবেন এবং যেহেতু আপনি হচ্ছেন পরম সুহৃদ, তাই কৃপা করে আপনার জন্য যা কিছু আমি করেছি সেই সমস্ত স্মরণ রাখবেন।

তাৎপর্য

কেন না ইন্দ্রিয় ভোগের তাড়না থেকেই এই জড় জগতে প্রকাশিত বিভিন্ন দেহের মাধ্যমে সে দেহান্তরিত হয়। ব্রহ্মজ্যোতিতে একত্ব লাভ পরিণত জ্ঞানের লক্ষণ নয়। একমাত্র ভগবৎ চরণে সম্পূর্ণ শরণাগতি এবং পারমার্থিক সেবাবুদ্ধির বিকাশ সাধনের দ্বারাই সর্বোচ্চ সাফল্যের স্তরে উন্নীত হওয়া যায়।

এই মন্ত্রে জীব তাঁর জড় দেহ ও প্রাণবায়ু ত্যাগ করার পর চিন্ময় ভগবৎ–ধামে প্রবেশের জন্য প্রার্থনা করছেন। ভক্ত তাঁর জড় দেহ ভস্মীভূত হওয়ার আগে তার কার্যকলাপ এবং তাঁর দ্বারা কৃত উৎসর্গগুলি স্মরণ করার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন। মৃত্যুর সময়ে বিগত কর্ম ও অন্তিম লক্ষ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েই এই প্রার্থনা করা হয়। যে ব্যক্তি জড় মায়া দ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন, সে অতীত জীবনে তার জড় দেহের দ্বারা অনুচিত জঘন্য কার্যাবলীই স্মরণ করে, তার ফলে

ফেসবুক বার্তা

তুমি কি সে তুমি নও

নির্মল গোস্বামী

যদি প্রশ্ন করা হয় পৃথিবীতে সব থেকে শ্রেষ্ঠ শিল্প কি? তার উত্তর দেওয়া সতিাই কঠিন। কারণ শিল্পের তালিকা বিরাট এবং বিস্তৃত। সাংস্কৃতিক জগতে সংগীত, অঙ্কন, নৃত্য, সাহিত্য সবই শিল্প। এই প্রচলিত শিল্প ছাড়াও আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের পথে অনেক শিল্পের সমাহার ঘটে। যেগুলোকে আমরা সচেতনভাবে শিল্প বলে মনে করিনা। কুমোর মাটির তাল থেকে যা সব তৈরি করে সেও একটা শিল্প। কামার লোহা পুড়িয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি করে সেও একটা শিল্প। আবার আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করে জীবন ধারণ করি সেই খাদ্য তৈরি করাকে বলে রন্ধন শিল্প। আমরা যা পরিধান করি সেটা শিল্পের মাধ্যমে আমাদের কাছে আসে। এত শিল্প যা সবই মানব সভ্যতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত এর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বাছাটা সত্যিই দূরূহ কাজ।

ছাত্র জীবনে রাজনীতির সংস্পর্শে এসে শিখেছিলাম যে, সব থেকে শ্রেষ্ঠ শিল্প হল একজন মানুষকে বিপ্লবী মন্ত্রে দিক্ষিত করা। একজন মানুষকে রাজনৈতিক আদর্শে সম্পৃক্ত করার মতো দুরূহ কাজ বোধহয় আর নেই। কারণ আর যত শিল্প আছে সেখানে মাধ্যম জড় আর শিল্পী চেতন। কিন্তু রাজনৈতিক আদর্শে মানুষকে অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রটা অনেক কঠিন। এখানে মাধ্যমও চেতন এবং শিল্পীও চেতন। শিল্পীর চেতনার সঙ্গে মাধ্যমের চেতনার প্রতি নিয়ত সংঘাত বাধে। সেই সব সংঘাত তৈরি হয়ে গেলে আর চিন্তা নেই। সে তার আকৃতি পাল্টাতে পারবে না। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মী তৈরির ক্ষেত্রে তা হয় না। সেখানে প্রতিদিন মাধ্যমকে নার্সিং করতে হয়। সংসারে ঘাত প্রতিঘাত চাওয়া পাওয়ার দ্বন্দ্বের ধন্দ কাটাতে হয় আজীবন। জীবনের শেষ প্রাণের রসেও অনেকে আদর্শচ্যুত হয়। বা আদর্শ ত্যাগ করে। ফলে নিঃস্বার্থ দেবহিতে নিবেদিত প্রাণ রাজনৈতিক কর্মী তৈরি করার শিল্পকেই শ্রেষ্ঠ শিল্প বলা যেতে পারে।

বর্তমান রাজনীতি নিয়ে দুকথা বলতে গিয়ে গৌরচন্দ্রিকা হিসাবে বিষয়টির অবতারণা করলাম এই জন্য যাতে মানুষ রাজনীতির প্রকৃত গুরুত্বটা অনুধাবন করতে পারে। এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা এই ধরনের রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত নয়। তাই তারা এর গুরুত্ব বুঝবে না। কিন্তু স্রোতে গা ভাসানো রাজনীতির বাইরে যে প্রকৃত রাজনীতির চর্চা এক কালে এই বাংলায় হতো তার কিছু কিছু পরিচয় দেওয়াটা কর্তব্য মনে করেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী দার্শনিক শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন 'মানুষের দুঃখ, দারিদ্র, অভাব–অনটন, বঞ্চনা এসব যদি তোমাকে কুরে কুরে না খায়, যদি তোমার রাতের ঘুম কেড়ে না নেয় তাহলে সাধারণ রাজনৈতিক কর্মী হবারও যোগ্য তুমি নও।'

শুধু বাংলা নয় উনবিংশ–বিংশ শতাব্দীর অনেকটা অংশ জুড়ে সারা ভারতের রাজনীতির তারটা বাঁধা ছিল ওই সুরে। সুরের ঐক্যতানে হয় তো সময়ে সময়ে বেসুরো আওয়াজ পাওয়া যেতো। কিন্তু মূল সুরের হেরফের হতো না।

বহু মাত্রিক স্বর ছিল, কিন্তু রাজনীতির মূল সুরের সঙ্গে সঙ্গতি ছিল। পথ ও মত ভিন্ন হলেও নেতা কর্মীদের উদ্দেশ্য ও চরিত্রে কোথাও ঘাটতি ছিল না। জীবন বাজী রেখে দেশসেবা। দেশ বলতে দেশে দেড় কোটি দরিদ্র দেবতার সেবা। তাদের জীবন যন্ত্রণার অবসান কল্পেই রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালিত হতো। পুলিশী অত্যাচার, নির্যাতন, জেল সব শাস্তিকেই হাসি মুখে বরণ করত নেতারা। এখনকার মতো অপরাধ করে জেলে যাওয়া এবং সরকারের বদ্যানতায় বুক ফুলিয়ে বেরিয়ে আসা নয়। নেতাদের কথায় কাজে ফারাক থাকত না।

কমরেড ঘোষ বলেছেন, 'রাজনীতি হল উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি। বিপ্লবী রাজনীতি আরও উচ্চতর হৃদয় বৃত্তি।' এখানে পাওয়ার কিছু নেই নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার মধ্যে জীবনের সার্থকতা খোঁজা। কোটি কোটি মানুষ জন্ম নিচ্ছে। সন্তানের জন্ম দিচ্ছে, আবার মরে যাচ্ছে। ঠাকুরের কথায় পোকার মতো কিলবিল করছে সব। তাতে শ্রেষ্ঠ মানব জীবনের সার্থকতা কোথায়। কর্ম মানুষকে মহান করে স্বামীজি বললেন জন্মেছিস যখন তখন সমাজে একটা দাগ রেখে যা। তিনি আরও বললেন দশটা ছেলে পেলে এই পৃথিবীটাকে পাল্টে দিতে পারি।

সেই পাল্টে দেবার মন্ত্র নিয়েই একদিন বাংলায় রাজনীতির শুরু হয়েছিল, এবং ক্রমে ক্রমে তা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলার বীর সন্তান পৃথিবীকে স্তম্ভিত করে দিয়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া মুক্তি বাহিনী গড়ে তুললেন। মৈরাংএ স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলিত হল। এই ত্যাগ, তিতিক্ষা বীরত্বকেই মানুষ রাজনীতি বলে জানল। ঘরে ঘরে দেবতার আসনে নেতার ছবি পূজিত হতে লাগল।

তারপরে রাজনীতির গতিপথ পরিবর্তন হল। স্বাধীন ভারতের মানুষের কাঙ্খিত আশা পূরণ হল না। শোষণ মুক্তির জন্য একদল বিপ্লবী জীবনপণ করে সংগ্রামে ব্রতী হলেন। ধীরে ধীরে রাজনীতির সংজ্ঞা বদল হতে থাকল। শ্রমিক কৃষকের স্বপ্ন পূরণ হল না। বেকারের কর্ম সংস্থান হল না। শিক্ষা সরকারীকরণ হতে শুরু করল। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার নাগাল উচ্চবিত্ত মানুষের জন্য নির্ধারিত হল। মূল্য বৃদ্ধি বেড়েই গেল। রাজনীতি মানুষের আবেগকে ছুঁতে ব্যর্থ হল। ক্রমে ক্রমে তা পেশায় পরিণত হল। এখন মানুষ শাসনের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। অনেক দল, অনেক নেতা, অনেক কর্মী তবু দেশের সমস্যা ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর সঙ্কটে আবর্তিত হচ্ছে। দেশের মানুষ ৭৫ বছর ধরে একদল থেকে অন্য দলকে ক্ষমতায় বসিয়েছে, কিন্তু সব দল একই। রাজনীতির অতীত ঐতিহ্য আজ অস্তমিত। মানুষ নেতাদের বিশ্বাস করে না আবার নেতারাও মানুষকে বিশ্বাস করে না। তাই তাদের ভোট ম্যানেজমেন্ট টিমকে ভাড়া করতে হয়। কোন কর্মসূচি, আদর্শ, সমাজ পাল্টাবার আহ্বান নয়। প্রশান্ত কিশোরকে দলকে ক্ষমতা এনে দেবে শত শত কোটি টাকার বিনিময়ে। ভারতের শত সহস্র শহিদ যারা স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বলিদান দিলেন তারা আজ স্বর্গ থেকে লজ্জায় অধবদন হয়ে মুখ লুকাচ্ছেন তাদের উত্তর পুরুষদের কার্যকলাপে। রাজনীতির গরিমা, মহত্ব সর্বজন গ্রহণীয়তা আজ আর নেই। তাই গানের ছন্দে বলতে ইচ্ছা করে 'তুমি কি সে তুমি নও'।

ফিরেছে ভারতীয় শিল্পকর্ম

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের হাজার বছরের ইতিহাসের প্রতিটি কোণায় স্থাপত্য–ভাস্কর্য– শিল্প–সংস্কৃতির ছোঁয়া রয়েছে। ভারতীয় ভাস্কর্য, শিল্পকর্মগুলি শুধুমাত্র আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকেই উপস্থাপন করে এমন নয়, এই শিল্পকর্মগুলি ভারতের রীতিনীতি–আস্থা–বিশ্বাসেরও প্রতিনিধিত্ব করে। অতীতে ভারত থেকে বহু মূর্তি চুরি ও পাচার করা হয়েছে। যাইহোক এতদিন ধরে সেই সকল হৃত পুরাতাত্ত্বিক দ্রব্যগুলিকে পুনরুদ্ধার করার কোনও প্রচেষ্টা করা হয়নি। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী যখন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন, তখন থেকে ভারত দেশের প্রত্নবস্তুগুলি ফিরিয়ে আনার কাজে সচেষ্ট হয়। ২১ মার্চ ভারত–অস্ট্রেলিয়া ভার্চুয়াল সম্মেলনের সময় অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ভারতের ২৯টি প্রত্নসামগ্রী ফিরিয়ে দেন। সীমান্তে অনুপ্রবেশ হোক বা সম্প্রসারণবাদী শক্তির দুঃসাহসিকতা বা দেশভাগের ষড়যন্ত্র হোক, ভারত আজ সকল অন্যায়ের যথাযথ জবাব দিচ্ছে। এর পাশাপাশি, দেশ এখন দারিদ্র্য, অন্যায় এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। দেশে পরিবর্তনের প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়েছে। পাশাপাশি এক নতুন ভারত গড়ার লক্ষ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে আমাদের দেশ অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু, এসবের মাঝেই এমন কিছু ঘটছে যা আগে কখনো ঘটেনি।

আমাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতীক আমাদের অমূল্য প্রত্নসামগ্রী। এই সমস্ত সামগ্রীগুলি আগে চুরি করে বিদেশে বিক্রি করা হয়েছিল। এখন কেন্দ্রীয় সরকারের তৎপরতায় তা দেশে ফিরে আসছে। ভারতের সোনালী ইতিহাসের প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভক্তি এবংবিশ্বাসের ফলে ২০১৪ সাল থেকে প্রায় ২২৮টি অমূল্য ঐতিহাসিক মূর্তি সফলভাবে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ২০১৩ সাল পর্যন্ত মাত্র তেরোটি মূর্তি ভারতে ফেরত এসেছিল। যাইহোক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স, কানাডা, সিঙ্গাপুর, জার্মানি এবং আরও অনেক দেশ ভারতের এই ধারনাকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং ভারত এই সকল দেশ থেকে মূর্তিগুলি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। ভারত–অস্ট্রেলিয়া শীর্ষ সম্মেলনের ঠিক আগে ২১ মার্চ আমরা এমনই এক ঘটনার সাক্ষী থেকেছিলাম। যখন অস্ট্রেলিয়া ভারতকে ২৯টি মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী ফিরিয়ে দিয়েছিল। এগুলি বেশিরভাগই ভাস্কর্য এবং বিভিন্ন উপকরণ যেমন বেলেপাথর, মার্বেল, ব্রোঞ্জ, পিতল এবং কাগজ দিয়ে তৈরি। অস্ট্রেলিয়ার এই সকল প্রাচীন ভাস্কর্যগুলি রাজস্থান, গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছিল, যা ভারতের বিস্তৃত ভৌগলিক অঞ্চলের প্রতিফলন ঘটায়।

অস্ট্রেলিয়া থেকে ভারতে ফেরত আসা ২৯টি পুরাকীর্তি পরিদর্শন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই পুরাকীর্তিগুলি ছয়টি বিভাগে বিভক্ত: শিব এবং শিষ্যরা, শক্তি উপাসনা, ভগবান বিষ্ণু এবং তাঁর রূপ, জৈন ধর্মের ঐতিহ্য, চিত্রকর্ম এবং আলংকারিক বস্তু। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভাস্কর্য ও চিত্রগুলি বেলেপাথর, মার্বেল, ব্রোঞ্জ, পিতল এবং কাগজসহ বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে তৈরি। এই পুরাকীর্তিগুলি আনুমানিক খ্রিস্টীয় নবম থেকে দশম শতাব্দীর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মতে, এই মূর্তিগুলিকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব আমাদের। এগুলি সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিকভাবেও তাপর্যপূর্ণ কারণ এগুলি ভারতীয় অনুভূতি, শ্রদ্ধা ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত। এর থেকে বোঝা যায় ভারত সম্পর্কে বিশ্বের ধারণা কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে।

নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকার বিদেশ থেকে যেসব প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু বা ভাস্কর্য ফিরিয়ে এনেছে তার মধ্যে রয়েছে চোল শাসনকালের শ্রীদেবীর একটি ধাতব মূর্তি এবং মৌর্য যুগের একটি পোড়ামাটির নারী মূর্তি। তা ছাড়াও ২৪টি বিখ্যাত প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১৬টি, অস্ট্রেলিয়া থেকে পাঁচটি, কানাডা, জার্মানি এবং সিঙ্গাপুর থেকে একটি করেমূর্তি ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে বাহুবলীর একটি ধাতব মূর্তি, একটি নটরাজ মূর্তি এবং একটি কুমার মূর্তি। ২০১৪ সালের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক বস্তুসামগ্রী পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বছরের পর বছর ধরে ভারতীয় মূর্তি লুট, চুরি এবং অন্য দেশে পাচার করা হয়েছিল। যাইহোক, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগ ভারতের সঙ্গে প্রতিটি দেশের কূটনীতি থেকে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে, যা আমাদের এই প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী পুনরুদ্ধারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

আমেরিকা থেকে ১৫৭টি বিগ্রহ ফিরে এসেছে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত সেপ্টেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফরে গিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি সেখান থেকে ১৫৭টি প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। চুরি, পাচার এবং চোরাচালানের মাধ্যমে এই সামগ্রীগুলি দেশ থেকে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেখানকার সরকার এগুলি বাজেয়াপ্ত করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রত্নবস্তুগুলি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রত্নসামগ্রী ও নিদর্শন ফিরিয়ে দেওয়ার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এই ১৭৫টি প্রত্নবস্তুর মধ্যে রয়েছে নানারকম মূর্তি এবং বিগ্রহ। দশম শতাব্দীর ১.৫ মিটারলম্বা একটি বেলেপাথরের খোদাই করা মূর্তি রয়েছে, ৮.৫ সেমিলম্বা দ্বাদশ শতকের নটরাজের ব্রোঞ্জ মূর্তি রয়েছে। এই পুরাকীর্তিগুলির মধ্যে ৭১টি সাংস্কৃতিক প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু এবং পুরাকীর্তি রয়েছে, যার মধ্যে ৬০টি হিন্দুধর্মের, ১৬টি বৌদ্ধধর্মের এবং নয়টি জৈন ধর্মের।

১৪টি প্রত্নবস্তু ভারতে আনা হয়েছে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একান্ত প্রচেষ্টার ফলে অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায় ন্যাশনাল গ্যালারি অফ অস্ট্রেলিয়া' চোদ্দটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বস্তু ভারতে ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুগুলির মধ্যে রয়েছে ব্রোঞ্জ এবং পাথরের ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প এবং ছবি। এর মূল্য ৩০ মিলিয়ন ডলার। এই চোদ্দটি চুরি হওয়া ঐতিহ্যবাহী সামগ্রী ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

স্বনির্ভর ভারত নির্মাণের যাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৪০০ বিলিয়ন ডলার অর্থ রফতানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে কোভিড অতিমারির কারণে সারা বিশ্বে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। এই বিপর্যয় মোকাবেলা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতকে স্বনির্ভর করে তোলার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। এই কঠিন সময়কে তিনি সুযোগে পরিণত করেছিলেন। এর ফলে ভারত ২০২১–২২ অর্থ বছর শেষ হওয়ার নয় দিন আগে রফতানিতে ৪০০ বিলিয়ন ডলারের ঐতিহাসিক স্তর অতিক্রম করেছে। ভারতের রফতানির ইতিহাসে এটিই সর্বোচ্চ রেকর্ড। ভারত এর আগে ২০১৮–১৯ সালে ৩৩০ বিলিয়ন ডলার রফতানি লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছিল। পরিসংখ্যান অনুসারে,

ভারত প্রতিদিন গড়ে এক বিলিয়ন ডলার মূল্যের রফতানিত করে। কোভিড মহামারি চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী স্বনির্ভর ভারত মিশনের অংশ হিসাবে বিশ্বজুড়ে সমস্ত অংশীদারিদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেছিলেন। তিনি শুধু ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাছেই নয়, সারা বিশ্বের সামনে ভারতীয় মিশনের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছিলেন। তিনি প্রায় দুশোটি দেশে চলমান ব্যবসার উপর নজর রেখেছিলেন। বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলও এই বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। যে সব এলাকার পণ্য অন্যত্র প্রয়োজন হবে, এমন ৪৮০টি জেলা রফতানি নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বিশ্বের সমস্ত দেশ থেকে পণ্যের চাহিদা এলেই আমাদের ব্যবসায়ীরা তা পূরণ করবেন।

দেশ দেশান্তরে

রাইসিনা সংলাপ

প্রণব গুহ : ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণ। জেলেনেস্কিকে অনুগত করতেই হবে পুতিনকে। আমেরিকা–ইউরোপ জুড়ে নিন্দার ঝড়। রাষ্ট্রপুঞ্জে নিন্দা প্রস্তাব, ভোটাভুটি। রাশিয়ার উপর ব্রিটেন–আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা জারি। কোনও কিছুই টলাতে পারে নি ভারতকে। বুচায় রুশ সেনার গণহত্যার নিন্দা করলেও বারংবার ভোটাভুটিতে বিরত থেকেছে ভারত। জোট নিরপেক্ষ নীতি থেকে একবারও টলে যায়নি ভারতের পা। বরং ভারত চলেছে নিজের ছন্দে। রাশিয়া থেকে তেল কেনার প্রস্তাব থেকে সামরিক সরঞ্জাম কেনার চুক্তি করেছে অনায়াস আচরণে। ভারতের কট্টর বিরোধী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান পর্যন্ত বিদায়ের আগে আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন, ভারতকে দেখে শেখা উচিত, কোনও দেশের চাপেই বদলায় না ভারতের বিদেশনীতি।

এতেই প্রমাদ গুনছে আমেরিকা–ব্রিটেন। গত সপ্তাহে পেন্টাগনের মুখপাত্র জন কিরবি জানিয়েছিলেন, 'প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে রাশিয়ার উপর ভারতের নির্ভরতা দেখতে চায় না আমেরিকা। ভারতের পাশাপাশি অন্যদেশগুলিতে আমাদের বার্তা আমরা এ বিষয়ে সুষ্ঠ ভাষায় তাদের নিরুৎসাহিত করছি।' ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন তো দূর থেকে নয়, একেবারে ভারতে এসে পরিস্থিতি বুঝে গিয়েছেন। কিন্তু ভারত যে অটল–অনড় তার আঁচ পাওয়া গেল ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত সফরের ফলাফল নিয়ে বরিসকে তুলোধোনা করেছেন বিরোধীরা। বরিস ব্যর্থ বুঝে নানা প্রশ্ন তুলে বিরোধী ব্রিটিশ নেতারা ভারতকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে দেগে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বরিস উত্তর দেওয়ার জন্য পার্লামেন্টে উপস্থিত না থাকলেও এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব বিচ্ছেদের জন্যই এই সব চাপের অবতারণা। ভবিষ্যতে এই চাপ যে আরও বাড়বে তাতে সন্দেহ নেই।

তবে রাইসিনা সংলাপের শেষ দিনে এইসব চাপের মোক্ষম জবাব দিয়েছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। ভারত এবার তার নিজের স্বার্থ দেখবে। বিশ্বকে আর তুষ্ট করার চেষ্টা করবে না। তিনি বলেন, 'আমাদের কারও অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। স্বাধীনতার ৭৫ বছরে ভারত এমন এক সন্ধিক্ষণে রয়েছে, যেখানে অন্যমহল থেকে অনুমোদন নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ধারণাটিই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে।' গত ১৩ এপ্রিল আমেরিকার বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের সঙ্গে আলোচনার পর সাংবাদিক বৈঠকে অ্যান্টনির আপত্তি খারিজ করে জয়শঙ্কর বলেছিলেন, 'আপনারা রাশিয়া থেকে জ্বালানি কেনা নিয়ে প্রশ্ন তুললে আমি বলব, ইউরোপের দিকেও নজর দিন। আমরা অবশ্যই কিছু জ্বালানি কিনি। কিন্তু ইউরোপ এক বিকেলে যে পরিমান তেল আমদানি করে, আমরা গোটা মাসেও তা করি না।'

১৯৫৬ সালেও নেহেরুর সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন হামলা চালিয়েছিল হাঙ্গেরির ওপর। ইন্দিরা গান্ধির সময়ে সোভিয়েত আক্রমণ করে চেকোস্লোভাকিয়া। দুক্ষেত্রেই জোট নিরপেক্ষ নীতি বজায় রেখে নীরব ছিল ভারত। কিন্তু তখন চোখে চোখ রেখে দৃঢ়তা দেখানোর সাহস ছিল না ভারতের। এরপর ১৯৬২তে ভারতের উপর আচমকা হামলা চালায় চিন। ১৯৭১–এর যুদ্ধে ভারতের বিরুদ্ধে লড়তে পাকিস্তানকে মদত যোগায় আমেরিকা। কাশ্মীরে লাগাতার জঙ্গি কার্যকলাপ চালানো সত্ত্বেও নীরব থেকে পাকিস্তান একের পর এক জঙ্গী হামলায় ত্রস্ত হয়েছে ভারত। তবুও পাকিস্তানকে মদত দিতে ছাড়েনি আমেরিকা–ইউরোপ। ব্রিটিশরা ভারতকে জাতিতত্ত্বে ভাগ করে যে অবিশ্বাসের আগুন জ্বালিয়ে রেখে গিয়েছে তাতে ক্রমাগত ঘৃতাহুতি দিয়েছে আমেরিকা।

কেন? গত বুধবার তারই উত্তর দিয়েছেন বর্তমান বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর। তাঁর মতামতে তিনি জানিয়েছেন, স্বাধীনতার পর দেশের বিদেশনীতিতে অনেক ভ্রান্তি রয়ে গিয়েছিল। এখন সেই ভুলগুলি সংশোধন করতে শুরু করেছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। একইভাবে ঘরোয়া নীতির প্রশ্নেও নজর দেওয়া হয়নি উৎপাদন এবং প্রযুক্তির দিকে। বিদেশমন্ত্রীর মতে, কীভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছে নিজেদের দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়ানো যায় সে ব্যাপারে আরও বাস্তবমুখী হওয়া উচিত ছিল। বিদেশনীতিতে প্রয়োজন ছিল দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া। অন্য অনেক দেশই এদিকে নজর দিয়ে এগিয়েছে। এখন কিন্তু পরিস্থিতি পাল্টে গিয়েছে। অন্যদের কথায় নিজেদের বিদেশনীতি গড়ার দিন ভারত পিছনে ছেড়ে এসেছে। তাঁর মতে, 'নিজেদের যা পরিচয় তা নিয়ে আমাদের আত্মবিশ্বাসী হতে হবে। বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের ভিত্তি হওয়া উচিত আত্মপরিচয়, অন্য দেশকে খুশি করার জন্য তাদের অনুকরণ করা নয়। অন্য দেশের অনুমোদন পেতে হবে, অন্যদের মাপে আমরা নিজেদের গড়ে নেব– এদিন চলে গিয়েছে'। জয়, জয় শঙ্কর। আসুন এই আহ্বানেই এগিয়ে চলি আমরা।

ই–সঞ্জীবনী

নিজস্ব প্রতিনিধি: সাধারণ বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। আয়ুষের মতো ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ব্যবস্থায় গবেষণার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলি দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে সহজলভ্য করে তোলা।দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীদের একটি শক্তিশালী কর্মী বাহিনী তৈরির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও মানবসম্পদ খাতে বাজেট বৃদ্ধি করা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে গবেষণার ক্ষেত্রটি সবচেয়ে বেশি প্রসারিত, এবং এর গুরুত্ব যে অপরিসীম তা আমরা কোভিড মহামারির সময় অনুধাবন করেছি। সরকার ওষুধের জন্য ফার্মাসিউটিক্যাল কাঁচামাল এবং সরঞ্জামগুলির জন্য পিএলআইস্কিমও শুরু করেছে। স্বাস্থ্য খাতকে আরও মজবুত করতে প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যবহার করা হচ্ছে। সারা দেশের মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে কোভিডের টিকা নিতে পারেন, তার জন্য কো–উইন মঞ্চ গড়ে তোলা হয়েছিল। এটি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের আধুনিক প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। এখন আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশনকেও এই প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত করার কাজ চলছে। করোনার সময়ে ২৫ মিলিয়ন রোগী দূরবর্তী স্থানে থেকেও 'ই–সঞ্জীবনী'র মতো টেলিমেডিসিন ব্যবস্থা এবং টেলিকনসালটেশন মাধ্যমে চিকিৎসকদের থেকে পরামর্শ পেয়েছেন। স্বাস্থ্য খাতের অংশীদারিদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে প্রধানমন্ত্রী একটি গুরুত্বপূর্ণ আবেদন করেন। তিনি বলেন, ভাষার সমস্যা থাকলেও ভারতীয় শিক্ষার্থীরা মেডিক্যাল শিক্ষার জন্য ছোট ছোট দেশে যাচ্ছে। কোটি কোটি টাকা দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। আমাদের বেসরকারি ক্ষেত্র কি এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না? আমাদের রাজ্য সরকারগুলি কি এর জন্য জমি দেওয়ার ক্ষেত্রে ভাল নীতি তৈরি করতে পারে না? যদি এটা বাস্তবায়িত করা যায় তাহলে আমাদের দেশে সর্বোচ্চ চিকিৎসক থাকবে, সর্বোচ্চ সংখ্যক স্বাস্থ্য কর্মী থাকবেন।

দমকল ওসি গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য পুলিশের দুর্নীতি দমন শাখার পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার বনগাঁ দমকল কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দেবাশিস হালদারকে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়েছে, তার বিরুদ্ধে প্রায় কয়েক লক্ষ টাকার অভিযোগ আছে। ফায়ার লাইসেন্স পাইয়ে দেবার নাম করে তিনি মোটা অঙ্কের টাকা বাসিন্দাদের কাছ থেকে আদায় করতেন। ২০১৮ সালে ডায়মন্ড হারবার থেকে বদলি হয়ে বনগাঁয়ে আসেন। জানা গিয়েছে, ডায়মন্ড হারবারের সম্পত্তি নিয়ে রাজ্য দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকরা তার বিরুদ্ধে আগেই মামলা করেছিলেন। দেবাশিসের স্ত্রী, কন্যা এখনও ডায়মন্ড হারবারের কোয়ার্টারেই থাকেন। সূত্রে খবর, বুধবার রাজ্য দুর্নীতি দমন শাখার তরফ থেকে দেবাশিসকে তাদের অফিসে ডেকে আধিকারিকরা জিজ্ঞাসাবাদ করেন। জেরায় প্রচুর অসঙ্গতি ধরা পড়ে। এরপরেই তাকে গ্রেপ্তার করে বৃহস্পতিবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে পাঠানো হয়। তবে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

লক্ষ্য পঞ্চায়েত নির্বাচন, ঘর গোছাচ্ছে ডিওয়াইএফআই

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের এখনও এক বছর বাকি।কিন্তু, তার আগেই ঘর গোছাতে শুরু করে দিল পূর্ব বর্ধমান জেলা ডিওয়াইএফআই। সিপিএমের এই যুব সংগঠনের দু'দিনের জেলা সম্মেলন থেকেই কার্যত ২০২৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল।গত ২৩ এপ্রিল জামালপুর থানার রাণাপাড়ায় পূর্ব বর্ধমান জেলা ডিওয়াইএফআই-এর ২৩তম সম্মেলন শুরু হয়েছিল।দু'দিনের সম্মেলন শেষে প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ধ্রুবজ্যোতি সাহা, রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক তথা সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আভাস রায়চৌধুরি। এই জেলা সম্মেলনে ৩১৭ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিলেন। সম্মেলন থেকে ৬৮ জনের জেলা কমিটি এবং ১৯ জনের সম্পাদক মণ্ডলী তৈরি হয়েছে। জেলা সভাপতি এবং জেলা সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে অমিত কুমার মণ্ডল এবং অয়নাংশু সরকার। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, শীঘ্রই যুবনেতারা প্রতিটি বুথ ধরে ধরে দলীয় সংগঠনের দুর্বলতা ও ঘাটতি খুঁজে বের করে সেগুলি পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবেন। পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের লড়াকু ও পরিচ্ছন্ন মনোভাবাপন্ন মানুষকে বাম আন্দোলনে শামিল করানোর প্রচেষ্টা চলবে। এককথায়, আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনী লড়াইকে সামনে রেখে সিপিএমের যুব সংগঠন জেলাজুড়ে ঢেলে সাজার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে।

বাম রাজত্বে অবিভক্ত বর্ধমান জেলা ছিল লালদুর্গ। এখানে বিরোধীদের তখন দূরবীনেও খুঁজে পাওয়া যেত না বললেই চলে। ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্ব শেষ হওয়ার পর তৃণমূল কংগ্রেসের রাজত্বে এখন ঠিক উলটো চিত্র।জেলার কোনও পঞ্চায়েত, পুরসভা, বিধানসভা ও লোকসভা কেন্দ্রে বামেদের দখলে নেই। কিন্তু, কোথাও ক্ষমতায় না থাকলেও সাংগঠনিকভাবে বামেরা বলা ভালো সিপিএম এখনও মাঠে ময়দানে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। কেন্দ্র—রাজ্য সরকারের যে কোনও জনবিরোধী ইস্যুকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদে শামিল হতে সবার আগে বামেদেরই দেখা যায়। এবার সিপিএম তাদের ছাত্র—যুব—মহিলা—শ্রমিক সংগঠনগুলিকে নিয়ে বিভিন্ন ইস্যুতে লাগাতার আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলাতেও সিপিএম তাদের 'হৃত গৌরব' ফিরে পেতে কার্যত মরিয়া। এজন্য সিপিএম সহ তাদের সবগুলি গণসংগঠনের কর্মীরা জেলার কোণায় কোণায় প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছনোর লক্ষ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে বলে দলীয় সূত্র মারফত জানা গিয়েছে।

ডিওয়াইএফআইএর যুব সম্মেলনের প্রকাশ্য সভায় শীর্ষ বক্তাগণের কণ্ঠে একই গতে সুর বাঁধা ছিল। তাঁদের প্রত্যেকেই সকলের হাতে স্থায়ী কাজের দাবিতে সরব ছিলেন।পাশাপাশি দেশজুড়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিক্রি করে দেওয়ারও তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁরা।সংগঠনের জেলা সম্পাদক অয়নাংশু সরকার বলেন, বামেদের প্রতি মানুষের আস্থা যে ফিরছে তা পরপর কয়েকটি উপনির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের পরিসংখ্যানই প্রমাণ। মানুষের শক্তিই আমাদের প্রধান শক্তি এবং সেটা এই সম্মেলনের আয়োজন করতে গিয়ে আমরা মানুষের সমর্থনটা ভালোরকম উপলব্ধি করতে পেরেছি। এই মানুষের সমর্থন নিয়েই যেমন বামেরা আবার ঘুরে দাঁড়াবে এটা আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। সংগঠনের নবনির্বাচিত জেলা সভাপতি অমিত কুমার মণ্ডল বলেন, রাস্তায় নেমে লড়াই করে মানুষের প্রাপ্য অধিকার ছিনিয়ে আনার জন্য ডিওয়াইএফআই সর্বদা প্রস্তুত।

পরিবার বিদ্যুৎহীন

প্রথম পাতার পর

কিন্তু আদিবাসী পরিবার গুলির থেকে সিইএসসি-র মিটারের দূরত্ব বৃদ্ধি পেতে পেতে হাজার মিটার পর্যন্ত চলে এসেছে। আদিবাসী পরিবার গুলি কৃষিকাজ ও মাছচাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। ফলে এই সিইএসসি-র লাইন নিতে তাদের ভবিষ্যতের জন্য জমানো টাকার থেকে একটা বিশাল অঙ্কের টাকা তাদের বের করতে হবে। পুরপ্রতিনিধি সুশান্ত আরও বলেন, সিইএসসি-র বক্তব্য, এলাকাটি বর্ডার লাইন থাকায় বিদ্যুতের বিষয়ে ওদের ডব্লুবিএসইবি-র সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে। কলকাতা পুরসভা ও রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার বর্ডার লাইন। কিন্তু জায়গাটা কলকাতা পুর এলাকার অন্তর্ভুক্ত। পরিবারগুলি এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। তাই এতো বছরেও আলো জ্বলেনি, পাখা ঘোরেনি পরিবারগুলির ঘরে। ২২ এপ্রিল পুর মাসিক অধিকাংশ এই প্রস্তাবের উত্তরে পুর আলো ও বিদ্যুৎ দফতরের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ সন্দীপরঞ্জন বক্সি বলেন, উক্ত বিষয়ে সিইএসসি-র সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথাবার্তা হয়েছে। কিছু ফর্মালিটি সিইএসি-র আছে। সিইএসসি সেটা কমপ্লিট করছে। তারপর সিইএসসি ওই পরিবার গুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করবে।

বীরভূমে রক্তাক্ত শিক্ষক

অভীক মিত্র : অজয়পুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সহশিক্ষক দেবাশিস নাগ ২১ এপ্রিল স্কুলে পৌঁছাতে দেরি করেছিল যার জন্য স্কুলের হাজিরা খাতায় সই করতে বাধা দেয় প্রধান শিক্ষক। সেই নিয়ে শুরু হয় বচসা এরপরেই তিনি স্কুলের প্রধান শিক্ষককে মারধরের করেন দেবাশিস। সেইসময় স্কুলের ক্লার্ক অভিজিৎ ভাণ্ডারী বাধা দেন, তখন অভিজিৎকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। গুরুতর আহত অবস্থায় সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্কুল কর্তৃপক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত দেবাশিসকে গ্রেপ্তার করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ। অভিজিৎ বলেন, আমাকে নাকে ঘুঁষি মারে প্রথমে। তারপরেই মাটিতে ফেলে লাথি মারা হয়। প্রচণ্ড রক্তপাত হয়েছে। তিনি কিছুদিন যাবৎ এইধরনের আচরণ করছেন আমার সঙ্গে। অভিযুক্ত শিক্ষক দেবাশিস খাগকে ২২ এপ্রিল সিউড়ি আদালতে তোলা হলে চারদিনের পুলিসি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

সুন্দরবনে কর্মসংস্থানের দিশা দেখালেন লোকমান

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার জীবিকা নির্বাহের একমাত্র পথ ধান চাষের পাশাপাশি মাছ চাষ। জমিহীনদের একমাত্র ভরসা নদী থেকে মীন ধরা বা জঙ্গলের মধু সংগ্রহ। সমগ্র সুন্দরবন জুড়ে কোথাও কোনও কল কারখানা গড়ে ওঠেনি, সরকারের কোনও স্তরে নিয়োগ নেই। শিক্ষার ব্যবস্থা আছে কিন্তু মাধ্যমিক থেকে শুরু করে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, বি টেক, এম টেক, আইটিআই কারিগরি শিক্ষা, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং উত্তীর্ণ যুবক-যুবতীর কোনও কাজ নেই। তার উপর কোভিড মহামারীর জন্য বিগত দুটি বছর শিক্ষিত যুবক যুবতীদের চরম অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে চলেছে। এমন এক সংকট মুহূর্তে সুন্দরবনের ভূমিপুত্র বিশিষ্ট সমাজসেবী লোকমান মোল্লা কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও গ্যাস মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন এর তত্ত্বাবধানে ভুবনেশ্বরের স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট-এর চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার সঞ্জয় কুমার শ্রীবাস্তবের সঙ্গে যোগাযোগ করেন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুন্দরবনের বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে। লোকমানের প্রতিষ্ঠিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটি ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট যৌথ উদ্যোগে সোসাইটির ট্রেনিং হলে গত ২০ এপ্রিল বুধবার পিছিয়ে পড়া সুন্দরবন এলাকার পাঁচ শতাধিক শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের নিয়ে একটি বিশেষ সেমিনার আয়োজিত হয়। সেমিনারে স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট এর পক্ষে প্রিন্সিপাল আকাডেমি মনোরঞ্জন মহারানা, প্লেসমেন্ট অফিসার সত্য রঞ্জন দাস, উপস্থিত থেকে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ভিন্নমুখী স্কিল ডেভেলপমেন্ট রেগুলার কোর্সের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফিটার ফেব্রিকেশন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রিশিয়ান, সিআরএম এসোসিয়েট, ডিজাইনার মেকানিক্যাল, বিল্ডিং অটমেশন স্পেশালিস্ট, কম্পিউটার এক্সিকিউটিভ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন এক্সিকিউটিভ, ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করেন। প্রশিক্ষণ অন্তে তাদের নিশ্চিত কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দেন প্রিন্সিপাল মনোরঞ্জন মহারানা। তিনি আরো বলেন, দেশের পিছিয়ে পড়া এলাকা গুলির মধ্যে সুন্দরবনের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এ বিষয়ে লোকমান মোল্লা বলেন, স্বাধীনোত্তর যুগ থেকে পিছিয়ে পড়া সুন্দরবন এলাকার শিক্ষিত যুবক যুবতীরা সমস্ত রকম কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আমি খুশি আমার আবেদনে সাড়া দিয়ে ইনস্টিটিউটের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার শ্রীবাস্তব জি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের পাঠিয়েছেন, আমার আশা প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার বেকার যুবক যুবতীদের কাজের ক্ষেত্র উন্মোচন হবে স্কিল ডেভলপমেন্ট প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। একথা অনস্বীকার্য আজকে যখন সরকারি স্তরে কাজের ক্ষেত্র সংকোচন হচ্ছে সেক্ষেত্রে একমাত্র স্কিল ডেভলপমেন্ট ভিন্নমুখী রেগুলার কোর্স এর মধ্য দিয়ে কিছুটা হলেও বেকারত্বের যন্ত্রণা মুক্ত হবে আশা করা যায়। ইতিমধ্যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট ন্যাশনাল স্কিল সেন্টার হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, এই ইনস্টিটিউটে কমবেশী ৩০ টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ চলছে মাধ্যমিক থেকে শুরু করে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, আইটিআই, বি টেক, এম টেক সহ সমস্ত স্তরের পাস করা ছেলে মেয়েদের চার মাস ৬ মাস একবছরের ভিন্নমুখী ট্রেডের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত হচ্ছে। জাতীয় স্তরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে স্বীকৃত, দেশের সমস্ত অয়েল পাবলিক সেক্টর কোম্পানিগুলির কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি তহবিল এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সোর্স বলা যেতে পারে। অন্য ধারে টাটা থেকে শুরু করে কমবেশি ২৫টি প্রাইভেট কোম্পানি রিক্রুটমেন্ট পার্টনার হিসাবে আছে ফলে আগামী দিনে স্কিল ডেভলপমেন্ট কমপ্লিট কোর্স সম্পন্ন বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের এক বর্ণময় ইতিহাস সূচিত হতে চলেছে। সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ এর প্রাক্তন সদস্য সচিব আইএএস দেবপ্রসাদ জানা বলেন, সুন্দরবনের ইতিহাসে বেকার যুবকদের ক্ষেত্রে আজকের নয়া দিশার সূচনা হলো। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ

করেন ন্যাশনাল স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের চিফ জোনাল ম্যানেজার সুরেশ কারমালী, ইস্টার্ন জোনাল কালচার সেন্টারের ডিরেক্টর গৌরী বসু, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চিফ ম্যানেজার রঞ্জন কুমার প্রমুখ। গৌরী বসু বলেন, পিছিয়ে পড়া সুন্দরবনে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যে সুযোগ সুন্দরবনের বেকার যুবক-যুবতীদের কাছে এসেছে এটাকে গ্রহণ করতে পারলে আগামী দিনে সুন্দরবনের আর্থসামাজিক পরিকাঠামোর মানোন্নয়নে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন হবে বলে বিশ্বাস করি। প্রত্যেক বক্তা তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বলেন, স্কিল ডেভলপমেন্ট প্রশিক্ষণ নিয়ে সুন্দরবনের শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের জীবন-জীবিকার লড়াইয়ে এগিয়ে যেতে হবে। সেমিনারে অংশ গ্রহণকারী বি টেক উত্তীর্ণ শামীম সরদার বলেন, রাজ্যে যখন কোনও কাজের ক্ষেত্র নেই সে ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও আমরা আশার আলো দেখছি। স্নাতক উত্তীর্ণ বর্ণালী মণ্ডল জানান, বিগত পাঁচ বছর ধরে বহু পরীক্ষা দিয়েছি কোন সুফল পাইনি এখানে এসে কিছুটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছি।

অভিযুক্ত নেত্রী

প্রথম পাতার পর

বিষয়টি তদন্ত করে দেখার জন্য পুলিশের কাছে পাঠানো হয়েছে।'

এপ্রসঙ্গে বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোপা রায় তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'আমাকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছে। আগেও একবার এরকম ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু তার সত্যতা প্রমাণ হয়নি। আমি মনে করি এ ঘটনার সঙ্গে যখন প্রশাসনিক বিষয় জড়িত, তখন এর সত্যতা প্রমাণ করার দায় পুলিশের। আমি মনে করি কিছু সাংবাদিকও টাকার বিনিময়ে এ ধরনের প্রচার করছে। আমার কোনও লোভ নেই। কারণ আমি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত।' গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব না হলে আমার মতো নিষ্কলঙ্ক মানুষের নামে বার বার এধরনের কাদা ছেটানোর কারণ কী? একটা কথা বলে রাখি, ছাই দিয়ে কখনও আগুন চাপা দেওয়া যায় না। সত্যিটা একদিন প্রকাশ্যে আসবেই।' এ প্রসঙ্গে বাগদা তৃণমূল সভাপতি পরিতোষ সাহা বলেন, 'ইতিমধ্যে বিষয়টা তৃণমূল জেলা সভাপতি সহ রাজ্য নেতৃত্ব অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত বক্সীদের কাছেও চলে গিয়েছে। ফলে এ বিষয়ে আমি কোনও কথা বলব না।'

এ প্রসঙ্গে বাগদা থানার ওসি উৎপল সাহা তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'আমি তো কাউকে টাকা দিতে বলিনি। ফলে এই টাকা যে বা যারা নিয়েছেন দায় তাদের। এ বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই।' বাগদা থানা সূত্রে জানা যায়, ধৃত আতিয়ার মণ্ডলের বিরুদ্ধে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার একটি মামলা ছিল। সেই মামলায় তাকে গ্রেফতার করে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে।

আলিপুরে 'সুন্দরীণী' আউটলেট

কুনাল মালিক : গত ২৬ এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার আলিপুরে উদ্বোধন হল 'সুন্দরীণী' আউটলেট। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, জেলাশাসক ড. পি উলগানাথন, জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ প্রমুখ। 'সুন্দরীণী' হল সুন্দরবন কো-অপারেটিভ মিল্ক অ্যান্ড লাইভস্টক প্রডিউসার্স ইউনিয়ন লিমিটেডের একটি ব্র্যান্ড। যেটা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর একটি প্রকল্প। আলিপুরের এই আউটলেটে

'সুন্দরীণী' ব্রান্ডের সুস্বাদু মিষ্টি ও দুধ পাওয়া যাবে। পাশাপাশি এই প্রকল্পের আয় বাড়াতে আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেল, আলিপুর মহিলা সংশোধনাগার, বারুইপুর ও দমদম সংশোধনাগারের বন্দীদের জন্য দুধ সরবরাহ করা হয়। করোনা কালে এই প্রকল্প ধাক্কা খেয়েছিল। বর্তমানে সুন্দরবন এলাকার মহিলাদের আয় বাড়াতে এই প্রকল্পকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। 'সুন্দরীণী' মিষ্টির বিক্রি বাড়াতে আগামী দিনে জেলার অন্যত্রও আউটলেট খোলা হবে। জেলা শাসক ড. পি উলগানাথন বলেন, আগামী দিনে এই প্রকল্পকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হবে। একটি তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, বিভিন্ন সংশোধনাগারে দুধ বিক্রি করে ভালই লাভ করেছে কো-অপারেটিভ ৩৭ টাকা লিটার দুধ বিক্রি করে ২-৩ শতাংশ এবং ডাবল টোনড দুধ বিক্রি করে ১০ শতাংশ লভ্যাংশ আসছে। প্রেসিডেন্সি জেলের সবচেয়ে বেশি দুধ বিক্রি হয়। সেখানকার ২৩০০ জন বন্দীর জন্য প্রতিদিন ৩৬৫ লিটার দুধ সরবরাহ করা হয়।

ট্রাফিক সচেতনতায় চক্ষুপরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতি বছরের মতো এবারও উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসত পুলিশ জেলার অন্তর্গত মধ্যমগ্রাম ট্রাফিক গার্ড-এর পক্ষ থেকে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি পালিত হয়। এই উপলক্ষে সোমবার, ২৫ এপ্রিল মধ্যমগ্রাম চৌমাথায় চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের মাধ্যমে সচেতনতা অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানের

উদ্বোধন করেন মধ্যমগ্রাম পুরসভার পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন উপপুর প্রধান প্রকাশ রাহা, কাউন্সিলর সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, দোলতলা পুলিশ লাইনের ডিএসপি(এপি), বারাসত পুলিশ জেলার ডিএসপি ট্রাফিক নীহাররঞ্জন রায়, মধ্যমগ্রাম আইসি পিনাকী রায়, মধ্যমগ্রাম ট্রাফিক ওসি গদাধর সিংহ রায় প্রমুখ। এদিন চক্ষু পরীক্ষার পাশাপাশি ছিল সুগার, পিএফটি, ইসিজি, ওজন, ব্লাড প্রেশার ইত্যাদি পরীক্ষা সহ ডাক্তারি পরামর্শ। এদিনের চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে মোট ৪৫ জনের চক্ষু পরীক্ষা করা হয় বলে জানালেন মধ্যমগ্রাম ট্রাফিক ওসি গদাধর সিংহ রায়।

শাসক দলের বিরুদ্ধে তোলা চাওয়ার অভিযোগ

প্রথম পাতার পর

সম্প্রতি ফলতার সহরারহাট এলাকার দীর্ঘ দিনের একটি নার্সিংহোমের মালিক সেখ জাহিরুল ইসলাম সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ্যে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন, ফলতা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জাহাঙ্গীর খানের মদতে তৃণমূলের লোকজন তার কাছে ২ কোটি টাকা তোলা চান। ফলতার বিডিও এবং আইসি তার নার্সিংহোম ভিজিটও করেন। নার্সিংহোম মালিকের অভিযোগ বিডিও নাকি জাহাঙ্গীর খানের সঙ্গে বিষয়টি মিটিয়ে নিতে বলেছেন। নার্সিংহোমের মালিক হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। হাইকোর্টের নির্দেশে ফলতা থানায় আইসিও বিডিওর বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছে বলে সূত্রের খবর। নার্সিংহোমের মালিক তৃণমূল দলের সিন্ডিকেটের ব্যাপারেও সরব হয়েছেন। সংবাদ মাধ্যমে এই প্রসঙ্গে জাহাঙ্গীর খান বলেছেন, বেআইনি বিল্ডিং করে বেআইনী কাজ করছিলেন ওই নার্সিংহোমের মালিক। নিজেকে বাঁচাতে বদনাম করছেন, চক্রান্ত করছেন। আগামী দিনে বাস্তবটা জানা যাবে। তিনি আরও দাবি করেন, রাজ্যের ২৯৪টা বিধানসভার মধ্যে ফলতা সবচেয়ে শান্ত আছে। তবে স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে এখনই যদি রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক ভাবে রাশ টানা না হয় তাহলে আগামী দিনে ফলতার বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ ও গণ্ডগোলের আশঙ্কা আছে। রাজ্যের বিভিন্ন থানা এলাকায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। তাই পুলিশের উদ্দেশ্যে গত ২৭ এপ্রিল নবান্ন থেকে এক ভার্চুয়াল বৈঠকে, তিনি পুলিশের উর্দ্ধতন আধিকারিকদের নির্দেশ দেন, দুর্নীতি রুখতে রং না দেখে পদক্ষেপ নিন। এখন দেখার সঠিক তদন্ত করে পুলিশ প্রশাসন কি পদক্ষেপ নেন।

জমি বিবাদের

প্রথম পাতার পর

বলছে মামলা তুলে না নিলে গুলি করে মারবো। এরপরই তিনি ভয় পেয়ে পুলিশ ও সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়ক লাভলী মৈত্রর শরণাপন্ন হয়েছেন। কনিকা দেবী বলেন, আমি একজন বয়স্ক মহিলা এখানে একা থাকি। যেভাবে আমাকে হুমকি দিয়েছে তাতে আমি প্রচণ্ড আতঙ্কের মধ্যে আছি। যদিও খুনের হুমকি দেওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন ওই তৃণমূল নেতা। তিনি বলেন আমি কণিকা দেবীকে বোঝাতে তার বাড়িতে গিয়েছিলাম। কোনওরকম হুমকি দিইনি। বিধায়ক লাভলী মৈত্রর বক্তব্য, এই ধরনের হুমকি শাসানি আমাদের দল করে না । পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে অভিযোগ সত্য হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, পার্থ ও অনুপ চ্যাটার্জী সোনারপুর এলাকায় বহু জমি দখল করে নিজেদের নামে করে নিয়েছে। অনেক জায়গাতেই বেআইনিভাবে পুকুর ভরাট করে বহুতল নির্মাণ করেছেন এই মানিকজোড় জুটি।

সৌন্দর্যায়নে টাকা নয়ছয়

প্রথম পাতার পর

ফলে ধীরে ধীরে পুকুর মজে যাচ্ছে। শহরের অসংখ্য পুকুরই এভাবে ড্রেনের নোংরা জলে দূষণের শিকার। এরই পাশাপাশি রাস্তার ধারে একাধিক নয়ানজুলি ভরাট করে চলেছেন প্রভাবশালী কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তি সহ প্রোমোটার চক্র। শহরজুড়ে আনাচকানাচে অনুন্নয়নের ছবিটা পুরবাসীকে কষ্ট দেয়। কিন্তু, তাতে কী! এই অনুন্নয়নের চিত্রটা কিছুটা হলেও আড়াল করার চেষ্টার কোনও খামতি রাখেনি তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত দাঁইহাট পুরবোর্ড। এজন্য মূলত সৌন্দর্যায়নকেই হাতিয়ার করেছে পুরবোর্ড। এজন্যই তো শহরের বিভিন্ন প্রান্তের প্রবেশপথে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একাধিক তোরণ তৈরি হয়েছে। কিন্তু শহরের মানুষের নিশ্চিত কর্মসংস্থান, রুজিরোজগারের ব্যবস্থার জন্য যথাযথ পরিকল্পনা কিংবা গঠনমূলক উদ্যোগের বাস্তবায়ন নিয়ে পুরসভার কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ দেখতে না পেরে হতাশ পুরবাসী। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী দেড় শতাধিক বছরের পুরনো শহর দাঁইহাট একটা ই'ক্যাটাগরির পুরসভা। শহরজুড়ে ইতিউতি অনুন্নয়নের ছবিটাই শুধু চোখে পড়বে। পুরসভার বেশিরভাগ অংশজুড়েই কৃষিজমি, ঝোপজঙ্গল, পুকুর, খাল-বিলে ভরা। একদা বঙ্গদেশজুড়ে কাঁসা-পিতলের শিল্পের জন্য যে দাঁইহাটের সুনাম ছিল এখন সেই শহর শিল্প-কলকারখানার অভাবে ধুঁকছে। ফলে শহরবাসীর বেশিরভাগের কাছেই কর্মসংস্থান একটা বিরাট সমস্যা। অত্যন্ত কম জনবসতিপূর্ণ এবং বেশিরভাগই নিম্ন আয়ের মানুষের এই শহরজুড়ে ব্যবসা-বাণিজ্য যেটুকু চলে তা যথেষ্টই হতাশাব্যঞ্জক। অর্থাৎ সামগ্রিক দিক থেকে দেখতে গেলে দাঁইহাট পুরসভার আয়ও কম। অথচ এমন একটি পুরসভার ঠাঁটবাট নেহাত কম নেই। দিকে দিকে সৌন্দর্যায়নের নামে নানাবিধ নির্মাণ, আলোর পরেও বাহারি আলো, ভবনে ভবনে নীল-সাদা রঙ, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত পুরভবন, গদিমোড়া সোফা, ঘরে ঘরে ঝুলছে দামি পরদা। এসবের পাশাপাশি কোনও নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতাদের মদতে বিভিন্ন দপ্তরে প্রতিনিয়ত দলীয় কর্মী নিয়োগ তো চলছেই। অর্থাৎ বাইরে থেকে দাঁইহাট পুরসভাকে যতই চিকনচাকন মনে হোক না কেন ভিতরে খড়ের গোঁজায় ভরা। দাঁইহাট পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কিছু কাজের ক্ষেত্রে যথাযথ পরিকল্পনা ও পরিচর্যার অভাব ছিল নিশ্চয়ই। সেগুলি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে যে সমস্যা রয়েছে তা সমাধানেরও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

আপনার উপেন মারা গেছে

প্রথম পাতার পর

–যদি ভূমি বিশেষজ্ঞরা কোন জমি থেকে এক মুঠো মাটি রসায়নাগারে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন, তবে সেই মাটিতে কী পাওয়া যাবে? আয়রন, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, সেই সঙ্গে কফ থুতু কেঁচো আর কিছু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পোকা মাকড়। জমিতে আর তো কোনও সম্পদ নেই। অথচ সেই জমির মাটি আমাদের কাছে উপেনের মতো এতো মহার্ঘ হয়ে হয়ে ওঠে কেন?

–মাটি শুধু মাটি নয়। তা যে আমাদের সপ্ত পুরুষের স্মৃতির সাথে সম্পর্কিত। এই মাটির দাওয়াতে হামাগুড়ি দিয়েছি। দাদু বাবার কোলে বসে আকাশের তারা গুনেছি। ঘরের চালে বসা পাখি দেখিয়ে মা আমাকে কোলে করে খাওয়াতেন। উঠোনে ভাইবোনদের সঙ্গে খেলা করতাম। পুজো-পার্বন থেকে কতো না অনুষ্ঠানে এই ঘর বাড়ি গাছগাছালি আমাকে তিলে তিলে বড় করেছে। সপ্ত পুরুষের সমস্ত স্মৃতি এই মাটিতে প্রোথিত। তাতো রসায়নাগারের পরীক্ষা নিরীক্ষায় ধরা পড়ে না।

উপেনের গ্রামের ছল চাতুরীবাজ জমিদারের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলি মৃত্যু ভয় দেখালেও মানুষ জমি ছাড়তে চান না। তার প্রমাণ– পরমাণু বোমা। সবাই হিরোসিমা নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা বর্ষণ এবং তার পরিণাম জানেন। কিন্তু নাগাসাকিতে বোমা বর্ষণের ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভিন্নমাত্রার উদাহরণ তৈরি করেছে। যা শুনে স্তম্ভিত হতে হয়। তথ্য অনুসারে জানা যায়, ৯ আগস্ট নাগাসাকিতে বোমা বর্ষণের আগে সকাল বেলায় হঠাৎ একটি মার্কিন বিমান শহরের আকাশে ২/৩বার চক্কর দিয়ে চলে যায়।

আর সেই বিমান থেকে প্রায় লক্ষাধিক ছাপা প্রচার পত্র নাগাসাকির জনগণের উদ্দেশ্যে মাটিতে ফেলা হয়। হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে সেই প্রচার পত্র নাগাসাকির মানুষদের হাতে পড়লে তারা দেখেন, তাতে লেখা– আপনারা কয়েকঘন্টার মধ্যে এই শহর ছেড়ে পালিয়ে যান। কারণ ঘন্টাখানেক বাদে শহরের বুকে পরমাণু বোমা পড়বে।

মাত্র দুদিন আগে যেখানে হিরোসিমায় বোমা বর্ষণে ১ লক্ষেরও বেশি মানুষ মারা গেছেন, সেখানে প্রচার পত্রের এই হুমকি নিশ্চয় কেউ মজা হিসাবে নেবেন না। কয়েক ঘন্টার সুযোগে নাগাসাকির জনগণ অনায়াসে পার্শ্ববর্তী শহরে হেঁটে হেঁটেও যেতে পারতেন। কিন্তু তারা যান নি। শেষ পর্যন্ত হুমকি মতো মার্কিন বোমারু বিমান বোমা বর্ষণ করে এবং প্রায় ২ লক্ষের কাছাকাছি মানুষ প্রাণ হারালেন।

মৃত ব্যক্তিদের জাপানী নাম যাই হোক,তারা প্রত্যেকেই আসলে উপেনের মতো প্রতিবাদী। তারা মৃত্যু বেছে নিলেন, কিন্তু ভিটেমাটি ছেড়ে গেলেন না। কারণ 'সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ, সে মাটি সোনার বাড়া।' এই ভিটেমাটি তো আমাদের 'মা'। এখনকার সন্তান বাবা-মাকে বৃদ্ধাশ্রমে রাখেন। টাকার লোভে জমি বেচে দিচ্ছেন প্রোমোটারের হাতে। এদের কাছে সপ্ত পুরুষ-টুরুষ যত্ত সব ফালতু কথা। ঘর নেই, তাই গৃহস্থ নেই। আছে শুধু প্রাণহীন– ফ্ল্যাট। 'সন্ধ্যায় সেথা জ্বলে না প্রদীপ, প্রভাতে পড়ে না ঝাঁট।' এ যেন 'হাট' কবিতার দৃশ্য। আজ এই ফ্ল্যাটে, কাল অন্যত্র। ভিটেমাটিতে শিকড় গজায় না। এখন প্রথম পুরুষের সন্তান যাযাবরের মতো উঠোন পায় না। আকাশ দেখতে পায় না। দাদু দিদার কোলে দোল খাওয়ার সুযোগ নেই। কাকা, জেঠা-জেঠি, পিসি নামক সম্পর্কগুলি বইয়ের পাতায় থাকে। মাননীয় কবিগুরু, এই বছর বৈশাখে আপনার জন্মদিনে বাধ্য হয়ে একটা দুঃসংবাদ দিলাম– আপনার সেই উপেন মারা গেছে।

মহানগরে

পরিষেবা নয় মানবিক সংকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২২ বছরের রেকর্ড ছোঁয়া এই মরসুমের উষ্ণ দিনও যেন স্পর্শ করতে পারলো না, তাদের সভার অন্দরকে। বরং এক স্নিগ্ধ শীতলতা ঘিরে রেখে ছিল ২১২ জন সদস্যকে নিয়ে করা এই বার্ষিক সাধারণ সভার সভাকক্ষকে। ২৪ এপ্রিল বেলা ১২ টায় সরসুনা মুচিপাড়াস্থিত শুভদীপ ভিলায় অনুষ্ঠিত হল আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত বেহালা চৌরাস্তা – ডাকঘর (বজবজ ট্রাঙ্ক রোড) মেইন লাইন অটো ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আয়োজিত হয় এই সভা। সভামঞ্চ থেকে দক্ষিণ কলকাতা তৃণমূল কংগ্রেস ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি তথা কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ অভিজিত মুখোপাধ্যায়, সংগঠনের সভাপতি

১২৮ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি পার্থ সরকারকে, কার্যকরী সভাপতি অ্যাডভোকেট সুব্রত মিশ্রি–সহ অন্যান্য সদস্যদের স্মারক দিয়ে সম্মান জানান। চেয়ারম্যান, সভাপতির পাশাপাশি এদিন নব–নির্বাচিত কমিটির জন্য সাধারণ সম্পাদক আশিস ভট্টাচার্য, সহ–সম্পাদক রাহুল দত্ত চৌধুরী ও মানস দত্ত, কোষাধ্যক্ষ সুদেব সরকার ও অর্জুন মণ্ডল। সভায় প্রধান অতিথি থেকে শুরু করে সকল বক্তাদের বক্তব্য যাত্রী সাধারণদের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মানবিক দিকটিকে তুলে ধরার আবেদন করা হয় অটোচালকদের উদ্দেশ্যে। কোভিড পরবর্তী সময়ের মধ্যে এই ধরণের সভার আয়োজন করতে পারার জন্য সংগঠনের সকল কর্মীবৃন্দের অংশগ্রহণের ভূয়সী প্রশংসাও করেন এদিনের অনুষ্ঠানের সভাপতি বিশিষ্ট আইনজীবী সুব্রত মিশ্রি।

মহিলাদের বায়ো টয়লেট

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ২ মাসের মধ্যে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য ২৫টি বায়ো টয়লেট শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বসাতে চলেছে কলকাতা পুরসভা। পাশাপাশি কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডে মহিলাদের জন্য স্নানাগার ও শৌচালয় তৈরির কাজ কলকাতা পুরসভা শুরু করেছে। বস্তি দফতরের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার ইতিমধ্যেই স্নানাগার ও শৌচালয় তৈরির জায়গা খুঁজতে প্রত্যেক পুর প্রতিনিধিকে চিঠি পাঠিয়েছেন। অনেক পুর প্রতিনিধি জমি চিহ্নিত করে জানিয়েও

দিয়েছেন। জানা যাচ্ছে, এগুলি সুলভ শৌচালয়ের মতোই হবে। তবে এখানে কেবলমাত্র মহিলারাই পরিষেবা নিতে পারবেন। এখানে স্নানের ব্যবস্থা ও চেঞ্জিং রুম থাকবে। মেয়র স্বপন সমাদ্দার এ বিষয়ে জানান, আপাতত কয়েকটি জায়গায় শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য বায়ো টয়লেট বসানো হচ্ছে। ২৫টি এমন বায়ো টয়লেট কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় বসানো হবে। আগামী দিনে সাফল্য পেলে এই বায়ো টয়লেটের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। তবে বায়ো টয়লেট ব্যবহারের বিষয় মহিলাদের সচেতন থাকতে হবে।

কোথায় কি

বেহালা বারিক পাড়া বন্ধু দল ক্লাবের পরিচালনায় আগামী ৮ মে বিকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন উপলক্ষে অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ অনুষ্ঠিত হবে শ্রুতিনাটক 'জুতা আবিষ্কার' ও নৃত্যনাট্য 'বীরপুরুষ'। প্রথমে প্রভাতফেরীতে অংশ নেবেন সদস্যরা।

এবার কল ভাঙলে স্ট্যান্ড পোস্ট ট্যাপ বন্ধ

বরুণ মণ্ডল : রাস্তার স্ট্যান্ড পোস্ট পর পর তিনবার কল ভেঙে দেয়, তবে সেই পোস্ট সিল করে দেবে কলকাতা পুরসভা। রাস্তার স্ট্যান্ড পোস্টের কল ভাঙতে থাকা অসাধু চক্রকে রুখতে এমনই কড়া পদক্ষেপের পাশাপাশি পানীয় জলের অপচয় রোধে সমস্ত ওয়ার্ডে নিবিড় নজরদারির জন্য পুরপ্রতিনিধিদের নির্দেশ দিয়েছেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম।

কলকাতা পুর এলাকায় দৈনিক প্রায় ১৫৪ কোটি ৮১ লক্ষ লিটার জল সরবরাহ করে কলকাতা পুরসভা। কিন্তু কলকাতার কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন নাগরিক বিশেষ করে সকালের দিকে রাস্তার ট্যাপ কলে বালতি বসিয়ে কলের চাবি খুলে রেখে বাড়িতে অন্য কাজে চলে যায়। এদিকে বালতি ভরে গিয়ে জল উপচে পড়ে নষ্ট হওয়া, পাইপ লিকেজ ও ফেটে যাওয়ার কারণে দৈনিক প্রায় ৩৬ কোটি ৬৪ লক্ষ লিটার জল অপচয় (উৎপাদিত জলের ২০ শতাংশ) হচ্ছে বলে পুরসভা জল সরবরাহ দফতর সূত্রে খবর। পুর জল সরবরাহ দফতর সূত্রে আরও জানা যায় যে, জলের অপচয়ের জন্যই বছরে প্রায় ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার উৎপাদিত জল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এসমস্ত কারণে এবার গরমে জলের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় অপচয় রুখতে তৎপর হয়েছেন স্বয়ং মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম।

২২ এপ্রিল মাসিক পুর অধিবেশনে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি ইলোরা সাহা প্রস্তাব করেন, কলকাতায় পরিশ্রুত পানীয় জলের স্ট্যান্ড পোস্ট'' থেকে প্রচুর

জল পড়ে অপচয় হতে দেখা যায়। কলকাতা পুর এলাকার প্রতিটি পরিশ্রুত পানীয় জলের স্ট্যান্ড পোস্টের মুখে যদি নিয়ম করে চাবি দিয়ে জল অপচয় রোধ করা যায়, তাহলে ভবিষ্যতে শহর কলকাতাকে জলসঙ্কট থেকে মুক্ত রাখা সম্ভব হবে। এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতেই পুর জল সরবরাহ দফতরের মেয়র পারিষদ তথা মহানাগরিক স্ট্যান্ড পোস্ট নিয়ে বলেন, কলকাতার কিছু এলাকায় কেউ বা কারা রাস্তার স্ট্যান্ড পোস্টের কল ভেঙে দেওয়ায় পরিশ্রুত জল অঝোর ধারায় পড়ে যাচ্ছে। এমন ক্ষেত্রে স্থানীয় পুরপ্রতিনিধিকে খবর দিলে পুরসভা ভাঙা ট্যাপে ফের কল লাগিয়ে দেবে। কিন্তু যদি পরপর তিনবার কল ভেঙে দেয়, তবে চতুর্থবার আর পুরসভার তরফে কল লাগানো হবে না। ওই স্ট্যান্ড পোস্টটি সিল করে দেওয়া হবে। মহানাগরিকের আরও হুঁশিয়ারি, বাড়ি বা আবাসনের জলাধারে স্টপকক না লাগালে সেখানকার জলের সংযোগ কেটে দেওয়া হবে। তাহলে কলকাতায় জলের জোগান ঠিক থাকবে। পুর জল সরবরাহ দফতর সূত্রে আরও জানা যায়, কলকাতা পুর এলাকার ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা প্রায় ২০ হাজার পানীয় জলের স্ট্যান্ড পোস্টের জলের দ্বারা কমবেশি ৬০ লক্ষ গরিব কলকাতাবাসী উপকৃত হন। কিন্তু কলকাতার বহু ওয়ার্ডে জলস্তর নেমে গিয়েছে। তাই কলকাতা পুরসভা নদী থেকে র' ওয়াটার তুলে তা পরিস্রুত করার উপরে এবং সরবরাহের ওপর বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছে।

অলিভ রিডলে কচ্ছপের সংরক্ষণে জেডএসআই কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের অধীন জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া(জেডএসআই) ওড়িশার বন দফতরের বন্যপ্রাণ শাখার সঙ্গে একযোগে ২০২১ থেকে অলিভ রিডলে প্রজাতির সামুদ্রিক কচ্ছপের ট্যাগিং কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। জেডএসআই–এর অধিকর্তা ডঃ ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় একথা জানিয়ে বলেছেন, এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বিরল প্রজাতির কচ্ছপ সংরক্ষণের জন্য এবং জেডএসআই–এর পরিকল্পনা রয়েছে এই কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার। দীর্ঘমেয়াদে (অন্তত পরবর্তী ১০ বছরের জন্য) এই প্রজাতির ওপর নজর রাখার অঙ্গ হিসেবে এবং একইসঙ্গে প্রতিবছর তথ্য সংগ্রহ, ট্যাগিং এবং ট্যাগ পুনরুদ্ধারের তাগিদে এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জেডএসআই–এর এসচুয়ারিন বায়োলজি রিজিওনাল সেন্টারের বিজ্ঞানী ও ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ডঃ অনিল মহাপাত্রের বক্তব্য অনুযায়ী, মার্ক রিক্যাপচার পদ্ধতি গ্রহণ করে বর্তমান সমীক্ষা চালানো হচ্ছে অলিভ রিডলে প্রজাতির সামুদ্রিক কচ্ছপের বাসা, খাদ্যের সন্ধানে বাসা এবং মিলন পরবর্তী পরিযান, বাসা বাঁধার পরবর্তী পরিযান, এক বাসা থেকে আরেক বাসায় চলাচলের ধরনধারণ, প্রজনন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ মেয়াদ এবং বৃদ্ধি ইত্যাদি চিহ্নিত করার জন্য। ইউএসএ–র কেন্টাকির নিউ পোর্টের ন্যাশনাল ব্যান্ড অ্যান্ড ট্র্যাক কোম্পানি (এনবিটিসি)–র তৈরি ইনকোনেল ৬৩১ মেটাল ফ্লিপার ট্যাগ (যাতে সিরিয়াল নম্বর(০০০০০)এবং একটি ফিরতি ঠিকানা (জেডএসআই এনএপিও কেওএল–৫৩ আইএন) ব্যবহার করা হয় পাখনায় ট্যাগিং করার কাজের জন্য। দুটি ট্যাগ জোড়া থাকে প্রথম বৃহৎ আকারের সামনের দিকের দুটি পাখনার কাছাকাছি, যাতে ট্যাগ হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। ওড়িশা উপকূল বরাবর জেডএসআই–এর ট্যাগিং কর্মসূচি শুরু হয় ২০২১–এর জানুয়ারি মাস

থেকে। এপর্যন্ত ৮,৪৫০টি কচ্ছপকে ট্যাগ করা হয়েছে। যার মধ্যে ১৮৮টি সঙ্গমযুক্ত জোড়, ৮,২৫২টি স্ত্রী কচ্ছপ এবং ১৯৮টি পুরুষ কচ্ছপ। এই সমীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য অলিভ রিডলে প্রজাতির সামুদ্রিক কচ্ছপের পরিযান বা এক বাসা থেকে আরেক বাসায় চলাচল আটকানো।

ওড়িশা উপকূল বরাবর নজরদারি মাধ্যমে এবং পাখনায় কার্যকরী ট্যাগিং–এর মাধ্যমে এটি সম্ভব বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। সাগরবেলার পাশাপাশি ওড়িশা উপকূল, উপকূল অতিক্রান্ত এলাকায় নজরদারিতেও জোর দেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগ একইসঙ্গে অলিভ রিডলে প্রজাতির সামুদ্রিক কচ্ছপের প্রজনন এবং উপযুক্ত সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশগত বিষয়গুলিও বুঝতে সাহায্য করে। এতে কচ্ছপের সংখ্যার ওপর নজরদারি সঠিকভাবে হয়। এছাড়া, বাসা বাঁধতে উদ্যত সামুদ্রিক কচ্ছপগুলির ওপর নজরদারি এবং ট্যাগ পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনে রাতেও পাহারা দেওয়া হয়। সামুদ্রিক কচ্ছপের সংখ্যা ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে বর্তমানে। এই প্রজাতির বিরলতার কথা মাথায় রেখেই বিবেচনা করে এই সমীক্ষা ভারতে অলিভ রিডলে কচ্ছপের দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। এর পাশাপাশি, ট্যাগ পুনরুদ্ধারের ফলে এদের জনসংখ্যা সংক্রান্ত পরিযানের পথ এবং ভৌগোলিক প্রসার সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায় যখন ট্যাগ করা কচ্ছপগুলি পুনরুদ্ধার করা হয় দূর থেকে। তাদের খাবার জায়গা, প্রজনন হার, বাসা বাঁধার মধ্যে বিরতি বা স্থিরভাবে বাসা বাঁধার হার বা বৃদ্ধির হার সবই জানা যায় যখন ট্যাগ করা কচ্ছপগুলিকে পুনরায় ধরা হয়। এর থেকে কচ্ছপগুলির সংখ্যারও গণনা করা যেতে পারে। ওড়িশা উপকূল বরাবর সামুদ্রিক কচ্ছপগুলির ওপর সমীক্ষা এখনও প্রাথমিক স্তরেই রয়েছে। এই প্রাণীর জীববৈশিষ্ট্য এবং আচারআচরণের অনেক কিছুই এখনও অজানা। এই সমীক্ষার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে এই কাজ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে ভারতে ওড়িশা উপকূল বরাবর সবচেয়ে বেশি অলিভ রিডলে বাসা বাঁধে গহিরমাথা, দেবী এবং রুশিকুল্যা সৈকতে।

লেন্স বার্তা

বেলাগাম আজকের ছাত্র সমাজ গড়িয়ায়।

মজদুরির মাঝে যতটুকু পাওয়া যায়, খিদিরপুর বাজারে।

জানলাই অ্যাস্ট্রে, দৃষ্টিকটু, সাথে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকরও বটে।

এই গরমে জলই জীবন। ছবি : অভিজিৎ কর

এখানে ওখানে

জয় হনুমানজী

ভারতবর্ষের চার জায়গায় বসছে ১০৮ ফুট করে চারটি হনুমানজির মূর্তি। সিমলায় ইতিমধ্যে বসে গিয়েছে প্রথম মূর্তিটি। গত ১৫ এপ্রিল হনুমান জয়ন্তীর দিন গুজরাটের মরচিতে দ্বিতীয় মূর্তিটির আবরণ উন্মোচন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আরও দুটি বসবে রামেশ্বরম ও পশ্চিমবঙ্গে। প্রধানমন্ত্রীর আশা এই চারটি মূর্তি হয়ে উঠবে দেশের অন্যতম পর্যটন স্থান। ঠিক তার কয়েকদিন আগে গত ১০ এপ্রিল রামনবমীর দিন এভাবে তাঁকে পাবো বুঝি নি। হুগলির চুঁচুড়ায় মানুষপুত্রের স্বর্ণপল্লিতে ইডেন পার্কে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। পাশে মাতা সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে পূজিত হচ্ছেন তাঁরই প্রভু শ্রীরাম শিব হনুমান সেবা ট্রাস্টের মন্দিরে। জয় হনুমানজী কি বলে নেমে পড়ে অবাক। ৫১ ফুটের মূর্তিতে গদা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন পবনপুত্র হনুমান। পার্ক জুড়ে গেরুয়া পতাকায় সজ্জিত মঞ্চের উপর সেই ভক্তিভরা অথচ সাহসী ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন বিশ্বের দিকে। কর্মকর্তারা জানালেন দু বছরের পুরানো মূর্তিটির ভিত প্রায় ৩০ ফুটের। দৃষ্টির ঘোর কাটিয়ে সকালের কল্যাণ কামনা নিয়ে প্রণাম জানিয়ে যখন ফিরলাম তখন বুঝলাম ভক্তের ভগবান ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এখানে। সমাগমে সেই কথাই বলে।

শরতালয়ে অবহেলা

হুগলির দেবানন্দপুর। শব্দ দুটি একসঙ্গে শুনলেই মানসপটে ভেসে ওঠে কথাশিল্পী সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছবি যিনি বাংলা সাহিত্যকে পৌঁছে দিয়েছেন দেশ ছাড়িয়ে দেশান্তরে। এমন সাহিত্যস্রষ্টা পৃথিবীতে খুব কমই এসেছেন যাঁর সবচেয়ে বেশি কাহিনী উপজীব্য হয়েছে চলচ্চিত্রের পর্দায়। শুধু কি তাই

একই কাহিনী বিভিন্ন আঙ্গিকে ভিন্ন অভিনেতা–অভিনেত্রী নিয়ে ফিরে ফিরে এসেছে বারবার। বাঙালি তথা ভারতবাসীর হৃদয়ে হাসি,কান্না, দুঃখ, সুখের ঝড় তোলা এই সাহিত্যিকের পৈতৃক বাসভবন সরকারিভাবে গৃহীত হলেও অবহেলায় আজ ধূসর। ভবনের উল্টোদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পোষিত গ্রামীণ গ্রন্থাগার শরৎচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারের ঝাঁ চকচকে চেহারার সঙ্গে মিল নেই এই সাহিত্যতীর্থের। চৈত্রের দুপুরে রবিবার খোলাই ছিল মরচে ধরা লোহার গ্রিলের গেটটা। ভিতরে ঢুকে বোঝা গেল সরকারি উদ্যোগে শরৎচন্দ্রের মূর্তি বসেছে, ফলক বসেছে, বাগানে গাছ বসেছিল বটে কিন্তু তা দেখভালের জন্য জোটেনি কোনও সাহিত্যপ্রেমীর উথালপাথাল মন। সরকারি পয়সায় কোনও কেয়ারটেকার আছে কিনা জানা নেই তবে কাউকেই দেখা গেল না মনুষ্যহীন শুনশান শরৎ আলয়ে। এমনকি বৈঠকখানার বাইরে ভেঙে পড়া আধমোছা পর্যটন দফতরের লোহার ফলকটি জানান দিচ্ছে তাকে ফের দাঁড় করাবার কেই নেই। হাজার একটা বিনোদন পার্কের মতো এই ভবন পর্যটক টানতে পারে না বটে কিন্তু আজও গুটিকয়েক সাহিত্যপ্রেমী যারা এই তীর্থে এসে ইতিহাসের ছোঁয়া পেতে চান তারা ফিরে যান একরাশ হতাশা নিয়ে। ইতিহাসকে ফের বাস্তায় করে তোলার মানুষ কি কেউ নেই এই বাংলায়!

প্রতিবেদন – প্রণব গুহ, ছবি : অরুণ লোধ

পার্কিং ঘেরা ঠাকুরবাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি : সামনেই ২৫ বৈশাখ। অথচ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির চারদিকে নোংরা পরিবেশ, বেআইনি পার্কিং–এ ঘেরা। কলকাতা পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাসস্থান জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িটিকে নিজ চোখে দেখার জন্য সারা পৃথিবী থেকে বহু পর্যটক প্রেমীরা আসেন। স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি রাজেশ কুমার সিনহা ২২ এপ্রিল মাসিক পুর অধিবেশনে প্রস্তাবে জানান, বিগত কয়েকবছর যাবৎ এই বেআইনি পার্কিং ব্যবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি। ফলে যে সমস্ত পর্যটক প্রেমীরা অন্য রাজ্য থেকে আসেন, তারা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অভ্যন্তরভাগ দেখে যতোটা খুশি হন, ঠাকুরবাড়ির বাইরের পরিবেশ দেখে ঠিক ততোটাই মানসিকভাবে অখুশি হন। ফলে তাদের কাছে এই কলকাতা মহানগর সম্পর্ক একটা ভুল বার্তা পৌঁছয়। রাজেশ কুমার আরও জানান, ২০১২ সালে কলকাতা পুরসভার তৎকালীন মহানাগরিক জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির চারদিকে 'নো পার্কিং জোন' ঘোষণা করেছিলেন। বর্তমানে সেটি কী অবস্থায় রয়েছে। রাজেশ কুমার অধিবেশনে প্রস্তাব রাখেন, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি পুরোপুরি 'স্পেশাল জোন' ঘোষণা করে এলাকাটিকে সুন্দর ভাবে সংস্কার করা হোক। ফলে যারা অন্য রাজ্য থেকে আসবেন তারা ঠাকুরবাড়ির ভিতরে প্রবেশ করার আগে এক সুন্দর মনোভাব নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে। প্রস্তাবের উত্তরে পুর পার্কিং দফতরের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার প্রথমেই বলেন, রাজেশ কুমার সিনহা যে প্রস্তাবটি রেখেছেন সেটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব। তবে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির আশেপাশে কোথাও কোনও

জঞ্জাল বা আবর্জনা নোংরা কিছু পড়ে নেই। তবে আশেপাশে কিছু গরিব মানুষ তাদের কিছু কাপড়চোপড় কোথাও কোথাও রোদে শুকোতে দেয়। আর পার্কিং বিষয়ে কলকাতা পুরসভার কোনও এক্তিয়ার নেই, কলকাতার কোথাও নো–পার্কিং জোন ঘোষণা করার। তবে কলকাতা পুরসভা কলকাতা ট্রাফিক পুলিশকে ওই স্থলে নো–পার্কিং জোন ঘোষণা করার প্রস্তাব পাঠাতে পারে। কিন্তু ওই অঞ্চলে নো–পার্কিং জোন ঘোষণা করলে যে সমস্ত পর্যটকরা নিজস্ব গাড়ি নিয়ে আসেন। তারা তাদের গাড়ি গুলি কোথাও রাখবে? সেটাও তো ভাবতে হবে। তাহলে ওখানে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশকে দিয়ে নো–পার্কিং জোন করে বেআইনি পার্কিং বন্ধ করা যাবে না। বরঞ্চ তাদের দিয়ে বেআইনি পার্কিং যদি কোথাও কোনো একটা থাকে তা বন্ধের ব্যবস্থা করা হোক। মেয়র পারিষদ জানান, ওখানে গগন চ্যাটার্জী লেনে ৪টি গাড়ি এবং মহেশ্বরী লেনে ৬টি গাড়ি মোট ১০টি গাড়ির বৈধ পার্কিং আছে।

প্রতিবেদন ও ছবি : বরুণ মণ্ডল

বিনা ওষুধে রোগ সারান

দুর্গাদাস সরকার

ক্ষুধা কমাতে

ক্ষুধা বৃদ্ধি

নিমন্ত্রণ বাড়িতে গেলে একটু বেশি খেতে সবারই সাধ জাগে। এ অবস্থায় পরিবেশন মুহূর্তে ডান হাতের কনিষ্ঠা ও তর্জনীর সংযোগস্থলের মাঝখান বরাবর কব্জির দিকে ডান হাতের বুড়ো আঙুল, হাঁ–টা প্রায় সমান্তরাল রেখা পেরিয়ে কব্জির দিকে নেমে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে প্রচাপন (আকুপ্রেসার) করুন। মুহূর্তে ক্ষিদে পাবে। ক্ষিদে পাবার সঙ্গে সঙ্গে খেতে হবে। এটা কৃত্রিমভাবে ক্ষিদে পাওয়ানো। এ অবস্থায় খেতে দেরি করলে ক্ষতি হবে।

আমাশা দূরীকরণে

প্রায় সমান্তরাল রেখার দ্বিতীয় লাইন থেকে একটা রেখা কব্জি পর্যন্ত নেমে গেছে। এই রেখা বরাবর বুড়ো পর্যন্ত একটা দাগ কাটলে যে বিন্দুতে ছেদ পড়ে তাতে আকুপ্রেসার কলম বা ধাতব শলাকা দিয়ে প্রচাপন করুন। আমাশার উপকার পাবেন হাতে হাতে।

ক্ষুধা কমাতে দু কানের লতি ধরে গাই দোয়ানোর ভঙ্গিতে টানতে থাকুন ক্ষুধা বন্ধ হয়ে যাবে, তবে এটা বেশি করা উচিত নয়, কেননা ক্ষুধার ইচ্ছে নিবৃত্তি হয়ে যাবে। তখন ক্ষিদে আনতে বেগ পেতে হবে। যে মায়েরা কানের অলংকার পড়েন তাদের উদ্দেশ্যে বলি বেশি ঝুলের অলংকার বেশি ব্যবহার করবেন না এতে ক্ষুধা বন্ধ হয়ে স্বাস্থের ক্ষতি হবে।

এনারজেটিক ট্যাবলেট

সকাল হাত মুখ ধোয়ার পর এক গ্লাস পানীয় জল একটা কাচের গ্লাসে কিংবা চিনামাটির পাত্রে নিন। ডান হাতের তর্জনীর গোড়া অর্থাৎ ১৫ এবং ১৬–র অংশটি জলে ডুবিয়ে রাখুন ৫ মিনিট ধরে। এরপর ওই জল খালি পেটে পান করুন।

ক্র্যাম্প ধরা

ক্র্যাম্প ধরা বা শিরায় টান ধরাটা একটা মারাত্মক ঘটনা, যন্ত্রণায় রোগী ছটফট করে, এ অবস্থায় তর্জনীর ডগা এবং বুড়ো আঙুলের ডগা গোল করে ঘষতে থাকুন। ক্র্যাম্প ঠিক হয়ে যাবে।

মাঙ্গলিকী

লাইট–ক্যামেরা–অ্যাকশন

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

প্রিয়ম গুহ : দারুণ দাবদাহের মধ্যেই ২৫ এপ্রিল শুরু হল কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের। প্রত্যেক বছর ১১ নভেম্বর থেকে এই উৎসবের নির্ধারিত সময়সূচি। কিন্তু গত দু'বছর ধরে মহামারির ছোবলে নির্ধারিত সময় সূচির পরিবর্তন করেও চলচ্চিত্র উৎসবে মেতে ছিল আপামর বাঙালি। ২০২১–এর ২৭তম চলচ্চিত্র উৎসব জানুয়ারি মাসে হওয়ার কথা হলেও সব পরিকল্পনাতেই জল ঢেলে দেয় মহামারির গ্রাফ। বাধ্য হয়েই পিছিয়ে দিতে হয় উৎসবকে তাই এই অকাল উৎসবে মাততে তৈরি ছিল বাঙালি। কিন্তু আবারও প্রকৃতির গরম চোখ রাঙানিতে কিছুটা হলেও ভাঁটা পড়েছে। তবে প্রেক্ষাগৃহগুলি পরিপূর্ণ থাকছে।

নজরুল মঞ্চে ২৫ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক ঝাঁক কলাকুশলীদের সাথে নিয়ে উদ্বোধন করেন উৎসবের। সত্যজিৎ রায়ের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ্যে উৎসবকে পুরোটাই উৎসর্গ করা হয়েছে তাঁর ওপর। তাই উদ্বোধনী চলচ্চিত্র হিসাবে প্রবাদ প্রতীম পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' প্রদর্শিত হয়। এবারের

উৎসবের ফোকাস কান্ট্রি হলো ফিনল্যান্ড। প্রায় চারশোটির কাছাকাছি প্রদর্শিত হচ্ছে। বাঙালি পরিচালকদের ছবি সহ বিভিন্ন দেশের ছবিও স্থান পেয়েছে চলচ্চিত্র উৎসবে। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলায় সিনে আড্ডায় আড্ডা দিতে আসছেন সকল কলাকুশলীরা। অংশগ্রহণ করছে সিনেমা প্রেমিক সকলেই। ২৬ এপ্রিল সত্যজিৎ রায়ের জীবনী নিয়ে এক প্রদর্শনীরও উদ্বোধন হয়। সেখানে সত্যজিৎ রায়ের জীবন থেকে বিভিন্ন ছবির কাহিনী উঠে এসেছে। চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে দিলীপকুমার, গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, ভারতরত্ন লতা মঙ্গেশকর, বাপ্পী লাহিড়ি এবং অভিষেক চট্টোপাধ্যায়কে। প্রত্যেক দিনই বিশেষ বিশেষ সিনেমার কাহিনী বিন্যাস তুলে ধরতে এবং সেই সিনেমার ধারাটিকে বোঝাতে বিশিষ্ট পরিচালকেরা সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্যে তুলে ধরছেন সিনেমার এখন–তখনের বৈশিষ্টগুলিকে।বিশিষ্ট পরিচালক তথা প্রযোজক সুজিত সরকার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, সত্যজিৎ রায় তাঁর আদর্শ। এছাড়াও বাংলার পটভূমিতে বাংলার বাঙালিয়ত্বকে হিন্দি সিনেমায় স্থান করে দেওয়ার লক্ষ্যেই তার কাজ করা শুরু। সেকারণেই বিভিন্ন ছবিতে পশ্চিমবঙ্গের চিত্রপট উঠে এসেছে। প্রায় প্রত্যেক দিনই বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত বিভিন্ন ছবি দর্শকের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। তার মধ্যে রয়েছে পথের পাঁচালি থেকে শুরু করে গুপী গায়েন বাঘা বায়েন ও হীরক রাজার দেশে। সত্যজিৎকে নিয়ে বিভিন্ন পরিচালকের তথ্যচিত্র এ বছর নতুন মাত্রা এনে দিচ্ছে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের। 'মিউজিক অফ সত্যজিৎ' এই তথ্যচিত্রটি সত্যজিতের এক অন্য দিককে তুলে ধরেছে। উপলেন্দু চক্রবর্তী ১৯৮৫ সালে এই তথ্যচিত্রটি নির্মাণ করেন সেখানে পরিচালক সত্যজিতের সাথে সাথে গীতিকার সুরকার ও গীত পরিচালক সত্যজিৎকেও জানতে পেরেছে সিনে প্রেমিরা।

বিভিন্ন দেশের যেমন ইরান, ফিনল্যান্ড, স্পেন, ইউএসএ, জাপান, কিজিকিস্তান, মেক্সিকো, লেবানন, টিউনিশিয়া, পোল্যান্ডের সিনেমা দর্শকের মন কেরেছে। বিভিন্ন দেশের সিনেমায় বিভিন্ন আঙ্গিকে বৈচিত্রের ছোঁয়া নিয়ে এসেছে চলচিত্র উৎসব। প্রত্যেকটি দেশের সিনেমা তৈরির উপকরণ হয়তো এক সুন্দর একটি গল্প পরিচালনা, প্রযোজনা, সঙ্গীত, ক্যামেরা আর অ্যাকশন। কিন্তু প্রত্যেকটি দেশের জীবনযাত্রা এবং ভাবনা এক জায়গায় নিয়ে এসেছে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব।

'ধুলো বালি কথা' পরিচালনায় ছিলেন বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি শংকর বলের গল্প অনুসারে এই সিনেমাটি এক অন্য ধারার এক অন্য ভাবনাকে প্রস্ফুটিত করেছে গতানুগতিক ঐতিহ্য রক্ষার গল্প থেকে কিছুটা হলেও একটু অন্য। ব্রাত্য বসুর মূল চরিত্রায়ণে সিনেমাটি সত্যিই সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। কিছু অনবদ্য সংলাপ, কিছু অনবদ্য ভাবনাকে জনমানসে প্রভাব বিস্তার করে গিয়েছে তা বোঝা গেছে হলের দর্শকদের করতালির মাধ্যমে।

চলচ্চিত্র উৎসবের চেয়ারম্যান রাজ চক্রবর্তী নিয়মিত তীক্ষ্ণ নজরদারিতে সব অনুষ্ঠানগুলিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনকরে চলেছে। তীব্র দাবদাহে সকাল বা দুপুরে কিছু কম সংখ্যক লোক হলেও সন্ধ্যে থেকে কিছুটা হলেও দর্শক বাড়ছে। ১ মে 'সত্যজিতের শিল্পীরা শীর্ষক' বিশেষ অনুষ্ঠানের সাথে সাথে পুরস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে সমাপ্তি অনুষ্ঠান হবে রবীন্দ্রসদনে।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু দত্ত

গ্রুপ থিয়েটার এখন ব্যক্তিগত মালিকানাধীন

কৃষ্ণ চন্দ্র দে

আন্তর্জাতিক বিশ্ববোধের প্রয়োজনে আইপিটিএ গঠিত হয়েছিল। বর্তমানে স্বাধীনতার পরে এর আর দরকার ছিল কিনা বলতে পারবো না। শিল্পীদের কি দায়দায়িত্ব হতে পারে তা আজকের প্রজন্মের শিল্পীরাই জানেই না। দু একটি নাটক করেই তারা সেলেব্রিটি হয়ে যাচ্ছেন এই ইয়োলো জার্নালিজমের যুগে। ব্যক্তি প্রভাবাধীন একটা মিথ তৈরি হয়েছিল গ্রুপ থিয়েটারে। থিয়েটারকে কিভাবে নির্মান করতে হয় তা প্রয়াত শম্ভু মিত্র মহাশয় আমাদের শেখালেন একথা সত্য বটে। পিএলটি মানেই উৎপল দত্ত, নান্দীমুখ মানেই অজিতেশ, বহুরূপী মানেই শম্ভু মিত্র, সুন্দরম মানে মনোজ মিত্র, স্বপ্নসন্ধানী মানে কৌশিক সেন, নিভা আর্টস মানেই সমর মিত্র, থিয়েটার প্যাসন মানেই রমাপ্রসাদ মণিক, সায়ক মানে মেঘনাদ ভট্টাচার্য, অনসম্বল মানে সোহাগ সেন, অন্য থিয়েটার মানে বিভাস চক্রবর্তী, রঙ্গকর্মী মানে উষা গাঙ্গুলী, রঙরূপ মানে সীমা মুখার্জী, সংস্তব মানে দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চম বৈদিক মানে শাঁওলি মিত্র, নটধা মানে শিব মুখোপাধ্যায়, প্রাচ্য মানে বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়, অলটারনেটিভ লিভিং থিয়েটার মানে প্রবীর গুহ, উষ্ণিক মানেই ঈশিতা মুখার্জী, শান্তিপুর সাংস্কৃতিক কাহিনী মানেই কৌশিক চ্যাটার্জী, থিয়েটার ওয়ার্কশপ মানে অশোক মুখার্জী, নয়ে নাট্যয়া মানে গৌতম হালদার, শূদ্রক মানেই দেবাশীষ মজুমদার, চেতনা মানেই অরুণ মুখার্জী। সুতরাং তালিকা দৈর্ঘ্য করে কোনও লাভ নেই। প্রায় ১৯৪৮ সাল থেকেই একটা ব্যক্তি প্রভাব ছিলই।

নান্দীকার ভেঙে থিয়েটার ওয়ার্কশপ আবার তা ভেঙে অন্য থিয়েটার। আবার নান্দীকার ভেঙেই নান্দীমুখ কি করে হয়? ভেবে কোন কূল কিনারা একটাই পেয়েছি সেটা আর কিছু নয় শুধু ব্যক্তিতান্ত্রিক প্রভাব বা চলতি কথায় ইগো। ৮এর দশক পর্যন্ত একটা দায়বদ্ধতা ছিলই। দ্বিজেনবাবু উষা গাঙ্গুলি কিংবা রমাপ্রসাদ প্রয়াত হবার পরে তাদের দলগুলির আজ কি দুর্দশা তা সকলেরই জানা, নিভা আর্টসএর অস্তিত্ব কোথায়? দুর্নীতি এখন পার্ট অফ লাইফ হয়ে গেছে। দশচক্রতে আমরা তাই দেখলাম। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আস্তিগোনে প্রতিবাদী নাটক হয়েছে। এটাই তো শিক্ষা যে আমাকে অনুপ্রেরণা দেয়। সোভিয়েত কখনও শোষণ ছিল না এটা বলা যাবে কি, তাহলে ভাঙলো কেন? মতাদর্শ পেছনে পড়ে গেল, শাসনটাই মুখ্য হয়ে উঠলো তখনই ভাঙলো। জনপ্রিয় অভিনেতার জনপ্রিয়তাকে মূলধন করে তাদের সাপোর্ট নিয়ে কতটা কল শো করা যাবে তার অঙ্ক কষা চলছে। এটা ব্যবসা। এটা থিয়েটারকে দীন করেছে। তার উপর বাজার অর্থনীতি ভোগবাদ জাকিয়ে বসেছে। বাজার অর্থনীতি সব কিছু গ্রাস করে ফেলেছে। তার উপর গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতেন বিশ্বায়ন বা গ্লোবাইলেশন এর থাবা তো উদ্ধত হয়েই আছে। ওটা তো ঔপনিবেশিকতাবাদের ভিন্ন রূপ। টাকা আসছে কোথা থেকে তা প্রকাশ্যে যত কম বলা যায় ততই ভাল সকলেই তা অনুমান করতে পারছেন। থিয়েটারে ফ্রানচাইজি চালু হয়ে গেছে। রিভিউ প্রিভিউ দেখে তুমি নাটক দেখবে কেন? তুমি থিয়েটার দেখবে আমাদের চোখ দিয়ে।

আবার করপোরেট দুনিয়ার মতো মদ পরিবেশন করা হচ্ছে কোন সেমিনারে ভাবলেই গায়ে কাঁটা দেয়। রঞ্জনদা শুনলে তো এক্সাসাইটেড হয়ে যাবেন। আমরা কেউ বুঝতে পারছি না যে মালিকানাধীন বললে একটা মালিক এসে যাচ্ছে, তারপর আসবে শ্রমিক, মজুরি, বোনাস, শোষণ, ছাটাই লক আউট ইত্যাদি প্রভৃতি। মালিক এক্সপ্লয়েট করে মুনাফার স্বার্থে। থিয়েটার একটা প্রোডাক্ট যদি হয়, তাহলে প্যাকেজিং আসবে, আসবে প্রোডাকশন। মালিক থাকলেই উৎপাদনে শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ থাকবে। তা না হলে অনিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে। মালিক তা কিছুতেই মানবে না। ডিরেক্টর এখানে মালিক, তারা তুচ্ছ কারণে সহ অভিনেতাদের বহুলাংশে ল্যাং মেরেছেন। কমল সাহার কাছে সব রেকর্ড করা আছে। আসলে ল্যাং মারা শুরু থেকেই ছিল সেই গিরিশ বাবুদের যুগ থেকেই। গিরিশ বাবুরা বিনোদিনী দাসীকে ল্যাং মারতে এতোটুকু দ্বিধা করেন নি। তাঁর টাকায় খেয়ে পরে তাকেই ল্যাং অনেকটা মীরজাফরের মতো। শুধু তাই নয় তার অভিনয় জীবনও শেষ করে দিয়েছিলেন মহাভারতের দ্রোণাচার্য ও একলব্যের কাহিনীর মতন। বড়ই বেদনাদায়ক সত্য। যাক, যে কথা বলছিলাম টেকনিশিয়ানরা নাটকে বড়লোক হয়েছে, তারা অনেকে বার লক্ষ টাকা দামের গাড়ি নিয়ে চলে।

কটা অভিনেতা বা শিল্পীর ওই দামের গাড়ি আছে? নির্দেশক নাম পাচ্ছেন, কিন্তু শিল্পীরা কিছু পাবেন না। এ প্রসঙ্গে প্রায় সব শিয়ালের এক রা। শিল্পীরা বনডেড লেবার, শুধু শো এর দিন তার জন্য বরাদ্দ একটা এগরোল।

সরকারী অনুদান ভাগাভাগি হয়ে যায়। বলা হয় এই টাকা গ্রুপের টাকা। শিল্পীদের হাতে রাখার জন্য কিছু রুটির টুকরো ছুড়ে দেওয়া হয়।

আবেগ ভালবাসা অনুরাগ শিল্পীরা দেয় ভালবেসেই, কিন্তু নাটক করে বিনিময়ে তারা কি পায়? চাকরিতে ফাঁকি দিয়ে চার ঘন্টা আগে পালিয়ে এসে গ্রুপে আদর্শের কপচানি দিয়ে যান অনেকটা নির্লজ্জ ভাবে। টাকা পয়সাকে বাদ দিয়ে একটা বিকল্প অর্থনীতি না আনতে পারলে এই বিকল্প থিয়েটার টিকতে পারে না। সুতরাং দক্ষ সংস্কৃতিবান মালিক চাই। বানিয়া মালিক নয়।

টাকা নেবেন সরকারের থেকে আবার গালিও দেবেন, এটা হয়না। নিজেদের লড়াই করার ক্ষমতা ঝেড়ে ফেল, এটা কি আদর্শ। অনুদান পজিটিভ ভয়েসটাকে বন্ধ করা নয়। গৃহকর্তা দরকার সে মালিক হলেও ক্ষতি নেই।

গ্রুপ থিয়েটার তার সাথে ব্যক্তি মালিকানা পরস্পর বিরোধী আমাদের থিয়েটারের প্রসেসটা বড়ই আদিম। গণনাট্য বাম মতাদর্শ থাকবে, কিন্তু গ্রুপ থিয়েটার মানুষের চেতনার মান উন্নত করবে এটাই তো দস্তুর। উৎপল বাবু গ্রুপ থিয়েটার কনসেপ্টটাকে বিশ্বাস করেন নি। চিঠিতে তা পরিষ্কার। মুম্বাই থেকে চিঠিতে লিখেছিলেন তার প্রিয় শুভার্থিকে, ভাবনার বন্ধ্যাত্ব মাথায় স্থায়ী হয়ে গেল। আপনাকে বলছি স্যর এই বইটা পারলে পড়ে দেখবেন শিক্ষা আছে। দর্শনের আকাল পড়েছে আজকে। গ্রান্ট বন্ধ হলে থাবড়াটা খাব আমরা। সূর্য্য অস্ত গেলে শেয়ালের ছায়া ও বড় দেখায়, শেয়াল ভাবে আমি বেশ বড়, ইয়োলো জার্নালিজম এর কুফলে।

মোহন আগাসে কানাইয়া লাল হাবিব তনবির বিজন ভট্টাচার্যরা বর্তমানে পিকচারে নেই তাই পরিশ্রম না করে জনপ্রিয় শিল্পীদের দিয়ে নিজেদের অক্ষমতা ঢাকছি। থিয়েটার সমাজ বদলের অস্ত্র, চেতনার অস্ত্র। তাতে সদাসর্বদা শান দিয়ে যেতেই হবে। ধরণি ঘোষ এবং উৎপল দত্তের বিতর্ক চাই। আমরা শিখতে পারি।

ব্রাত্যর কোম্পানী থিয়েটার নিয়ে কোন বিতর্ক হল না। ইতিহাস ও ভাবি প্রজন্ম কিন্তু আমাদের জবাব চাইবেই। থিয়েটারের বাজার চাই। সেক্ষেত্রে থিয়েটার একটা প্রোডাক্ট, তাই ব্রাত্যর কোম্পানি থিয়েটারও ২৫/২৬ বছরের বেশি চলবে না। ইস্তেহার নামে প্রকাশ করেছে।

উপসংহারে একটা সহজ সরল কথা না বলে পারছি না। নাটকে সমাজ মুক্তি সম্ভব না অসম্ভব তা এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে এই আপ্ত বাক্য ভাবতে ভাল লাগে, বিশ্বাস করতে ইচ্ছাও হয়। ব্যাপারটা বিতর্কমূলক এবং লংটার্ম কনসেপ্ট, দুদশ দিনের ব্যাপার নয়। এর একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস আছে।

তার থেকেও সত্য আমাদের হাতে আলাদিনের সেই আশ্চর্য্য প্রদীপটা তো নেই যে ঘসা মারলেই একজন এসে বলবে হুকুম মালিক ব্যাস সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তা তো হবার নয় রে ভাই। মানুষকেই খুঁজতে হবে মুক্তির পথ, আর এ পথ একলা চলার নয়, তাই তোমার আমার সকলের সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত হোক পৃথিবী সমাজ ধ্বংসের ধারাবাহিকতার প্রতিরোধি শ্লোগান। এই নাট্য মঞ্চেই আমরা ছিন্ন করবো অন্যায়ের বেড়াজাল হিংসার বিষ বাষ্প তবেই না একদিন ছিনিয়ে আনতে পারবো সোনালী সূর্য্যের সোনালী প্রভাত।

আশাবাদী মানুষ আমি আশাতেই দিন গুনে যাচ্ছি। ভরসা করে বলতে চাই, আমারি চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ চুনি উঠলো রাঙা হয়ে। বাঙালির শেষ আশ্রয় তো রবীন্দ্রনাথ, তাই তাকে স্মরণ করেই শেষ করলাম আমার এই ক্ষুদ্র লেখনি।

বিশেষ প্রতিবেদন

অন্বেষক আয়োজনে নাট্যসম্ভার

নিজস্ব প্রতিনিধি : অন্বেষক আয়োজনে দুই দিন ব্যাপি নাট্যসম্ভার অনুষ্ঠিত হয় ১২ মার্চ ও ১৩ মার্চ২০২২, বাটানগর স্পোর্টস ক্লাব প্রেক্ষাগৃহে। দুই দিনে সর্বমোট পাঁচটি নাটক মঞ্চস্থ হয়।

১২ মার্চ সন্ধ্যা ৬টায় প্রদর্শিত হয় সাউথ গড়িয়া আবিষ্কার থিয়েটার গ্রুপের নাটক ৬৪ সাউদার্ন অ্যাভেনিউ। নাটকটিতে তারুণ্যের অতি উৎসাহ চোখে পড়ে। প্রতিফলন হিসেবে একটু বেহিসাবি অভিনয়ের ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। নাটকটা অত্যন্ত চড়া সুরে বাঁধা। যার কারণে শ্রুতিনন্দন হয়ে ওঠেনি কখনও। আরও একটু যত্নের সাথে লালিত করতে পারলে নাটকটি অন্য মাত্রা পেতে পারে।

ওই দিনের দ্বিতীয় নাটক অন্বেষক প্রযোজিত শেষ দলিল। নাটকটি সর্বদিক থেকে অত্যন্ত সুচারুভাবে মঞ্চস্থ হয়। ব্যক্তিগত অভিনয়ের দিক থেকে প্রত্যেকেই নিজ নিজ দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। খোকা চরিত্রে নীলাঞ্জন কাঞ্জিলালের পোশাক মানানসই লাগেনি। ঔরঙ্গজেবের অভিনয়ের জায়গাটাতে দক্ষতার ছাপ সুস্পষ্ট। তবে খোকা এবং ঔরঙ্গজেবের বিভাজনটা অস্পষ্ট। পূর্ণিমা চরিত্রে ইশিতা চক্রবর্তীর ঔজ্জ্বল্য ও পোষাক মানানসই হয়নি। ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের চরিত্রে শিবপ্রসাদ নন্দীকে প্রথমাংশে একটু আড়ষ্ট লাগলেও পরের দিকে বেশ মানানসই। ফ্ল্যাশ ব্যাকে ব্যাঙ্কের চেম্বারের দৃশ্যে সময়ের তফাতকে বোঝাতে সামান্য কিছু পোষাকের পরিবর্তন হলে ভালো হতো। শম্ভু সাহাকে ভালো লাগার অনেকটাই কৃতিত্ব নাটককার দাবি করতে পারেন। এই ক্ষেত্রে গৌতম মুখার্জীর দাপুটে অভিনয় বেশ মানানসই। তবে চরিত্রের তাগিদে ভিন্ন ভিন্ন স্তরগুলো আরও বেশি করে দেখাতে পারলে এবং উচ্চকিত ও আরোপিত অভিনয়ের লোভ সম্বরণ করতে পারলে, সাথে বাকি চরিত্রদের সাথে ভারসাম্য রক্ষা করলে নাটকটাই আরও বেশি করে উপকৃত হতো। প্রণব মুখার্জীর শেখর মিত্র এবং সুমিত্রা ঘোষের রত্না মন্ডল চরিত্রের চাহিদা মিটিয়েছে। তবে রত্না চরিত্রে ফেসিয়াল এক্সপেশনের দুর্বলতা লক্ষ্যণীয়। মাংস পেশির সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার করার ক্ষেত্রে নজর দেবার প্রয়োজন আছে। নাটকে পুলিশ অফিসারের চরিত্রটার প্রতি কোনওভাবেই নাটককার বোধহয় খুব সদয় ছিলেন না। চরিত্রটার মধ্যে না আছে কোনো মনে রাখার মতো সংলাপ, না আছে কোনো অভিনয়ের সুযোগ, চরিত্রের অর্ধেকেরও বেশি সংলাপবিহীন ভাবে দর্শকের মতো অবস্থা। এই জাতীয় চরিত্রকে মঞ্চে উপস্থাপিত করতে দক্ষ অভিনেতার প্রয়োজন হয়। বলতেই হয়, সুব্রত সরকার সেই দক্ষতার পরিচয় বহন করেছেন। আলোতে প্রিয়ব্রত চ্যাটার্জী, আবহ, মঞ্চ নাটকের চাহিদা পূরণ করেছে। সুব্রত সরকারের দক্ষ পরিচালনায় নাটকটি অন্য মাত্রা পেয়েছে।

ওই দিনের তৃতীয় নাটক কলকাতা প্রেক্ষাপট প্রযোজিত থাপ্পড়। নাটকটি কোনও ভাবেই দর্শকদের মনে দাগ কাটতে পারেনি। নাটকটি অত্যন্ত অযত্নে তৈরি। অতি নাটকীয়তার ছড়াছড়ি। অভিনয় ও পরিচালনার দিক থেকে আরও যত্নবান হবার দরকার আছে। এক কথায় দুর্বল প্রযোজনা। এই রকম প্রযোজনার যা পরিণতি হবার ছিলো, ঠিক সেটাই হয়েছে।

১৩ মার্চ ২০২২ প্রথম নাটক অন্বেষক প্রযোজিত বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা। অত্যন্ত পরিশীলিত একটি প্রযোজনা। নাট্যকাহিনীর ও পরিচালনার দিক থেকে মুনশিয়ানা আছে। ব্যক্তিগত অভিনয়ের দিক থেকে বিজয় চরিত্রে নীলাঞ্জন কাঞ্জিলাল বেশ ভালো। তবে মাদকাসক্ত দেখাতে দেহ ও কণ্ঠের সাযুজ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যহত হয়েছে। একজন অভিনেতা যে যে কারণে তার অভিনেয় চরিত্রটাকে মঞ্চে নিয়ে আসে, যেমন দেখার দিক থেকে কতটা সে মানানসই, অভিব্যক্তি প্রকাশ, চরিত্রের আবেগ নিয়ে নাড়াচাড়া করা, চরিত্রের মানসিক স্তরগুলোকে আলাদা আলাদা ভাবে প্রকাশ করা, সবক্ষেত্রেই তিনি তার দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। সন্দীপ রায় চৌধুরীর বসন্ত অত্যন্ত সাবলীল ও আন্তরিক। মঞ্চে চলাফেরা, কথা বলা সবকিছুতেই চরিত্রের প্রতি ভালোবাসার ছোঁয়া আছে। বিজয়ের সাথে অন্তরঙ্গতার ছোট্ট অংশটা বড় আকর্ষণীয়। অজয় চরিত্রে সুব্রত সরকার অত্যন্ত পরিমিত ও নিয়ন্ত্রিত। বিশেষত চরিত্রের যে বহুমাত্রিক দিকগুলো আছে, অভিনয়ে সেইগুলো সুস্পষ্ট। প্রণব মুখার্জীর মণিলাল দত্ত মানানসই। তবে রূপসজ্জার সাহায্য নিয়ে তাকে একটু অন্যরকম করতে পারলে বোধহয় ভালো হয়। সুমিত্রা ঘোষের প্রতিমা বড় বেশি সেকেলে। চরিত্রটিতে ভীষণ ভাবে স্টাইলাইজড্ অভিনয় দাবি করে। চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষত বলিষ্ঠতা, চলাফেরা, কথা বলা, অভিব্যক্তি প্রকাশ সব ক্ষেত্রেই তার আরও যত্নবান হবার প্রয়োজন আছে। মঞ্চে তার বড় বেশি প্রতিক্রিয়াহীন, চলাফেরায় আড়ষ্টতা, আলোর সঠিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে অসচেতনতা এই জাতীয় ভুল ভ্রান্তিগুলো শুধরে নিতে পারলে চরিত্রটার প্রতি সুবিচার হতো। আলোয় প্রিয়ব্রত চ্যাটার্জী দৃষ্টিনন্দন। আবহ প্রক্ষেপনে রবীন সাহা যথাযোগ্য সঙ্গত দিয়ে গেছেন। মঞ্চ নাটকে একটা অন্য মাত্রা যোগ করে। সুব্রত সরকারের সুন্দর পরিচালনায় এই নাটকটি আগামী দিনে দলের সম্পদ হবার ইঙ্গিত বহন করে। ভীষণ জমাট, দারুণ সঙ্ঘবদ্ধ, একতারে বাঁধা এই নাটক দর্শকদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে।

ওই দিনের দ্বিতীয় ও শেষ নাটক ছিলো পারমিক ব্যারাকপুর প্রযোজিত ফাঁস। নাটকটি প্রায় পূর্ণ দৈর্ঘ্যের বলা চলে। আজকের দিনে অনেক ছেলেমেয়েকে জড়ো করে নাটক করা, সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। নবাগত নাটাকার অনির্বান সেন এই নাটকে অভিনয়ও করেন। শুভজিৎ বন্দোপাধ্যায়ের নাটকটি ভিন্ন স্বাদ দর্শকদের দেয়। সবকিছু ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে নাটককে সজীব রাখবার প্রয়াস প্রশংসনীয়। তবে মঞ্চে কলাকুশলীদের আধিক্য এবং সাথে সাথে চড়াসুর এবং চড়ামেজাজে বাঁধা অভিনয় দর্শকদের চোখ ও কানকে অনেকাংশে ক্লান্ত বা বিরক্তির উদ্রেক করেছে। নাটকের অনুষঙ্গ হিসেবে আলো, রূপসজ্জা, মঞ্চ, আবহ সবকিছুই নাটককে সুন্দর ও এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। নাটকটা কিছুটা মেদবহুল বলে মনে হয়েছে। সামান্য পরিমার্জনের কথা ভাবা যেতে পারে। এককথায় নাটকটি দর্শকদের নজর কেড়েছে।

এই অতিমারির সময়েও প্রতিদিন কমবেশি দেড়শো দুইশো দর্শকদের নাটকমুখি করে তোলার কাজে অন্বেষক যে ভূমিকা পালন করেছে তাকে কুর্নিশ না জানিয়ে উপায় নেই।

গুরুদাস কলেজের বইমেলা

উজ্জ্বল সরদার : বইমেলা এই শব্দবন্ধেই ভেসে ওঠে একরাশ নস্টালজিয়া। বছরের বিভিন্ন সময়ে বাঙালি সুযোগ পেলেই মেতে ওঠে বইমেলায়। বইমেলা শুধু যে পুস্তক প্রকাশক আর বিক্রেতার ব্যাবসায়িক ক্ষেত্র তা নয়। দলে দলে বইপ্রেমীদের যোগদানের মহামিলনক্ষেত্র এই বইমেলা। সাম্প্রতিক ১৯ ও ২০ এপ্রিল কলকাতার ফুলবাগান অঞ্চলের গুরুদাস কলেজ তাদের কলেজ চত্বরে দুই দিনের এক বইমেলার আয়োজন করেছিল। তাদের এবারের এই আয়োজন চতুর্থ বছরে পদার্পণ করল। কলেজের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার তথা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে প্রায় পঞ্চাশটির বেশি পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা, ছোট পত্রপত্রিকার স্টল ছিল এই বইমেলায়। বইমেলাকে ঘিরে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উদ্দীপনা ছিল নজরকাড়া। বইমেলার উদ্বোধক হিসাবে হাজির ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক তিলোত্তমা মজুমদার। কলেজ কর্তৃপক্ষ এই বইমেলা থেকে তাদের বাৎসরিক বরাদ্দের সিংহভাগ বই কেনেন উপস্থিত পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতাদের কাছে থেকে। বইমেলার অন্যতম উদ্যোক্তা তথা কলেজের গ্রন্থাগারিক ডঃ জয়দীপ চন্দ্র একান্ত সাক্ষাকারে জানালেন এবারের এই চতুর্থ বর্ষের বইমেলাতেও আমরা যথেষ্ট সাড়া পেয়েছি। মূলত কলেজ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বই বিষয়ক সচেতনতার জন্য আমাদের এই উদ্যোগ। তবে বহু ছাত্রছাত্রী প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে অনেক সময় পছন্দের বই কিনতে সক্ষম হয় না, তাদের জন্য এই বইমেলায় আমরা বিশেষ ছাড়ে বই কেনার ব্যবস্থা রেখে ছিলাম। গুরুদাস কলেজের অধ্যক্ষ এই বইমেলা নিয়েও বিশেষ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছেন সর্বদা। কলেজের এক ছাত্রীও জানালেন, আমাদের কলেজের এমন বইমেলার আয়োজন পেয়ে আমরা সত্যই ভাগ্যবান। পড়াশুনা, নাচগান, খেলাধুলার পাশাপাশি কলেজের বইমেলা এই বিষয়টাই তো এক অন্যরকম ভালো লাগার। তবে সব কিছু মিলিয়ে বলা যায় কলকাতার এই গুরুদাস কলেজের এমন বইমেলার উদ্যোগ শুধু অনন্য নয় বিশিষ্টতার ও দাবিদার।

রমজান মাস চলছে। ভদ্রেশ্বর অ্যাঙ্গাস এক নম্বর চাখানা মসজিদের কাছে মিঠাই–এর দোকানে সন্ধ্যায় রোজা খোলার পর ব্যাপক ভিড় শরবৎ, চা, লাচ্চা পরোটা, সিমুই কিনতে। দোকানে খরিদ্দার সামলাচ্ছেন মুক্তার আলম, নেহার আলম ও আরদিল আলম। —নিজস্ব চিত্র

বাংলায় উপেক্ষিত তারকা তৈরির তারক সিনহা

সুজয় পাল

ঠিক যেন প্রিন্টিং প্রেস। যেখানে অক্ষরমালা সেজে ওঠে। তারপর ছাপা হয়ে বেরোয় পাতার পর পাতা। অমূল্য সব ২২ গজের দলিল যেন। সব ইতিহাস। সে কাহিনি লেখা হয় রমন লাম্বা, মনোজ প্রভাকর, আকাশ চোপড়া, অঞ্জুম চোপড়া, ঝুলন গোস্বামী, আশিস নেহরা, শিখর ধাওয়ান, ঋষভ পন্থদের নিয়েই। উল্কা ঝলমল করে ২২ গজের বৃত্তে। ঝলসে দেয় ব্যাটে অথবা বলে। সেই ছাপাখানা, সেই মেশিনম্যানকে কেই বা মনে রাখে! এমনই এক মানব মেশিন বছরের পর বছর তৈরি করে চলেছিলেন একের পর এক ক্রিকেটার। ধুলোমাখা মাঠে, নিঃশব্দে। প্রায় লোকচক্ষুর আড়ালে। প্রচারের আড়ালেও। নাম, তারক সিনহা। আদ্যপান্ত বাঙালি মানুষটাকে ক্রিকেটমহল চিনত তারক সিং নামেই। আজ সব অতীত। ২০২১ সালে ক্যানসার কেড়ে নিয়েছে তাঁর জীবন।

ক্রিকেটারদের কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন ওস্তাদজি নামেই। চারাগাছ পোঁতার পর কুঁড়ি থেকে যেভাবে যত্ন-ধৈর্য্য-পরিচর্যার পর ফুল ফোটায় মালিরা, যেভাবে মাটির সামান্য ডেলাকে একটু একটু করে নিজের দক্ষতায় সুন্দর মূর্তি গড়ে তোলেন মৎশিল্পীরা, তেমনই তারক সিনহা গড়পরতা সাধারণ প্রতিভাকেও অসাধারণ তৈরি করে ফেলতেন একাগ্রতায়, নিষ্ঠায়। ৪০ বছর ধরে ৪ জেনারেশনের ক্রিকেটাররা যে তাঁর হাতেই তৈরি হয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক মঞ্চে সাফল্য রচনা করেছেন একের পর এক। যাদের ক্রিকেটের অআকখ শিখিয়ে দিয়েছিলেন তিনিই। ২২ গজের ফুলদানিতে সাজিয়ে দিয়েছেন একের পর এক ফুল। তাঁরই হাতে তৈরি হয়ে ভারতীয় ক্রিকেটে সুবাস ছড়িয়েছেন ও ছড়াচ্ছেন প্রভাকর, ধাওয়ান, ঝুলন, নেহরা, ঋষভ পন্থরা। তিনিই ছিলেন ক্রিকেট মাস্টার। তিনিই ছিলেন ক্রিকেটারদের ফাদার ফিগার। আরও ভাল করে বলতে গেলে তিনিই ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটের একটা আস্ত ইনস্টিটিউশন। তবু তিনি প্রচারবিমুখ হওয়ায় গোটা জীবন ব্রাত্যই থেকে গিয়েছিলেন। মানুষ তো প্রতিমাই দেখে, কেই বা আর প্রতিমার রঙ করার কাজ দেখে!

নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরে জন্ম হলেও তারক সিনহার সাধ ছিল বড়ো ক্রিকেটার হবেন। এ রাজ্যের হুগলি জেলায় পৈত্রিক বাড়ি হলেও তাঁর বড়ো হয়ে ওঠা দিল্লিতেই। খেলতেন উইকেটকিপার-ব্যাটার পজিশনে। কিন্তু ক্যাম্পে গিয়ে বুঝেছিলেন ভারতের ছোটো গলিতে বড়ো হয়ে

ওঠাদের জন্য নয় এই ভদ্রলোকের খেলা ক্রিকেট। স্বপ্ন সত্যি হয়নি তাঁর। বিড়লা স্কুল থেকে ক্যাম্পে গিয়ে সিকে নাইডু দলে সেরা ১৬তে জায়গা হয়নি। নিজের সাধ পূরণ হয়নি ঠিকই কিন্তু জেদ থেকে সরতেও পারেননি। নিম্নবিত্তদের মধ্যেও যে ছাই চাপা আগুন থাকে, তারাও যে ক্রিকেটার হতে পারেন সে কথাটাই যেন প্রমাণ করার তাগিদ বেড়ে যায় তরুণ তারকের। না মাঠ, না সাপোর্ট, না টাকাপয়সা। শুধু মনের জোরেই দিল্লিতে শুরু করেন সনেট ক্রিকেট আকাদেমি। সনেট। শেক্সপিয়রের ১৪ লাইনের জনপ্রিয় কবিতার মতোই অলিগলির ছেলেদের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে তারকের স্বপ্নের সনেট। সেটা ১৯৬৯ সাল। কবিতার মতই ২২ গজে ছোটো ছোটো স্বপ্নের জন্ম দিতে শুরু করে সনেট ক্লাব। বিড়লা স্কুলের মাঠেই আকাদেমির ট্রেনিং শুরু হয় প্রথমে। তারপর আকাদেমির স্থান বদলে যায় করোলবাগের আজমল খান পার্কে। একেবারে শুরুতে ছোটোদের জন্য কোচিং ক্লাবে ভর্তির খরচ ধরা হয় ৩টাকা। মধ্যবিত্তরা যাতে স্বপ্নপূরণের সুযোগ পায় সে কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেন তারক। অবশ্য নামেই তখন আকাদেমি, খোলা মাঠে ছিল না পিচও। একপাশে যখন ম্যাট পেতে ক্রিকেট কোচিং চলছে, অন্য ফাঁকা মাঠে তখন হয়তো চলছে দেদার ঘুড়ি ওড়ানো বা ফুটবল খেলা।

ডিডিসিএ অর্থাৎ দিল্লি অ্যান্ড ডিস্ট্রিক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন শুরুতে আমল দেয়নি সনেট আকাদেমিকে। ২ বছর পর ১৯৭১ সালে স্বীকৃতি মেলে। এরপর শুরু হয় নতুন লড়াই। ডি- ডিভিশন থেকে এ - ডিভিশনে পৌঁছয় সনেট ক্রিকেট ক্লাব। দিল্লির সব টুর্নামেন্টে আধিপত্য বিস্তারের পর দিল্লির বাইরেও মোরাদাবাদ, হরিদ্বার, বরেলি, লখনৌয়ে খেলতে যেত সনেট। ফিরত চ্যাম্পিয়ন হয়েই। ১৯৭৯ সালে পদ্মজা নাইডু ট্রফি খেলা হয়েছিল হংসরাজ ক্রিকেট গ্রাউন্ডে। ফাইনাল ম্যাচ। প্রথমে ব্যাট করে মাত্র ১৩০ রানে শেষ হয়ে যায় সনেট ক্লাবের ইনিংস। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ইউনিভার্সাল ক্লাবের ১ উইকেট হারিয়ে যখন ১০০ রান, নিশ্চিত হার বুঝে গিয়েছিল তখন সনেটের ক্রিকেটাররাও। কিন্তু খেলাটার নাম ক্রিকেট। সেখান থেকেই সনেটের অরুণ খুরানার ৭ উইকেট দখল ম্যাচের রঙ বদলে দেয়। সনেট ক্লাবের কৃতিত্ব নিয়ে তখন থেকেই লোকমুখে চর্চা শুরু হয়। এই ক্লাবে অনুশীলন করেই ১৯৭৯ সালে প্রথম ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে দেন সুরিন্দর খান্না। সনেটের নাম ছড়ায়। ওস্তাদজির কাছে কোচিং নিতে শুধু দিল্লি নয়, জয়পুর, রোহতক থেকেও ছোটরা আসত। যে কোচিংয়ের মূলমন্ত্র ছিল ডেডিকেশন-ডিটারমিনেশন আর ডিসিপ্লিন।

চেয়েছিলেন শুধু কোচিং করাতে। কিন্তু পেট চালাতে হবে। তাই দিল্লির শ্রীনিবাসপুরীতে পিজি ডাভ স্কুলে পিয়ন পদে চাকরি নেন তারক সিনহা। একদিকে পিয়নের চাকরি, অন্যদিকে ওই স্কুলেই কাজের ফাঁকে চলে কোচিং। সে'বছর দিল্লির স্কুল লেভেলে সেরা ট্রফিগুলো ঢোকে এই স্কুলেই। তিনি যে পারবেন, সে বিশ্বাস সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিল। ১৯৮৫-৮৬ সালে দায়িত্ব পান দিল্লি রঞ্জি দলের। সে'বার চ্যাম্পিয়ন হয় দিল্লি। বিসিসিআই ২০০১-০২ সালে ভারতীয় মহিলা দলের দায়িত্ব দেয়। সেই প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট সিরিজ জয়ের স্বাদ এনে দেন তিনি মহিলা দলে। ২০১০ সালে রাজস্থান ক্রিকেট আকাদেমীর ডিরেক্টর পদে বসেন। তখন রাজস্থান ক্রিকেটের হাল খারাপ। প্লেট গ্রুপে নেমে গেছে। সেখান থেকেই কোচের পরামর্শ দিয়ে চ্যাম্পিয়ন করার অনবদ্য কৃতিত্ব রয়েছে তাঁরই। আড়াই বছর দায়িত্ব সামলানোর পর ঝাড়খণ্ডের কোচের দায়িত্ব পান তিনি। সেটা ২০১২-১৩ সাল। সেইসময় ঝাড়খণ্ডেরও একই হাল। প্লেটগ্রুপ থেকে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত নিয়ে যান তিনি। এরপর কেরালা অ্যাসোসিয়েশন ডাকলেও, সে ডাক ফিরিয়ে দেন তারক সিনহা। কারণ নিজের ক্লাবে মনোনিবেশ করতে চেয়েছিলেন। আরো বেশি সময় দিতে চেয়েছিলেন। একসময় দিল্লির একাদশে ৯ জন ক্রিকেটারই ছিল সনেট ক্লাবের প্রতিনিধি।

রাজনীতি,সিনেমা এসব থেকে শতহাত দূরে থাকা তারক সিনহার জীবনে ছিল শুধুই ক্রিকেট। মহিলা ক্রিকেট দলের দায়িত্বে থাকার সময় মিতালি রাজদের ট্রেনিং দিতেন তিনি। আবিষ্কার করেছিলেন ঝুলন গোস্বামীর মতো প্রতিভা। তাঁর সুপারিশেই ভারতীয় দলে সুযোগ পান ঝুলন গোস্বামী। তবে তাঁর সনেট ক্লাবে প্রথম সফল মহিলা ক্রিকেটার অঞ্জুম চোপড়া। সেখান থেকেই উঠেছিলেন জয়া শর্মা, আশা রাওয়াত, রুমেলি ধররা। কখনো ল্যাপটপ কোচিংয়ে বিশ্বাস করেননি তিনি। হাতে-কলমে শেখাতে চেয়েছিলেন। তাই সার্টিফিকেটও ছিল না, ছিল না কোচিং ডিগ্রীও। অনেক পরে তাঁর কোচিংকে স্বীকৃতি জানিয়ে ভারত সরকার তাঁর হাতে তুলে দেয় দ্রোণাচার্য পুরস্কার। সেটা ২০১৮ সাল।

আজীবন স্বীকৃতি আশা করেননি, ক্রিকেটারদের ভালবাসায় ভুলে থেকেছেন সবকিছু। ভাড়া বাড়ি থেকে তুলে এনে নিজের টাকায় নতুন বাড়ি করে দিয়েছিলেন আশিস নেহরা। সব পেয়েছেন তিনি, শুধু বাংলা থেকে কোনোদিন ডাক পাননি। বাঙালি হয়েও বাংলায় কোচিং করাতে না পারার আক্ষেপটা তাঁর রয়েই গেল চিরকালের মতো। শুধু কোচিং নয়, রিহ্যাব করিয়ে ক্রিকেটের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনায় পারদর্শীও ছিলেন তিনি। সনেট ক্লাব যেন ক্রিকেটারদের দুঃসময়ে অ্যান্টিবায়োটিকের কাজ করতো। যার জলন্ত উদাহরণ বীরেন্দ্র সেহওয়াগ, আশিস নেহরা, শিখর ধাওয়ান, ঋষভ পন্থরা। সেহওয়াগ খারাপ ফর্ম কাটিয়ে তাঁর টিপসের পরই ত্রিশত রান করেন। তাঁর ট্রেনিংয়েই ৪০ বছরে ৪ জেনারেশন ধরে অন্তত ১২ জন ক্রিকেটার খেলেছেন ভারতীয় দলে। অসংখ্য ক্রিকেটার সুযোগ পেয়েছেন আইপিএলে। তাঁর ছাত্র তালিকায় যেমন ছিলেন রমন লাম্বা, অতুল ওয়াসন, মনোজ প্রভাকর, আকাশ চোপড়ারা, তেমনই ছিলেন আশিস নেহরা, শিখর ধাওয়ান, সৌরভ তিওয়ারি থেকে বর্তমানে ঋষভ পন্থ। নিজে ক্রিকেটার হতে পারেননি, কিন্তু দেশকে ক্রিকেটার উপহার দিয়ে গেছেন একের পর এক। ২০২১ সালের নভেম্বরে ৭১ বছর বয়সে আচমকাই থেমে যান তিনি। হয়তো ২২ গজের প্রিন্টিং প্রেসে অনেক নির্মাণ বাকি রেখেই অন্যলোকে চলে যান তারক সিনহা। যার অভাব পূরণ হওয়ার নয়।

টি-২০ কাঁপাতে পারত যারা

অরিঞ্জয় মিত্র : কেরি প্যাকার যে ফর্ম্যাটে ক্রিকেট নিয়ে যেতে চলেছিলেন তা নিয়ে সেসময় গেল গেল রব উঠেছিল। ভাবখানা এমন ক্রিকেটের সাবেকি ঘরানা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এতে। টেস্ট তার মহিমা হারাবে। তৎকালীন বিশ্ব ক্রিকেটের মাথারা যখন কেরি প্যাকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন তখন কিন্তু দুনিয়াজুড়ে রমরম করে ওয়ান ডে ক্রিকেট শুরু হয়ে গিয়েছে। তখন অবশ্য সীমিত ওভার বলতে ৬০ ওভারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হত। আরও উল্লেখ্য, এই সময়তেই দু-দুটি একদিনের বিশ্বকাপ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। যা জিতে নিয়ে বিশ্ব ক্রিকেটে নিজেদের মৌরসীপাট্টা জারি করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কেরি প্যাকার অবশ্য শুধু ক্রিকেট খেলাকে সংস্কারের আদলে অনেক এক্সপেরিমেন্ট শুরু করেছিলেন। যা এই মুহূর্তের আইপিএল বা টি-২০ জমানায় দাঁড়িয়ে রীতিমতো শিহরণ জাগানোর মতো। বস্তুত, কথা একটু না হয় বলাই যাক এই পরিসরে। প্রথমে না হয় ভারতের বিশ্বকাপজয়ী প্রথম অধিনায়কের কথাই বলা যাক। কপিলদেব রামলাল নিখাঞ্জ। যাঁর অন্য একটি পরিচয়ও আছে বটে। সেটি আবার ভাগ করে নিতে হয় চতুষ্টয় অলরাউন্ডারের অন্যতম হিসাবে। বথাম, হেডলি, ইমরানের সঙ্গে কপিলের নাম সমোচ্চারিত হয়ে আসছে বহুদিন ধরেই। সেই কপিল দেব যাঁর নেতৃত্বে জয়তো ৮৩-র বিশ্বজয় সম্ভবই হত না যদি না জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ১৭ রানে ৫ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর ব্যাট করতে নেমে ব্যাটিংয়ের তুফান তুলে ১৭৫ না করতেন কপিল। ওই ম্যাজিক ইনিংসটাই যেন ভারতের বিশ্বজয়ের ইউএসপি হয়ে উঠেছিল। আজকের ধমাকাদার আইপিএলের মঞ্চ কপিলদেবের মতো একজনকে মারাত্মক মিস করছে তা বলাইবাহুল্য। কপিল দেবের মতো ক্রিকেটার ক্রিকেটের মহাকাব্যে চিরকালীন বর্ণময় চরিত্র। সেই মানুষটি যদি টি-২০ যুগে ভরপুর ফ্রিজে থাকার সুযোগ পেতেন তবে অনেক অতিনাটকীয়তাই হয়তো চোখে পড়তে পড়ত বিশ্ববাসীর। কপিলের পরেই টি-২০-র মঞ্চ যাঁকে ভীষণ ভাবে চাইবে তিনি হলেন আরেক ভারতীয় তারকা। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত। ফ্রিজের দুপা বাইরে স্টান্স নিয়ে ওরকম ধুঁয়াধার ব্যাটিং যে করা যায় তা চোখের সামনে স্পষ্ট করে তোলেন কৃশ শ্রীকান্ত। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে একজন ওপেনার যে ব্যাকরণের আদ্যশ্রাদ্ধ করে কীভাবে দুরন্ত ফর্মে খেলতে পারেন তার জলজ্যান্ত নমুনা হলেন শ্রীকান্ত। একথাটাও মনে রাখা দরকার শ্রীকান্তকে ব্যাট করতে হত মার্শাল, গার্নার, রবার্টস, হোল্ডিং, লিলি, টমসন, বথাম, ইমরান, আক্রমদের বিরুদ্ধে। দেখিয়েছিলেন কীভাবে ম্যালকম মার্শালের গোলাকে ছক্কায় পরিণত করতে হয়।

ভারতের বাইরে গেলে টি-২০-র প্রোডাক্ট বলে যাঁর কথা বলতেই হবে তিনি হলেন ক্যারিবিয়ান সুপারস্টার ভিভিয়ান রিচার্ডস। চুইংগাম চিবোতে চিবোতে আইপিএল বা টি-২০-এ আসরে কত রেকর্ড যে তুলে ধরতেন তার ইয়ত্তা নেই। ক্রিস গেইল বা আন্দ্রে রাসেলের ছক্কা দেখে যাঁরা চোখ ছানাবড়া করেন তাঁদের জন্য এরা আসলে ট্রেলার। পিকচার ছিল ভিভিয়ান রিচার্ডসই। যাঁকে না দেখতে পাওয়া টি-২০-র যুগের অন্যতম বড় আপসোস হয়েই থাকবে চিরকাল। খুনে ব্যাটিংয়ের জন্য বথাম, মিঁয়াদাদ, সনৎ জয়সূর্য, মার্ক গ্রেটব্যাচ, রিচার্ড হেডলিদের কথাও বারংবার উঠে আসবে।

সনৎ জয়সূর্য এবং কিউয়ি তারকা ব্যাটার মার্ক গ্রেটব্যাচের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল তাঁরা বড় ব্যাটের সুবিধা নিচ্ছেন। পরে দেখা গিয়েছে মোটেই তা নয়। অসম্ভব শক্তি, টাইমিং ও টেম্পারমেন্টকে কাজে লাগিয়ে মার্ক গ্রেট ব্যাচ, জয়সূর্যের মতো ব্যাটসম্যানরা বোলিংকে শাসন করে এসেছেন। কপিল, শ্রীকান্তদের সঙ্গে বলতেই হবে ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বকালের সেরা শচীন রমেশ তেন্ডুলকরের কথাও। আগ্রাসন ও টেকনিককে কীভাবে সমন্বয় করতে হয় তা দেখিয়েছিলেন শচীন। সদ্য প্রয়াত শেন ওয়ার্ন নিজেই একবার বলেছিলেন, শচীনের প্রচুর মার খাওয়ার পর স্বপ্নেও তেড়ে আসতেন এই মরাঠি তারকা। যুবরাজ সিং এবং সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্টেপ আউট করে 'বাপি বাড়ি যা' শটও সবসময় টি-২০ মেজাজেরই।

আজকের আইপিএল ক্রিকেটকে যেন বেসবলে পরিণত করেছে। এমন ধরনের শট নিতে দেখা যাচ্ছে এই জমানার তারকাদের যেন হি-ম্যান, স্পাইডার ম্যান, সুপার ম্যানরা সব ভর করেছে তাদের ওপর। এমন ধরনের শট নিচ্ছেন ব্যাটসম্যানরা যা ক্রিকেটের ব্যাকরণে কস্মিনকালে লেখা হয় নি। বস্তুত, উইকেটের সামনে ,পিছনে , চতুর্দিকে যেভাবে এই ব্যাটসম্যানরা শট হাঁকাচ্ছেন যা কয়েক বছর আগেও কল্পনাতীত ছিল। মহেন্দ্র সিং ধোনির হেলিকপ্টার শট নিয়ে এতদিন খুব আলোচনা হত। এখন দেখা যাচ্ছে তারচেয়ে হাজারো অভিনবত্বের মিশেল। এই ধরনের শট ক্রিকেটকে যেন বেসবলীয় ক্রিকেটাকার দিচ্ছে। তাও পুরনো বেশ কিছু তারকা থাকলে টি-২০ ক্রিকেট দেখতে পেত কীভাবে ক্রিকেটীয় বেসিককে অক্ষুণ্ণ রেখে বেসবল শট মারা যায়।

ভারতীয় ক্রিকেটের নয়া স্টার উমরান

দধিচি মল্লিক : ভারতীয় ক্রিকেটের নবতম তারকা হিসেবে এবারের আইপিলে সামনের সারিতে উঠে এসেছেন কাশ্মীরের আগ কা গোলা উমরান মালিক। বস্তুত, সানরাইজার্স হায়দরাবাদের জার্সি গায়ে প্রথম থেকেই দুরন্ত পারফর্ম করলেও, আইপিএলের এবারের শীর্ষ স্থানাধাকারী অপরাজেয় গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে তুখোড় বোলিং করে সারা বিশ্বের নজরে চলে এসেছেন উমরান। তাঁর ১৫৩/ মাইলে ধেয়ে আসা ইয়র্কার বলটি ছিটকে দিয়েছে গুজরাটের উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান তথা প্রাক্তন ভারতীয় তারকা ঋদ্ধিমান সাহার স্টাম্প। আরও একটি দুর্দান্ত বাউন্সারে বোকা বানিয়ে আউট করেন হার্দিক পাণ্ডিয়াকে। এছাড়াও এই ম্যাচ থেকে পাঁচটি উইকেট তুলে নেন উমরান। তাঁর এই অসাধারণ বোলিং নৈপুণ্য দেখে দাবি উঠেছে টি-২০ বিশ্বকাপের দলে তাঁকে সামিল করার। এই দাবিদারদের অন্যতম হলেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম। তুফান গতিতে উমরানকে বল করতে দেখে প্রেস বক্সে কমেন্টটরের আসন দেখে উঠে দাঁড়িয়েছেন সুনীল গাভাসকার। হায়দরাবাদ অধিনায়ক কেন উইলিয়ামস বলছেন, উমরান সম্পর্কে বলার মতো কোনও

ভাষাই নেই তাঁর কাছে। যদিও অনেকে এও বলছেন, এই মুহূর্তে বুমরাহ, মহম্মদ সামি, মহম্মদ সিরাজ, উমেশ যাদবদের সরিয়ে টিম ইন্ডিয়ায় জায়গা করে নেওয়া খুবই কঠিন উমরান মালিকের পক্ষে। অনেকে এও বলছেন বয়সটাও কম। আগামীতেই নিশ্চয়ই সুযোগ পাবেন উমরান। কিন্তু মোদ্দা কথা হল লোহা গরম থাকতে থাকতে তাকে ব্যবহার না করলে তাতে মরচে ধরতে বাধ্য। সেদিক থেকে টি-২০-র মঞ্চ থেকেই অভিষেক হওয়া উচিত তাঁর। কে বলতে পারে আগামীর কোনও মেগাতারকা উঠে না আসে সেই আন্তর্জাতিক আসর থেকে। একটা সময় পর্যন্ত বোলিং বিভাগকে দুর্বল মনে করা হত। দুর্বল বলাটা হয়তো ঠিক হবে না। তখনকার বোলিং ছিল স্পিন কেন্দ্রীক। কারণ, সেঅর্থে জোরে বল করার কেউ ছিল না তখন। সেজন্য গাভাসকারকে পর্যন্ত ব্যবহার করা হত ওপেনিং বোলার হিসাবে। সঙ্গ দিত কারসন ঘাউড়িরা। এরপর অবশ্য ভারতের স্পিন বোলিংকে সমৃদ্ধ করে তোলে বেদি, ভেঙ্কট, প্রসন্ন, চন্দ্রশেখররা। বস্তুত, এই স্পিন চতুর্ভুজের দাপটে বেশ কিছুদিন ভারতীয় ক্রিকেট রাজত্ব করে তামাম দুনিয়ায়। তবে সত্যি কথা বলতে কী ফার্স্ট বোলারদের যে আগ্রাসন তা কখনই ভারতের ক্রিকেট মেলে ধরতে পারে নি। অনেক বিশ্বমানের স্পিনার এলেও বিদেশের দ্রুত গতি সম্পন্ন পিচে তারা কামাল করতে পারে নি সেভাবে। দেশের মাটিতে স্পিন সহায়ক পিচে তুর্কীনাচন দেখাতে অবশ্য কসুর করত না ভারতের স্পিনাররা। সে বেদি-প্রসন্নদের আমলের চতুর্ভুজ হোক বা পরবর্তীকালের মনিন্দর সিং, কুম্বলে, হরভজন কিংবা আজকের যজবেন্দ্র চহাল-কুলদীপরা।

মূলত কপিলদেবের হাত ধরেই টিম ইন্ডিয়ায় সর্বপ্রথম একজন যথার্থ মানের ফার্স্ট বোলার উঠে আসে। শুধু বোলিংই নয়, ব্যাটিংটাও চুটিয়ে করেছেন কপিলদেব। একইসঙ্গে ইয়ান বথাম, রিচার্ড হেডলি, ইমরান খানদের সঙ্গে চুতুষ্টয় অলরাউন্ডার হয়ে ওঠাতেও কপিলদেব ছিলেন পথিকৃত। কপিল যেসময় বিশ্বকাপ নিয়ে আসেন ইতিহাস সৃষ্টি করে তখন অত্যন্ত সাধারণ মানের কজন পেসার উঠে আসে মদনলাল, রজার বিনিদের মধ্যে। এরপর মনোজ প্রভাকর কার্যত এই ধারাটা বহন করলেও পরবর্তীতে জাভাগাল শ্রীনাথ, ভেঙ্কটেশ প্রসাদ, শ্রীসান্ত, আগরকর, ইশান্ত শর্মারা ভারতের বোলিং ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করার কাজ শুরু করেন।

এই মুহূর্তে অবশ্য বুম বুম বুমারহ, উমেশ যাদব, ভুবনেশ্বর কুমার, মহম্মদ সামি, মহম্মদ সিরাজ, ওয়াশিংটন সুন্দররা এসে ভারতের বোলিং অ্যাটাককে ক্ষুরধার করে তুলেছে। তারসঙ্গে উমরান যোগ হলে ভারত ব্যাটিংয়ের ট্র্যাক রেকর্ড ধরে রাখার পাশাপাশি বোলিংয়েও বিশ্বসেরা হয়ে উঠবে।

আফগানিস্তানের গৌরব ফেরাচ্ছেন রশিদ খান

নিজস্ব প্রতিনিধি : তালিবান শাসিত অত্যাচারী মধ্যযুগীয় সমাজ দিয়ে আফগানিস্তানকে চিনতে গেলে মানুষ ভুল করবে। কারণ, আফগানের সঙ্গে ভারতের বহু পুরনো সম্পর্ক। রবি ঠাকুরের কাবুলিওয়ালা থেকে সেদেশকে চিনেছে বাঙালি। রহমতের মতো মানুষরা যে কতটা বিশ্বাসী এবং সৎ তা না বললেই নয়। আবার এর উল্টো ছবিও আছে। তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ গ্রন্থটি। বস্তুত, নিপীড়ন যে কী মারাত্মক আকার ধারন করতে পারে তা সুস্মিতা নিজের প্রাণ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। তারসঙ্গে হালফিলের ভয়ঙ্কর তালিবানি সমাজের কথা তো আগেই বলা হয়েছে।

কিন্তু সেই আফগান মাটি থেকে উঠে এসে এবারের আইপিএল রীতিমতো জমিয়ে দিয়েছেন অলরাউন্ডার রশিদ খান। প্রাথমিকভাবে তাঁকে স্পিনার হিসাবেই চিনত ক্রিকেট বিশ্ব। কিন্তু যে ধুঁয়াধার ব্যাটিং এই মুহূর্তে শুরু করেছেন রশিদ খান তা নিশ্চিতভাবে তাঁকে অলরাউন্ডারের শিরোপা দিয়েছে। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে শেষ ওভারে তিনটি ছক্কা মেরে যেভাবে গুজরাট টাইটান্সকে জেতালেন তিনি তাকে কুর্নিশ জানাতেই হয়। হার্দিক পান্ডিয়ার অনুপস্থিতিতে মাঝে অধিনায়কত্বের গুরু দায়িত্বেও সফল হয়েছেন রশিদ। বিধ্বস্ত আফগানের মাটিতে নিঃসন্দেহে আইকন এখন তিনি।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com